সাঁতার দিবার কালে পদ গুটাইয়া ডানা বা "পাখনা" ব্যবহার করিয়া থাকে। যখন উহারা জলে সাঁতার দেয়, তখনই কেবল গ্রীবার চতুর্দ্দিকে পর্দ্দা পর্দ্দা ডানা বাহির হয়, অন্যথা স্থলে চরিবার সময় উহার সামান্য একটু চিহ্নমাত্র থাকে।

পঙ্গপাল।

ইহাদের বিষয় বোধহয় অধিকাংশ লোকেই জানেন। পঙ্গপালের ন্যায় উদ্ভিদের অনিষ্টকারী জীব আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহারা বায়ু দ্বারা একদেশ হইতে অপর দেশে আনীত হইয়া থাকে। যেখানে এই পঙ্গপালগণ একবার প্রবেশ করে, তথাকার উর্ব্বর ক্ষেত্রসকল একবারে মরুভূমি করিয়া দেয়। সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া পঙ্গপালগণ যখন উড়িতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদিগকে মেঘের ন্যায় দেখা যায় এবং তাহাদের লক্ষ লক্ষ পক্ষের শব্দ নির্ঝরের ভীষণ ধ্বনির ন্যায় শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারা পৃথিবীতে নামিয়াই প্রথমে বৃক্ষের পাতা ও কচি শাখা সকল খাইয়া ফেলে। যব ও অন্যান্য শস্যের মূল পর্য্যন্ত খাইয়া প্রত্যেক দ্রব্য নষ্ট করিয়া দেয়। এবং অবশেষ অনাহারে প্রাণত্যাগ করে।

উড্ডয়নশীল মৎস্য।

এই মৎস্যগণ অধিকাংশই সমুদ্রে বাস করে, কখন কখন বড় বড় নদীতেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের পৃষ্ঠের বর্ণ ধূষর, পেট সাদা, ডানাগুলি গাঢ় নীল, কেবল অগ্রভাগে কমলা লেবুর রঙের মত এক একটী ফোঁটা আছে। ইহাদের কাহারও দুটী এবং কাহারও চারিটী মাত্র ডানা আছে। এই মৎস্য সাধারণতঃ তিন প্রকার হয়। ইহাদের মধ্যে যে মৎস্যগুলি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, উহাদিগকে লোহিত ও ভূমধ্য সাগরে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মৎস্যগণ জল হইতে চারি হাত উর্দ্ধে উড়িতে থাকে এবং ক্রমাগত ১২০ হাত উড়িয়া একবার জলে পড়িয়া যায়, আবার উঠিয়া প্রায় ৪০ হাত পর্য্যন্ত উড়িতে পারে। মধ্যে মধ্যে ইহাদিগকে এক একবার জলস্পর্শ করিতে হয়। ইহারা "আলো" অত্যন্ত ভাল বাসে, তজ্জন্য ইয়োরোপ ও আমেরিকার নাবিকেরা জাহাজের উপরে (রাত্রে) আলো লইয়া বসিয়া থাকে, আর ইহারা দলে দলে জাহাজে আসিয়া পড়ে, তখন নাবিকেরা ইহাদিগকে অনায়াসে ধরে। এদেশে সাধারণতঃ ইহাকে উড়্‌বধু মৎস্য বলে। সু, সিংহ

বরষাকাল।

আসিল বরষাকাল
নিদাঘের অবসানে,—
মেঘে আবরিল নভস্থল ;
ভানুর তপত কর
দগধ না করে তনু,
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে জল।

খানা খন্দ—জলাশয়
জলে পরিপূর্ণ সব,
নদ নদী স্ফীত-কলেবর ;—
ধাইছে সিন্ধুর পানে
উল্লাসেতে নৃত্য করি,
কি সুন্দর খেলিছে লহর !

ফুটিছে কমল-কলি
নির্ম্মল সরসী-জলে,
বায়ু ভরে দুলিছে মৃণাল ;
সে দৃশ্য কি মনোহর—
নিরখি নয়ন ভোলে !
জল কেলি করিছে মরাল।

'পানি কৌটি' ডুব দেয়
দেখিয়ে বালক দল
আনন্দেতে দেয় করতালি ;
ভাসিয়া উঠিছে পুনঃ
পুকুরের মাঝ খানে,
সাবাস পাখীর চতুরালি !

'মাছরাঙ্গা' শূন্যে থাকি
তাকাইছে মাছ পানে,
অবশেষে লক্ষ্য করি স্থির ;
ছোঁ দিয়ে সে চঞ্চুপুটে—
ধরিছে অমনি তার,
কে দেখেছ হেন মহাবীর ?

কুমুদ মুদিয়ে আঁখি
আছে কাল-প্রতীক্ষায়—
কখন আসিবে বিভাবরী ?
হেরিয়ে প্রাণেশে তার
মিটাইবে মনসাধ,—
সুখী হবে আপনা পাসরি।

শীতল হয়েছে ধরা
পুন বহুদিন পরে,
পরিয়াছে কি সুন্দর সাজ !
সবুজ পাতায় তরু
ঢাকিয়াছে কলেবর,
সতেজ সকলি যেন আজ।

ক্ষেত মাঠ ধানভরা
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী যেন
বিরাজিছে সুদূর প্রান্তরে,
স্বভাবের চারু শোভা—
কেড়ে লয় দেহ মন !
সুখ সিন্ধু উথলে অন্তরে।

'ডিঙ্গিনাও' বেয়ে যায়
ধান ক্ষেত মাঝ দিয়া,—
নাও পথ—সংকীর্ণ সে অতি ;
গাঁয়ের ইতর লোক—
হাট ও বাজার করে,
নাও ভিন্ন নাহি আর গতি !

জাগাইয়া দেয় স্মৃতি
শৈশবের লীলাভূমি—
জন্ম স্থান—সেই পাড়া গাঁয়,
সুহৃদ্ সকলে মিলি
কত না করেছি খেলা—
জল-ডুবা মাঠে,—চড়ি নায়।

থেকে থেকে 'কোঁড়া পাখী'
ডাকিত সে ধান ক্ষেতে,
নায় বসি শুনিতাম সুখে;
কোথায় সে দিন আহা!
আসিবে কি ফিরে পুনঃ?
নিরখিব হাসিভরা মুখে।

ভেকের আনন্দ বড়!
গাইছে নিয়ত তারা,—
এত সুখ, কারু মনে
নাহি আর, হইয়ে মিলিত
পুকুরের কোণে বসি
উচ্চ রবে—কি অপূর্ব্ব গীত!

ঝাঁকে ঝাঁকে আসে জল,
আবার সে থেমে যায়
বরষিয়া—কিছুকাল পরে;
কখন মুষল ধারে—
ঝরিতেছে অবিরল,
ঝরণার জল যেন ঝরে!

অনলের কণা সম—
খরতর রবিকরে
পুড়িয়াছে সমস্ত শরীর;
কে আবার দয়া করি—
জুড়াইলা অভাগা রে,
ঢালি তাহে সুশীতল নীর?

এমন দয়াল যিনি
নমি তাঁর শ্রীচরণে—
বার বার,—অসীম দয়ার—
কি দিব তুলনা আমি?
অতুল সে এ জগতে!
তুলা দিতে নাহি কিছু আর॥

দেশাচার।

৩য় সংখ্যা।

প্রাচীন গ্রীসের সামাজিক আচার ব্যবহার।

পুরাকালের গ্রীক জাতির সহিত আমাদের আশ্চর্য্যরূপ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। তাহাদের শাস্ত্রাদির সহিত আমাদের শাস্ত্রের ও তাহাদিগের দেবতা-দিগের সহিত আমাদের দেবতাদিগের যেরূপ আশ্চর্য্য মিল আছে তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। তাহাদিগের সামাজিক আচার ব্যবহারও আমাদের সহিত অনেক মিলে,এস্থলে তাহাই মাত্র লিখিব। গ্রীক জাতি দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত—স্পার্টান ও এথিনীয়। তন্মধ্যে এথিনীয়েরাই শ্রেষ্ঠ। ইহাদিগের আবাস বাটী অবস্থানুসারে প্রস্তর, ইষ্টক, বা কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত হইত। তাহাতে আবার

অবস্থানুসারে শয়ন ভোজনাদির জন্য ঘর থাকিত। বড় লোকেদের বাড়ী সাধারণতঃ দুই মহল হইত—একটী স্ত্রী-লোকদিগের, অপরটী পুরুষদিগের জন্য। বলা বাহুল্য যে রন্ধনাদির জন্য গৃহ অন্দর মহলেই নির্দ্দিষ্ট হইত। বাড়ী গুলি প্রায়ই চতুষ্কোণ আকারে নির্ম্মিত এবং উহার চতুর্দ্দিকে গৃহ প্রবেশের জন্য রেল দেওয়া বারাণ্ডা ও প্রাঙ্গণ মধ্যে এক একটী ফোয়ারা থাকিত। সকল ঘর গুলিই দ্বার ও জানালা দেওয়া, পুরুষ-দিগের গৃহে কখন কখন পর্দ্দা দেওয়া হইত। অন্দর মহলের পশ্চাতে একটী উদ্যান থাকিত। রাজপথের সম্মুখের দ্বারে একটী ইষ্টদেবের বিগ্রহ ও বেদিকা থাকিত। গৃহসজ্জা টেবিল, কোচ, চৌকি ইত্যাদি। গ্রীকেরা কখন কখন চৌকীর পরিবর্ত্তে কোচে বসিয়া আহার করিত। দর্পণ পিতলের ছিল। ভোজন পাত্র মৃত্তিকা, কাষ্ঠ বা ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত। পরিধেয় বসন ইহাদের সাধা-রণতঃ দুই খণ্ড। ভিতরের বসনের নাম চিতোন, বাহিরের নাম হাইমেষন্। ভিতরের পরিচ্ছদটী অতি শিথিল ভাবে পরিধান করিত, ইহা কতকটা আধুনিক ইংরাজ রমণীদিগের কামিজের ন্যায় ছিল। বাহিরের পরিচ্ছদটী আমাদের চাদরের ন্যায়। ইহা লোকের রুচি ও পদমর্য্যাদা প্রভৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইত এবং এরূপ ভাবে জড়ান হইত যে বাম বাহুটী ঢাকিয়া দক্ষিণ বাহুটী মুক্ত থাকিত আর নিম্নে হাঁটু কিম্বা তাহার একটু নীচে পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িত। সাধারণতঃ মস্তকে টুপী আদি ব্যবহৃত হইত না। তবে কোথাও যাতা-য়াতের সময় টুপীর মত দুই প্রকার মস্তকাবরণ ব্যবহার করা হইত। উহার একটী ইংরাজী টুপীর ন্যায়, অপরটীর আকার মুসলমানদিগের তাজ টুপীর মত। মাথার চুল খুব বড় বড় করিয়া রাখা হইত এবং ধনিগণ অতি যত্নের সহিত কেশবিন্যাস করিতেন। ১৮বৎসরে পদার্পণ করিলে যুবকদিগের দীর্ঘ কেশ কাটিয়া ২০ বৎসর পর্য্যন্ত ছোট রাখা হইত ও ঐ কেশ দেবতার নিকট দেওয়া হইত। গ্রীকেরা পুরুষের চিহ্নস্বরূপ বরাবর শ্মশ্রুধারণ করিত। স্ত্রীলোকেরা নানারূপে বেশ-বিন্যাস করিত এবং জাল থলে টুপী মাথায় দিত। বাটীর বাহির হইতে হইলেই লোকে পাদুকা খড়ম ইত্যাদি ব্যবহার করিত। তাহারা দুইবার ভোজন করিত। একবার মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে ও আর একবার সন্ধ্যার সময়। এই শেষের ভোজন-টীই তাহাদিগের গুরুতর ভোজন। প্রাতে তাহারা সামান্য রুটী মদে ভিজা-ইয়া খাইত, তৎপরে মধ্যাহ্নে একবার আহার করিয়া স্বীয় স্বীয় কাজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত, তদনন্তর বৈকালে আহা-রাদি করিয়া বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত আমোদ প্রমোদ করিত। নিত্যখাদ্যের মধ্যে গম বা যবের রুটীই প্রচলিত ছিল। ইহাই সমস্ত গ্রীসের দরিদ্র লোকদেরও

খাদ্য ছিল। ঐ রুটী কথন কথন বাড়ীতে প্রস্তত হইত, নচেৎ দোকান হইতেই ক্রয় করিয়া আনা হইত। রুটীর সঙ্গে পনির, শাক সবজি, পলাণ্ডু, রসুন, মৎস্য, মাংস প্রভৃতিও খাইত। যুদ্ধযাত্রী সৈন্য-দিগের মধ্যে রুটী, পনির, পেঁয়াজ, শুষ্ক মৎস্যই প্রধান খাদ্য ছিল। মৎস্য অপেক্ষা মাংস ব্যবহার অল্প হইত। মদ্যপানও হইত, কিন্তু সাধারণতঃ ভোজ ইত্যাদিতে নহে। মৎস্য মাংস খাওয়া হইলে গ্রীকেরা মিষ্টান্ন খাইত। কাঁটার ব্যবহার ছিল না, কিন্তু চামচের ছিল। সমাজ-প্রিয় গ্রীকজাতির মধ্যে আমোদ প্রমোদ খুব প্রচলিত ছিল। ভোজের নিমন্ত্রণ তাহাদের একটী প্রধান আমোদ। ধনী লোকেরা প্রত্যেক পর্ব্বে, পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের জন্ম ও মৃত্যু দিবসে দেব দেবীর নিকট পশু উৎসর্গ করিতেন ও ভোজ দিতেন। কেহ কেহ মৃত মান্য ব্যক্তিগণের জন্মদিনেও ভোজ দিতেন। যুবকেরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা করিয়া চড়ীভাতি করিতেন। ভোজের সময় ছোট ছোট টেবিলে খাবার দিয়া ও কোচে উপবেশন পূর্ব্বক আহার করা হইত। নিমন্ত্রিতগণ ফুলের মালা ও সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিতেন। তাহারা আসিবা মাত্র ভৃত্যগণ পদ ধৌত করিয়া দিত। নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে একজন পরিবেশন করিতেন। গ্রীকেরা তাঁহাকে "সাকী" বলিত। তিনি একটা পাত্রে মদ ঢালিতেন ও অন্যান্য খাবার রাখিতেন, পরে ভৃত্যেরা হাতা দ্বারা মদ ও অন্যান্য পাত্র দ্বারা আহারীয় দ্রব্য পরিবেশন করিত, আহারান্তে গায়কাদি দ্বারা নৃত্য গীত হইত। এই সকল ভোজে স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত হইতে পারিতেন না।

(ক্রমশঃ)

সুভার্য্যা।

পারিবারিক সুখের প্রধান উপাদান পুরুষ ও স্ত্রীতে বিশ্বাস অর্থাৎ একে অপরকে বিশ্বাস করিবে, অণুমাত্র সন্দেহ দম্পতির অন্তর মধ্যে যেন স্থান না পায়। এই বিশ্বাস-রত্ন যে গৃহ-প্রকোষ্ঠে অতি যত্নের সহিত সংরক্ষিত না হয়, সে গৃহে শান্তি নাই, সে গৃহে কমলার কৃপা নাই, সে গৃহে পদে পদে অমঙ্গল, সে গৃহে রণকালী সর্ব্বদা খড়্গহস্তে সংহার কার্য্যে ব্যস্ত আছেন। স্বামী স্ত্রীর চরিত্রে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবেন। স্ত্রী সিজরের পত্নীর ন্যায় সন্দেহের অতীত হইবেন। এই হইল সার কথা। স্ত্রীর স্বামীর প্রতি একান্ত অলজ্য্য ভক্তি থাকিবে। তাঁহার চরিত্র শুভ্রতা দিবাকরের জ্যোতির ন্যায় বিশুদ্ধ থাকিবে। হলাহলেও শান্তি আছে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার দৌত্য কার্য্যে

যে সংশয় নিয়োজিত হয়, তাহার প্রকোপে অব্যাহতি নাই। স্বামী গৃহকর্ম্ম পরিচালনার নিমিত্ত স্ত্রীতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন, (না থাকিলেই বা চলিবে কেন?) এবং যাবতীয় পারিবারিক কার্য্য তাঁহার পত্নীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। গৃহে এইরূপ সহায়তা লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি প্রাত্যহিক বিষয় কর্ম্মে ব্যাপৃত হন, দূরদেশে গমন করেন, কিম্বা দীর্ঘ কালের জন্য স্থানান্তরে অবস্থিতি করেন। সুভার্য্যা এইরূপে ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন করেন, যেন তাঁহার ভর্ত্তার সংসারে সকল দিকেই সুপ্রতুল—অসচ্ছল হইলেও সচ্ছল। এক তাঁহার গৃহলক্ষ্মী স্ত্রীতে তাঁহার এত সুখ সচ্ছন্দের অবস্থা যে ধনীর ধনে তাঁহার কোনও প্রকার চক্ষুঃপীড়া উপস্থিত হয় না; কারণ তাঁহার কিছুরই অভাব নাই, এক অমূল্য স্ত্রী নিধিতে সকলই কুলান হইয়া থাকে। সেই দম্পতিই সুখী, যাহাদিগের অন্তঃকরণে এই পরম সন্তোষ বিরাজ করিতেছে। নিষ্ঠুর আচরণে অনেক স্বামী অনেক স্ত্রীকে অসুখী করেন। পক্ষান্তরে অনেক স্ত্রী অমিতব্যয়িতা দ্বারা অনেক স্বামীকে দরিদ্র করিয়া থাকেন। ইহাতে কি স্বামিগণ পাপাচরণ করিতে বাধ্য হন না? গুণবতী ললনা সর্ব্বদা স্বামীর কল্যাণ কামনা করিবেন; যে কার্য্যে স্বামীর মঙ্গল হয়, তাহাতে উত্তমরূপ অভ্যস্ত হইবেন এবং সাধ্যমত যাবজ্জীবন যাহাতে তিনি সুখে থাকেন, তদ্বিষয়ে নানারূপ উপায় উদ্ভাবন ও যত্ন ও পরিশ্রম করিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিবেন; মিষ্ট কথায় তাঁহার তাপিত হৃদয় শীতল করিবেন; অঞ্চল দিয়া ললাটের স্বেদ মুছাইয়া দিবেন; দুর্ভাগ্যের দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে দিবেন না; ক্রোধভরে কটুবাক্য উচ্চারিত হইলে নম্র বাক্যে উত্তর করিবেন। এইরূপে পতিসেবা ও পতিভক্তি মাঝে মাঝে করিবেন না, দিবানিশি প্রতিক্ষণ করিবেন। স্বামীর পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা ও নিজের সাধু দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের দিকে অনবরত দৃষ্টি রাখিলে স্ত্রী তাঁহার মান সম্ভ্রম সংবর্দ্ধনের সহায়তা করেন। তিনি জনসমাজে সুপত্নীর পতি বলিয়া পরিচিত হন, ইহা ভার্য্যার পক্ষে কম শ্লাঘার বিষয় নহে। সাধারণের সন্নিধানে তাঁহার মর্য্যাদা পরিবর্দ্ধন অপেক্ষা স্ত্রীর আর অধিক প্রশংসার বিষয় কি হইতে পারে?

পূর্ব্বে আমাদিগের দেশের মহিলারা বিস্তর কর্ম্ম করিতেন ও জানিতেন। এখন যাঁহারা জানেন, অনেক স্থানে করিবার আবশ্যকতা দেখেন না, অনেক স্থানে রুচি মার্জ্জিত বল বা বিকৃত বল ভোগ বিলাসের দিকে একটু বেশি দৃষ্টি থাকাতে তদ্রূপ গৃহস্থালী কাজ গুলি সম্পন্ন করিতে তাঁহারা কিছু লজ্জিতা ও অবমানিতা হন। এটী বড় আক্ষেপের বিষয়। এক সময় ছিল যখন কাট্না

কাটিয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কেহ প্রশ্ন করিতে সাহস করিতেন না। এখনও ইহার প্রয়োজনীয়তা মফঃস্বলে স্থানে স্থানে দেখা যায়। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি রন্ধন প্রণালী শিক্ষা করিবার আবশ্যকতা পূর্ব্বে ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকিবে; তবে কেন অস্মদ্দেশীয় অবলাকুল এই গুরুতর কর্ত্তব্য শিক্ষার পক্ষে শিথিলতা প্রকাশ করেন? পাচক পাচিকা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও তাঁহাদিগের যে ইহা জ্ঞাত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে বোধ হয় কোনও রূপ মতদ্বৈধ থাকিবে না। বিজাতীয়দিগের অনুকরণ করিতে গিয়া আমরা স্বজাতীয়দিগের অনেক মঙ্গলময় আচার ব্যবহার ও অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় গুলিতে বীতরাগ হইতেছি। বিশেষতঃ অনুকরণের এই প্রধান গরলময় ধর্ম্ম যে, উহার অনুরাগে আপনা হইতে অগ্রে মন্দটি অভ্যাস হয়। এই বিষয়টি মহাত্মা টড্ Students' Manual নামক গ্রন্থে বিশদরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। যদি একান্ত অনুকরণ করাটাই এখনকার কালের ধর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলেও কি সুসভ্য বিজাতীয়দিগের গুণের অনুকরণ কর্ত্তব্য নহে? তাহাদের মধ্যে পাকশিক্ষা করিবার কি প্রথা নাই? ভারত-ইংরাজ রমণী ভোগ বিলাসিনী। তাঁহার অবস্থা ভাল হইতেও পারে। ইঁহাকে দেখিয়া আমাদিগের অন্তঃপুরবাসিনীগণ উদরের অন্নের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষিনী হইতেছেন, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? যদি অনুকরণ কর, তাহা হইলে ইংলণ্ডীয় মধ্যম শ্রেণীর মহিলাদিগকে অনুকরন কর। বিবি জেন্ ওয়েল্‌স কার্লাইল কি করিতেন? জর্ম্মণ মহিলাগণ কি করিয়া থাকেন? অলস কন্যা—কালে অলস ভার্য্যা, অলস জননী ও অলস ধাত্রী হইবে। অলস গৃহকর্ত্রী দ্বারা গৃহকার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হয় না। সংসারে করিবার অনেক আছে, অতএব গৃহকর্ত্রী যেন কাজ নাই বলিয়া বসিয়া না থাকেন। থাকিলে তিনি এক কুদৃষ্টান্ত পরিবারস্থ বালকবালিকাগণকে নিশ্চয়ই দেখাইবেন। এই ব্যাধি যেরূপ সংক্রামক, আর কিছুই সেরূপ নহে।

গৃহাদি সাজান গোছান নারীর বিচক্ষণতা ও নিপুণতার আর একটি নিদর্শন।

সুগৃহিণী সময়ের মূল্য জানিবেন, কোনও মতে ইহার অপব্যয় কবিবেন না। নিদ্রা ক্ষণিক মৃত্যু মাত্র। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যতটুকু আবশ্যক, তাহার অধিক নিদ্রা যাইবেন না। অলস নিদ্রাপ্রিয় নারী সাক্ষাৎ অমঙ্গল! তিনি অপরকে কেমন করিয়া প্রাতরুত্থান করিতে শিখাইবেন, যখন তিনি নিজে বেলায় উঠেন? এই কারণেই মহাত্মা কবেট্ বলিয়াছেন যে কুমারী বিলম্বে

গাত্রোত্থান করে, সে কি কখনও বৈবাহিক জীবনে ছেলের মা হইয়া প্রাতরুত্থান করিতে পারিবে? কখনই নয়। প্রতি মুহূর্ত্তের কাজ আছে, সেই কাজটি সেই মুহূর্ত্তে নিষ্পন্ন করা বিধেয়। সন্তান, দাস দাসী ও স্বজনদিগের মধ্যে নীতিবিষয়ক ও ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা ও অনুষ্ঠান তাঁহার কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। তিনি সাবধানে বিবেচনার সহিত কথা কহিবেন। কুৎসিত অশ্লীল বিষয়ের প্রসঙ্গ করিবেন না। লজ্জাশীলতা তাঁহার একটী প্রধান লক্ষণ, ইহাতে ধর্ম্ম রক্ষা হয়। ধর্ম্মই সংসারের কুটিল পথে একমাত্র নেতা। ধর্ম্মের অপেক্ষা আত্মার প্রিয়তর পদার্থ আর নাই। হিতৈষণা ইহার একটি অঙ্গ মাত্র। দয়াবতী ধার্ম্মিকা নারী দরিদ্রের দুঃখ মোচন করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিবেন। তাঁহার দয়া চিন্তা হইতে সম্ভূত হইয়া কথার দিকে অগ্রসর হইয়া ক্রমে কার্য্যে পরিণত হইবে। তাঁহার হিতৈষণা উৎস সদৃশ, শুদ্ধ নিকটবর্ত্তী জীবগণের পরিতৃপ্তি সাধন করে না, অতি দূরদেশবর্ত্তী জীবগণেরও মঙ্গল সাধনেও ব্যস্ত হয়। তিনি উপকার এইরূপে করিবেন, যাহাতে স্বার্থের কোনও গন্ধ না থাকে।

সম্পদ বিদ্যুতের প্রভা, সৌন্দর্য্য জলবিম্ব, কিন্তু ঈশ্বরপরায়ণা নারী প্রশংসনীয়া। যিনি ঈশ্বরকে ভয় করিয়া চলেন, তাঁহার কি উপমা আছে? তাঁহার গুণরাশি বর্ণনা করা কি দুর্ব্বল মানবের সাধ্য? তিনি দেবতা। তিনি বর্ণনাতীত। তাঁহার জ্যোতিতে অন্ধকারময় জগৎ আলোকিত হইয়াছে, সূর্য্য চন্দ্রাদি প্রতিভাত হইতেছে, পাপ বিদগ্ধ হইতেছে; সংসার পুণ্যশ্রী লাভ করিতেছে, প্রাণিগণ ধরাধামে অবস্থিতি করিতেছে, অন্ধ দেখিতেছে, রোগী শান্তি লাভ করিতেছে। তিনি অবলা কুলতিলক। তাঁহার পিতা ধন্য, মাতা ভাগ্যবতী, যে পরিবারে তাঁহার জন্ম তাহা তীর্থ স্থান, যে স্থানে তিনি অবতীর্ণা, তাহা পুণ্যক্ষেত্র!

প্রভু ভক্ত বীরের অসাধারণ সাহস।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের শ্রাবণ মাস। মহারাও কিশোরী সিংহ কোটার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। নগরের চারিদিকে অবিচ্ছেদে আমোদের স্রোত বহিতেছে। হস্তী ঘোটক প্রভৃতি নানা বেশে সজ্জিত হইয়া, রাজসভার এক দেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অশ্বারোহী সৈন্যগণ যুদ্ধবেশ পরিগ্রহ করিয়া, অপূর্ব্ব বীরত্ব মহিমার পরিচয় দিতেছে। মহারাও কিশোরী সিংহ সুসজ্জিত সভাতলে, রত্নমণ্ডিত সিংহাসনে বসিয়া, গবর্ণর জেনেরলের প্রতিনিধির সমক্ষে রাজ-

ধর্ম্ম পালনে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। হরকুল সম্ভূত বীর্য্যবন্ত রাজপুতদিগের জয় ধ্বনিতে পুণ্যভূমি হরবতী পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

বীর্য্যবন্ত হরকুলের এই আমোদ দীর্ঘকাল থাকিল না। যে প্রীতির উচ্ছ্বাসে কোটার অধিবাসিগণ আপনাদের অভিনব রাজার প্রতি আদর দেখাইয়াছিল, সে প্রীতি দীর্ঘকাল কোটার শান্তি সুখ অব্যাহত রাখিতে পারিল না। কিছু কাল পরে রাজ্যে নিদারুণ অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। কোটার প্রধান সচিব রাজরাণা জলিম সিংহের সহিত কিশোরী সিংহের বিরোধ ঘটিল। জলিম সিংহ কিশোরী সিংহের পিতা উমেদ সিংহের অভিভাবকস্বরূপ ছিলেন। রাজশাসন সংক্রান্ত অনেক বিষয় তাঁহার হস্তে ছিল। এখন এই বর্ষীয়ান অমাত্য ও মহারাও কিশোরী সিংহের মধ্যে অসদ্ভাব জন্মিল। পূর্ব্বতন প্রীতি ও একতার স্থলে দুর্নিবার বিদ্বেষ ও অনৈক্য স্থান পরিগ্রহ করিল। এখন উভয়েই উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া যুদ্ধস্থলে উপনীত হইলেন। ঘোরতর আত্মবিগ্রহে হরবতী নর-শোণিতে রঞ্জিত হইবার উপক্রম হইল।

একদা প্রভাত সময়ে জলিম সিংহের সৈন্য একটী ক্ষুদ্র নদীর তটদেশ দিয়া, প্রতিদ্বন্দ্বী মহারাওর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে। তটভূমি অতি উচ্চ সমুন্নত পর্ব্বতের ন্যায় লম্ব ভাবে আকাশের দিকে উঠিয়াছে। এই উন্নত তটভূমি দিয়া প্রায় আট হাজার সৈন্য কুড়িটি কামান লইয়া ধীরে ধীরে যাইতেছে। অকস্মাৎ ইহাদের গতি রোধ হইল। নদীর তটভূমির অদূরবর্ত্তী প্রান্তরের একটী উন্নত মৃত্তিকাস্তূপ হইতে গুলির পর গুলি আসিয়া, এই সৈন্যদলে পতিত হইতে লাগিল। গুলি-বৃষ্টির বিরাম নাই। অবিরাম গুলি আসিয়া, অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদলের অনেককে আহত করিল, অনেককে সেই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর উন্নত তটভূমিতে চিরনিদ্রিত করিয়া রাখিল। সৈন্যদল বিস্ময়-স্তিমিত-নেত্রে মৃত্তিকা স্তূপের দিকে চাহিয়া দেখিল, দুইটী বীরপুরুষের বিক্রমে তাহাদের গতিরোধ হইয়াছে। বীরদ্বয়ের একটি, মৃত্তিকা স্তূপের পশ্চাতে থাকিয়া, বন্দুকে গুলি ভরিয়া দিতেছে, অপরটী অব্যর্থ সন্ধানে গুলিবৃষ্টি করিয়া, অরাতিপক্ষ নিপাত করিতেছে। এক দিকে আট হাজার সৈন্য ও কুড়িটী কামান, অপর দিকে কেবল দুইটী মাত্র বীরপুরুষ, বীরযুগলের পরাক্রমে আজ এত গুলি সৈন্যের গতি রোধ হইয়াছে। আজ এত গুলি সৈন্য ইহাদের গুলির আঘাতে সন্ত্রস্ত হইয়া, নদীতটে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই বীরযুগল মহারাও কিশোরী সিংহের প্রভুভক্ত সৈন্য—পুণ্যভূমি হরবতীর হরকুলসম্ভূত বীর্য্যবন্ত ক্ষত্রিয়। আজ এই প্রভুভক্ত ক্ষত্রিয় বীর দ্বয় আপনাদের অসীম প্রভুভক্তির নিদর্শন দেখাইতে

বহুসংখ্যক সৈন্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, অপূর্ব্ব বীরত্বের পরিচয় দিতেছে।

বীরযুগলের তেজস্বিতার গতি রোধে অসমর্থ হইয়া, বিপক্ষগণ তাহাদের সম্মুখে দুইটি কামান স্থাপিত করিল। কামানের ধ্বনি শুনিবামাত্র বীরদ্বয় সেই উন্নত মৃত্তিকার স্তূপের শিখর দেশে দণ্ডায়মান হইয়া অসীম সাহসে, গম্ভীর ভাবে, আপনাদের তেজস্বিতার সমুচিত সম্মান জন্য বিপক্ষদিগকে অভিবাদন করিল। বিপক্ষ সৈন্যদল হইতে গুলি বৃষ্টি হইতে লাগিল। গুলির আঘাতে বীরযুগলের দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া উঠিল। সাহসী বীর দ্বয় এইরূপ আহত হইয়াও, শত্রু সংহারে নিরস্ত থাকিল না। যদিও ইহাদের আক্রমণে বিপক্ষ দল বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তথাপি সেই সৈন্যদলের অধিনায়কগণ, অনেকে অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসের জন্য ইহাদিগকে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। অবিলম্বে গুলিবৃষ্টি বন্ধ করিতে আদেশ প্রচারিত হইল। সৈন্যদল আদেশ পালন করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। সৈন্যদিগকে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, দুই জন মাত্র সৈনিক পুরুষ, আক্রমণকারী বীরযুগলের সহিত, যুদ্ধ করিতে পারিবে। এই আদেশ শুনিবামাত্র দুই জন তরুণবয়স্ক রোহিলা অগ্রসর হইল। বীরযুগল গুলির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। অবিরত শোণিতস্রাবে তাহাদের শক্তি ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা এ আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিল না। অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া, সেই উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপের উপর উভয়ে পড়িয়া গেল; আর তাহাদের চেতনার সঞ্চার হইল না। তেজস্বী বীরযুগল ধীরভাবে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া, অসাধারণ তেজস্বিতার পরিচয় দিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও হরবতীর হরগণ এইরূপ সাহসসম্পন্ন ছিল। এইরূপ সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়া, তাহারা আপনাদের জন্মভূমি উজ্জ্বল বীরকীর্ত্তিতে উদ্ভাসিত করিয়াছিল।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

বৈদিক সময়।

৩৩—রাত্রি, ৩৪—শ্রদ্ধা, ৩৫—সার্পরাজ্ঞী।

ইতিপূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছিলাম, বৈদিক সময়ের নারীচরিত্র এক প্রকার নিঃশেষিত হইল। অবসর-বিরহে ও অনুসন্ধানাভাবে এত দিন ঐ বিষয়ে অভিনিবেশ করিতে পারি নাই। অদ্য পুনরায় রাত্রি, শ্রদ্ধা ও সার্পরাজ্ঞী এই রমণী-ত্রয়ের চরিত্রবর্ণনে অগ্রসর হইতেছি। ভরদ্বাজ 'মুনি-বংশীয়া-রাত্রি'

নিশার যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বেদব্যাস-সংগৃহীত ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০ দশম মণ্ডলের ৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশ সূক্তে নিবদ্ধ আছে। ৮ আটটি ঋক, ঐ সূক্তের অন্তর্গত। রজনীবর্ণনা অতুলনা। উহাতে যে কবিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা ভাবুকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। ঋণভয়, তৎকালেও লোকের অপ্রীতিকর ও অসহনীয় ছিল। ষষ্ঠ ঋকে প্রতীতি হইতেছে, হিংস্র প্রাণীর ও দস্যুর ভয়ও বৈদিক সময়ে বিলক্ষণ ছিল। রাত্রিযোগে শ্বাপদ জন্তু ও চোরের প্রাদুর্ভাব সকল স্থানেই হইয়া থাকে। কুটীরবাসী ঋষি-মুনি, তৎপত্নীগণ অথবা তাঁহাদের সন্তানেরা যে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। নিম্নে 'রাত্রি' দেবীর সঙ্কলিত ঋক ছয়টির বঙ্গানুবাদ পাঠ কর। মতান্তরে কুশিক ঋষি, দশম মণ্ডলের ঐ ৩৩ তেত্রিশ সূক্তের প্রণেতা। এই কুশিক, সুভরসন্তান। বিশেষ প্রমাণাভাবে ভরদ্বাজ গোত্রজা "রাত্রি" দেবীর কবিকীর্ত্তি লোপের প্রয়াসী হইতে পারিলাম না। *

যামিনী দেবী, সমাগত হইয়া চারিদিকে প্রসারিত হইয়াছেন। নক্ষত্রমণ্ডলে তিনি বিবিধ সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়াছেন। ১।

দেবরূপা রজনী, নিতান্ত বিস্তৃত হইয়াছেন। যাহারা নিম্নে বা ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করেন, তিনি সেই সমুদয়কেই সমাবৃত করিলেন। আলোক সাহায্যে তিনি তিমিররাশি ধ্বংস করিলেন। ২।

দেবরূপিণী নিশা, সমাগমনপূর্ব্বক ঊষাকে স্বীয় ভগ্নী সদৃশ গ্রহণ করিলেন, তিনি তমোরাশি বিদূরিত করিলেন। ৩।

বিহঙ্গম যেমন পাদপে বসতি গ্রহণ করে, সেইরূপ যাহার উপস্থিতির জন্য শয়ন করিয়াছি, সেই নিশি আমাদিগের সেই প্রকার মঙ্গলজনক হউন। ৪।

গ্রাম সমুদয় নীরব। পাদপচারী পক্ষী, দ্রুতগামী শ্যেন (বাজপক্ষী) সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া শায়িত রহিয়াছে। ৫।

হে রজনী! বৃক ও বৃকীকে আমাদের সকাশ হইতে সুদূরে লইয়া যাও; তস্করকেও দূরে লইয়া যাও। আমাদের পক্ষে তুমি বিশেষ মঙ্গলদায়িনী হও। ৬।

অসিতবর্ণ তিমির, সুব্যক্ত লক্ষ্য হইয়া দৃষ্ট হইয়াছে, আমার নিকট অবধি আবৃত করিয়াছে। ঊষাদেবী! তুমি যেমন আমার ঋণ শোধ করিয়া নষ্ট কর, সেইরূপ অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া দাও। ৭

হে আকাশ-সুতা নিশা! তুমি যাইতেছ, যেস্থর তুল্য এই সকল স্তুতি তোমাকে সমর্পণ করিলাম, গ্রহণ কর। ৮।

দেবহূতির এক কন্যার নাম শ্রদ্ধা। ইনি সেই শ্রদ্ধা কি না, তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ বা নিদর্শন, বৈদিক গ্রন্থে পাই নাই। কাহারও মতে শ্রদ্ধা, স্বতন্ত্র নারী নন, পুণ্যে দৃঢ়াসক্তি শব্দে যে শ্রদ্ধা বুঝায়, ইনি সেই শ্রদ্ধা। এই আনুমানিক মতে সম্মত হইয়া আমরা প্রাচীন ও প্রামাণিক বৈদিক বিবরণে অশ্রদ্ধা করিয়া 'শ্রদ্ধা' দেবীর কবিকীর্ত্তি বিলুপ্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা রাখি না। পশ্চাল্লিখিত অনুবাদাংশ পাঠে মূল বিষয়ের

* এই গোত্র পরিচয় ব্যতীত দেবী রাত্রির অন্য বিবরণ পাই নাই।

প্রকৃত কথা জানিতে পারা যাইবে। দেবী শ্রদ্ধার প্রণীত বেদাংশ, ব্যাসদেব-সঙ্কলিত ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০ দশম মণ্ডলের একপঞ্চাশদধিক শততম (অর্থাৎ ১৫১) সূক্তে গ্রথিত হইয়াছে। উক্ত সূক্তে ৫ পাঁচটি ঋক অর্থাৎ শ্লোক দৃষ্ট হয়। শ্রদ্ধা দেবী, শ্রদ্ধা গুণের যথেষ্ট সুখ্যাতিবাদ প্রচার করিয়াছেন। তিনি নিজ শ্রদ্ধানাম সার্থক করিতে বড়ই ব্যগ্র ছিলেন, পাঠমাত্র প্রতীত হইতে থাকে।

অনল, শ্রদ্ধার গুণে জ্বলিতে থাকেন। শ্রদ্ধা হেতু যজ্ঞীয় দ্রব্যাদির আহুতি প্রদত্ত হয়। সম্পত্তির শিরোপরি শ্রদ্ধা অবস্থান করেন, স্পষ্ট বাক্যে ইহা গোচর করিতেছি। ১।

শ্রদ্ধা! তুমি দাতার প্রিয়কর্ম্মানুষ্ঠান কর। যে লোক, দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তাহাকেও তুমি প্রীত ও প্রসন্ন কর। যাহারা ভক্ষণ করায়, যাগ করে, তাহারা আনন্দ প্রাপ্ত হউক। হে শ্রদ্ধা! আমার এই কথা রক্ষা কর। ২।

যৎকালে অসুরগণ, বলশালী হইয়া উঠিল, তৎকালে দেবগণ, শ্রদ্ধা (প্রত্যয়) করিলেন যে, ইহাদিগকে হত্যা করিতেই হইবে। হে শ্রদ্ধা! যাহারা আহার করায়, যজ্ঞ করে, আমি তাহাদের সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, সেই কথা সার্থক কর। ৩।

দেবতাগণ ও যজমান লোক সকল,রক্ষকস্বরূপ অনিলকে প্রাপ্ত হইয়া, শ্রদ্ধার আরাধনা করেন। কোন সঙ্কল্প মনে উদিত হইলেই, সকলে শ্রদ্ধারই শরণাগত হইয়া থাকে। শ্রদ্ধার অনুগ্রহে বিত্ত প্রাপ্তি ঘটে। ৪।

প্রাতে আহ্বান করি। হে শ্রদ্ধা! এই স্থানে আমাদিগকে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট কর। ৫।

সার্পরাজ্ঞীর বিরচিত বেদ-ভাগ, ব্যাসদেবের সংগৃহীত ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০ দশম মণ্ডলের অষ্টাশীত্যধিক শততম (অর্থাৎ ১৮৯) সূক্তে নিবদ্ধ রহিয়াছে। ঐ সূক্তে ৩ তিনটিমাত্র ঋক আছে। অতি মনোহর কবিত্ব শক্তি লইয়া সার্পরাজ্ঞী, মহীমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার কবিতার মর্ম্মার্থ, নিম্নে বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইল।

উজ্জ্বলবর্ণ এই বৃষ (সূর্য্য) অগ্রে নিজ জননী পূর্ব্ব দিককে আলিঙ্গন করিলেন, অনন্তর স্বকীয় জনক আকাশের প্রতি যাইতেছেন। ১।

উজ্জ্বলা ইঁহার শরীরের মধ্যে বিচরণ করিতেছে, ইঁহার প্রাণের মধ্য হইতে সেই দীপ্তি নির্গত হইয়া আসিতেছে। ইনি আকাশ পরিব্যাপ্ত করিলেন।২।

এই সূর্য্যের ত্রিংশৎ স্থান (অর্থাৎ ৩০) সুশোভিত হইতেছে। এই গতিযুক্ত ভাস্করকে লক্ষ্য করিয়া স্তোত্র উচ্চারিত হইতেছে। প্রত্যহ তিনি আপনার রশ্মিতে বিমণ্ডিত হন। ৩।

রাত্রি, শ্রদ্ধা ও সার্পরাজ্ঞী এই তিন জন রমণী,কোন্ কালে কীদৃশ কবিত্বশক্তিশালিনী হইয়া উঠিয়াছিলেন, একটু ভাবিয়া দেখিলেই বিস্ময়রসে আপ্লুত হইতে হয়। অতি প্রাচীন কালে তাঁহারা কেমন খ্যাতি পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন! সময়ের সঙ্গে মানুষের চিন্তার গতি পরিবর্ত্তিত হয়; অতি পুরাকালে কবিত্ব, সুন্দর পরিস্ফুট হয় না, সকলে ইহা স্মরণ রাখিবেন। এই অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁহাদের রচনার লালিত্য ও মাধুর্য্যের অভাব কি?

আগামী মাসে "সূর্য্যা" দেবীর জীবন-চরিত-ঘটিত বৃত্তান্ত মুদ্রিত করা যাইবে।

পাক বিদ্যা।

১। ছোলার ডালের ভুনি খিচুড়ি রাঁধিবার নিয়ম।

প্রথমতঃ ডাল এবং চাল উত্তমরূপে ঝাড়িয়া বাছিয়া ডাল জলে ভিজাইয়া ও চালে ঘৃত মাখাইয়া রাখিতে হয়। পরে একটি পাকপাত্র জালে চড়াইয়া তাহাতে উপযুক্তমত ঘৃত দিতে হয়। পরে যখন উক্ত ঘৃতের গাঁজা মরিয়া আসিবে, তখন তাহাতে লবণ, ছোট এলাইচ, তেজপাত ফোঁড়ন দিয়া পূর্ব্বরক্ষিত চাউল ও ডাউল একত্র করিয়া দিয়া অল্প ভাজা ভাজা করিয়া তাহাতে উপযুক্তমত লঙ্কা, জিরামরিচ ও হরিদ্রার গুঁড়া দিয়া একটু নাড়িয়া চাড়িয়া তাহাতে উপযুক্তমত জল দিয়া পাকপাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। পরে ফুটিয়া উঠিলে উহাতে পরিমাণ মত কিস্‌মিস্‌, পেস্তা, নারিকেল কুচি, বাদাম, ও আদার কুচি ও আস্ত ভাজা আলু ও চিনি দিয়া পুনরায় পাকপাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। পরে যখন আবার ফুটিয়া উঠিবে, তখন তাহাতে উপযুক্তমত লবণ ও ধনের গুঁড়া দিয়া পাক পাত্রের মুখবন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। যখন সমুদয় জল মরিয়া ঝরঝরে হইয়া আসিবে, তখন তাহাতে গরম মসলা দিয়া একটু নাড়িয়া চাড়িয়া নামাইয়া ফেলিতে হইবে। উপরিউক্ত নিয়মানুসারে পাক করিলেই ভুনি খিচুড়ি রন্ধন হইল।

২। আলুর নিরামিষ চপ্ প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

প্রথমতঃ আলুগুলির খোসা উত্তমরূপে ছাড়াইয়া পরিষ্কৃত জলে উত্তমরূপে ধুইয়া একটি পাত্রে রাখিতে হয়। পরে একটি পাকপাত্র জালে চড়াইয়া তাহাতে উক্ত আলু সিদ্ধ হইবার উপযুক্ত জল দিয়া তাহাতে উক্ত আলুগুলি দিয়া পাক পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। পরে আলুগুলি সুসিদ্ধ হইলে সমুদয় জল ফেলিয়া দিয়া উক্ত আলুগুলি পাত্রান্তরে রাখিয়া উত্তমরূপে চট্‌কাইতে হয়। পরে আলুর পরিমাণমত হরিদ্রার গুঁড়া, ছেঁচা জিরা, মরিচ গুঁড়া, লঙ্কা গুঁড়া, লবণ ও আদার রস দিয়া উত্তমরূপে ঠাসিয়া পাত্রান্তরে রাখিতে হয়। এদিকে আলুর উপযুক্তমত ছানা ছোট ছোট ডুমা ডুমা ধরণে কাটিয়া একটি পাত্রে রাখিতে হয়। পরে একটি পাকপাত্র জালে চড়াইয়া তাহাতে উক্ত ছানা ভাজিবার উপযুক্তমত ঘৃত দিতে হয় এবং পূর্ব্বোক্ত ঘৃতের গাঁজা মরিয়া আসিলে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ছানাগুলি বাদামি ধরণে ভাজিয়া তুলিয়া লইতে হয় এবং পাত্রান্তরে স্থাপন করিয়া ছানার উপযুক্তমত মরিচের গুঁড়া, গরম মসলার

গুঁড়া, চিনি, বাদাম ও পেস্তা অর্দ্ধ বাটা ও লবণ উত্তমরূপে মাখাইয়া রাখিতে হয়। পরে একটি পাকপাত্র জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে উক্ত ছানা ভাজিবার উপযুক্তমত ঘৃত দিতে হয় এবং ঘৃতের গাঁজা মরিয়া আসিলে তাহাতে উক্ত ছানা ঈষৎ ভাজিয়া লইয়া পাত্রান্তরে স্থাপন করিতে হয়। পরে পূর্ব্বরক্ষিত আলু দ্বারা কচুরীর ঠুলি যে নিয়মে প্রস্তুত করে, সেই নিয়মে ঠুলি প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে পূর্ব্ব রক্ষিত ছানার পুর দিয়া লাড়ুর আকারে গড়িতে হয় এবং সফেদা কিম্বা ময়দা সেই লাড়ুতে মাখাইয়া লইতে হয়। এদিকে একটি পাকপাত্র জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে পূর্ব্বগঠিত চপ্ ভাজিবার উপযুক্তমত ঘৃত দিতে হয় এবং ঘৃতের গাঁজা মরিয়া আসিলে তাহাতে পূর্ব্ব গঠিত চপ্‌গুলি বাদামি ধরণে ভাজিয়া লইতে হয়। উপরিউক্ত মত পাক করিলেই আলুর নিরামিষ চপ্ রন্ধন করা হইল। এখন উহা আহার করিয়া দেখিলেই হয় কিরূপ সুস্বাদু।

আখ্যানমালা।

৯ম সংখ্যা।

১। একদা কোন মুসলমান প্রান্তর মধ্যে একটী তৃষ্ণার্ত্ত কুকুর দেখিতে পাইলেন। তৃষ্ণাতে ঐ কুকুরের প্রাণ বহির্গত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, এমন সময় তিনি "শশব্যস্তে" অন্য কিছু না পাইয়া নিজের টোপরকে জলপাত্র ও উষ্ণীষকে রজ্জু স্থানীয় করিয়া কূপ হইতে জল লইয়া ঐ কুকুরকে পান করাইলেন। মহর্ষি মহম্মদ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিয়াছিলেন যে ঈশ্বর এই ব্যক্তির সমস্ত পাপ ক্ষমা করিলেন।

২। একদা কোন দুষ্ট লোক মহাত্মা রায়জিদকে অনেক কটু কথা বলিয়া তাঁহার মস্তকে এমন জোরে একটী তানপুরার আঘাত করেন, যে ঐ তানপুরা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। মহাত্মা বাড়ীতে আসিয়া ভৃত্য-হস্তে এক থাল মিষ্টান্ন ও দুইটী টাকা দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে কল্য রাত্রে আমাকে কটু কহিয়া যে মুখ তিক্ত করিয়াছেন, তজ্জন্য এই মিষ্টান্নগুলি খাইবেন, আর এই টাকাতে সেইরূপ একটী বাদ্যযন্ত্র ক্রয় করিয়া লইবেন। লোকটী রায়জিদের ভদ্রতা ও সৌজন্য এবং নিজের অসদ্ব্যবহার স্মরণ করিয়া লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া রায়জিদের শিষ্য হইল।

৩। অন্য এক সময়ে উক্ত মহাত্মা এক অপরিচিত স্থানে যাইয়া অন্ধকারে বাড়ীতে আসিতে কষ্ট বোধ হওয়ায় কোন গৃহস্থের নিকট একটী লণ্ঠন চাহিলেন, তাহাতে ঐ ব্যক্তি মহাত্মাকে অনেক গালি দিয়া—অধিকন্তু "দুই এক

বা" প্রহার করিয়া বিদায় করিল। এক দিবস ঐ দুর্মুখ ব্যক্তি বায়জিদের গৃহে এই পথ ভুলিয়া উপস্থিত হইল। মহাত্মা তাহাকে উত্তমরূপ পরিচর্য্যা করিয়া আহার করাইয়া ভৃত্যহস্তে একটী লণ্ঠন দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। দুর্মুখ বায়জিদের ব্যবহারে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া পর দিন তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

৪। এক সময়ে কোন ব্যক্তি মুসলমান বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিকট অঞ্জলিবদ্ধ ও প্রণত হইয়া পৃষ্ঠদেশ কুব্জ করিল, পরে ধরাশুস্ত হইয়া "সাষ্টাঙ্গে" দণ্ডবৎ করিয়া প্রণাম করিল। বাদশাহ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ঐ ব্যক্তিকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ দান করিলেন। তাহার পুত্র ইহা দেখিয়া বলিল, "পিতঃ তুমিই সে দিন আমাকে বলিয়াছিলে, মক্কা ভূমিই পবিত্র, ঐ দিকেই প্রণাম করিও, তবে আজ ওকি করিলে?" সরল শিশুর কথায় লোভী পিতার চৈতন্য হইল। সেই দিন হইতে সে আর লাভের জন্য কখনও প্রণামাদি করিত না।

৫। গজনী নগরের বিখ্যাত সুলতান্ মামুদের যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছিল, যখন মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তি তাঁহার কান্তিপূর্ণ মনোহর দেহকে তেজোহীন সূর্য্যের ন্যায় নিষ্প্রভ করিল, যখন আর কোন ঔষধেই কোন ফল দর্শিল না, আত্মীয়গণের বিলাপ পরিতাপই সার হইল, সেই সময় সুলতান তাঁহার যে সমস্ত অপরিমিত ঐশ্বর্য্য ছিল, তাহা একবার দেখিতে চাহিলেন। সুলতানের আজ্ঞাক্রমে সমস্ত দ্রব্য আনীত হইল। রাশি রাশি স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, মণি, মুক্তা, মরকত, স্তূপাকার বস্ত্রাদি; নানা দেশের অপূর্ব্ব গজ, বাজী, পশু, পক্ষী, অস্ত্র, শস্ত্র, প্রভৃতি যেখানে যাহা ছিল সমস্তই আসিল। তখন মুমূর্ষু মামুদ কহিলেন "আমার ন্যায় সম্পত্তিশালী প্রতাপান্বিত ভূপতি এপর্য্যন্ত কেহই জন্মে নাই সত্য, কিন্তু এত সম্পত্তির অধীশ্বর এবং প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়াও যখন আমার এই অবস্থা, তখন দেখিতেছি এ সকল কিছুই নয়। চির জীবন রাজ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার ফল ভোগ করি নাই। দীন হীনের ন্যায় এখন এই অতুল ধন রাশি পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি, অন্যে ইহা লইবে, আমার কিছুই উপকার হইল না। যে সদাশয় ধন পাইয়া তাহার যথার্থ ব্যবহার স্বরূপ দানোপভোগ ও পরের হিতানুষ্ঠান করিয়াছেন তিনিই ধন্য। আর যাঁর জীবন চিরকাল নিত্য ধনের অন্বেষণে ব্যাপৃত হইয়াছে, তিনিই যথার্থ ধনলাভ করিয়াছেন"।

নূতন সংবাদ।

১। গত ১০ই ভাদ্র সোমবার মুর্শিদাবাদ ললিতা কুঁড়ির বাঁধ ভাঙ্গিয়া, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর ও খুলনা জেলার লোকদিগের ভয়ানক বিপৎপাত হইয়াছে।

২। রাওলপিণ্ডিতে একজন খৃষ্টান কোন আফিসে কেরাণীর কার্য্য করিতেন, তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার পত্নী সেই কার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩। মহারাজ দলীপ সিংহ মহারাণীর ক্ষমা পাইয়াছেন। সমুদ্র তীরে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তিনি লিখিয়া দিয়াছেন যে পঞ্জাবের উপর আর কখনও কোন দাবী করিবেন না।

৪। এলিজাবেথ গটার নাম্নী একটী ইংরাজ মহিলা ১৩৭ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ৩ বার বিবাহ করিয়া ২৭টী সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। মৃত্যু কালে তাঁহার বংশীয় ৪৪৮৯ জন স্ত্রী পুরুষ বর্ত্তমান ছিল।

৫। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কামার বেড়া গ্রামে হৃদয় বাউরী নামক এক ব্যক্তি, তাহার স্ত্রী ও পুত্র তিন জনে মিলিয়া এক বাঘ বধ করিয়াছে। বাঘ প্রথমে হৃদয় ও তাহার পুত্রকে আক্রমণ করে, স্ত্রী এই সংবাদে লাঠীর প্রহারে বাঘের মাথা ফাটাইয়া দেয়, সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে আহত হইয়াছে।

৬। বড় লাট ২১ অক্টোবর তারিখে সিমলা শৈল পরিত্যাগ করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পরিভ্রমণপূর্ব্বক ৯ই ডিসেম্বর কলিকাতা পৌছিবেন।

৭। জর্ম্মণীর একাদশ বর্ষীয়া এক অতি দীর্ঘাকার বালিকার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। ভিয়েনার একটী লোক উক্ত বালিকাকে পৃথিবীর নানা স্থানে দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার আশায় তাহার পিতা মাতাকে অনেক অর্থ দিতে চাহিয়াছে, কিন্তু পিতা মাতা কন্যাটীকে বিক্রয় করিতে সম্মত হন নাই।

৮। বেলি গ্রাহেম নামক ইংলণ্ডের একজন সুবক্তা তথায় সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া বলিয়াছেন, "আমি এ পর্য্যন্ত যত উৎকৃষ্ট বক্তৃতা শুনিয়াছি, সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা তন্মধ্যে একটী।" টেনাণ্ট নামে আর একজন ইংরাজ বলিয়াছেন, "প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন ব্যতীত আর কাহারও মুখে এমন বক্তৃতা কখনও শুনি নাই।"

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সরল বিজ্ঞান সোপান—শ্রীকুঞ্জবিহারী চৌধুরী প্রণীত; মূল্য ১।৷০ টাকা। এই পুস্তকে খগোল, ভূগোল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিজ্জ বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব ও শরীরতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিজ্ঞানের স্থূল স্থূল বিবরণ সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এগুলি সর্ব্ব সাধারণেরই জ্ঞাতব্য। এরূপ পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্য মধ্যে নিবিষ্ট হইবার যোগ্য।

২। প্রমীলা—মূল্য ৷৷০ আনা। এই পুস্তকখানি কোন রমণীর লেখা, কিন্তু রচয়িত্রী নাম দেন নাই। পুস্তকখানি গ্রন্থকারের প্রথম উদ্যমের ফল। ইহার কবিতাগুলি সরল, মধুর ও স্বভাবপূর্ণ; তবে গিরিন্দ্র মোহিনী ও আলো ছায়ার রচয়িত্রীর ন্যায় ইহাতে তত উচ্চ চিন্তা নাই। কবির প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনার ক্ষমতা বেশ আছে। ইহাতে প্রায় ৪০।৫০টী কবিতা আছে, "তবে কেন" "লতিকা" "মৃত্যু মুখে" "বিকলে" এই কয়টী কবিতা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিল। যিনি রচয়িত্রীকে জানেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, পুস্তকখানি বড়ই আশাপ্রদ। আমরা প্রার্থনা করি যে, কবি দীর্ঘজীবিনী হইয়া "আকিঞ্চনপুরে" মাতৃভাষার "সেবা" করুন।

৩। ভাব ও চিন্তা—শ্রীফকিরচন্দ্র সাধুখাঁ প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। এখানিও একখানি সুপাঠ্য কবিতা গ্রন্থ এবং লেখক স্থানে স্থানে বেশ কবিত্ব ও গভীর চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

৪। মানব সখা ১ম ভাগ—শ্রীহারাণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। ইহাতে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। বালক বালিকাদিগের নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার পক্ষে ইহা দ্বারা সাহায্য হইতে পারে।

৫। পরিবারে শিশুশিক্ষা—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক প্রচার কমিটী হইতে প্রকাশিত। বালক বালিকাদিগকে প্রথম হইতে কিরূপে শিক্ষিত করিতে হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সে বিষয়ে অনেকগুলি উপদেশ আছে। জননীদিগের পক্ষে এ পুস্তক খানি পাঠ করা কর্ত্তব্য।

৬। শিশুদিগের পাঠ্য বাঙ্গালার ইতিহাস, শ্রীকেদারনাথ দত্ত প্রণীত, মূল্য ৵০ মাত্র। সংক্ষেপে ও অতি সরল ভাষায় প্রাচীন হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের ইতিহাস সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে লিখিত হইয়াছে। প্রথম শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিশেষ উপযোগী।

৭। মাইকেল চরিতম—পূর্ব্বখণ্ডম, —বসন্তকুমার কাব্যতীর্থ বিদ্যারত্ন

প্রণীত। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের অনুরাগিগণ এই পুস্তক দর্শনে বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন। ইহা মূল কবি এবং কবির গুণগ্রাহী সংস্কৃত কবি বিদ্যারত্ন মহাশয়—উভয়েরই গৌরবের পরিচায়ক।

বামারচনা।

ভ্রাতার প্রতি ভগ্নী।

১

কেন ভাই, আজি হেন ডাকিছ গো আকুলি,
পড়ে আছি এক কোণে,
কেন হেন প'ল মনে,
সহসা মমতা কেন উঠিল বা উথলি?
এসে এসে ফিরে যাই,
ভয়ে না আসিতে পাই,
আমি বোন তুমি ভাই, জানিছ তো সকলি,
তবে কেন "জাগ জাগ" ডাক আজি কেবলি?

২

দাঁড়াতে তোমার পাশে মানা করে দিয়েছ,
তুমিই দিয়েছ ভয়
"একাল সেকাল নয়"
সাহস, ভরসা, বল, তোমরাই নিয়েছ!
কি কব কপাল মন্দ
জেগে কি করিবে অন্ধ।—
আজি কি পুরাণো কথা সব ভুলে গিয়েছ,
আমাদের যাহা ছিল, তোমরাই নিয়েছ!

৩

কেন আর মিছা ডাক "জাগ জাগ" বলিয়া,
মরার উপরে খাঁড়া
দিস্কে কেন কর সারা,
কেন বা শুনাতে এস "দেশ গেল বহিয়া"
আর কি আছে সে সাধ্য
কচি ছেলে নয় বাধ্য,
তারা হাসে আমাদের জ্ঞান কাণ্ড দেখিয়া,
হায় এ জীবনে মরা কি করিবে জাগিয়া!

৪

তোমাদের মাতা কি গো আমাদের জননী,
তোমরা তো ধুরন্ধর,
আর্য্যগণ বংশধর,
কি মুখে কহিব, মোরা তোমাদের ভগিনী।
তোমরা শিক্ষিত সভ্য,
রুচিবান নব্য ভব্য,
আঁধারে আঁধারে মোরা ঘুরি দিবা রজনী,
আপনার দশা দেখি লাজে মরি আপনি!

৫

কি করিব মা'র কাজ দাও ভাই, বলিয়া,
আমরা অভাগী কুল
সমাজের চক্ষুঃশূল,
কত উপহাস, গালি খাই, কোণে পড়িয়া!
জানি না'ক ধর্ম্মাধর্ম্ম,
বুঝি না'ক কর্ম্মাকর্ম্ম,
জগতে রয়েছি শুধু পর মুখ চাহিয়া,
কি ফল জাগায়ে হায়, মিছা গলা ভাঙিয়া?

৬

ভেবেছিনু, এক দিন বড় হবে তোমরা,
পুলকে দেখিব চেয়ে,
জ্ঞানের আলোক পেয়ে,
সাজাবে জনমভূমি অলকা কি অমরা,
সে আশা হয়েছে হত,
এখন ভঙ্গিমা কত,
মুখে শুধু হাঁকাহাঁকি বুকে বিষ-পসরা!—
তোমরা করিলে সব বাকি আছি আমরা!

ক্রমশঃ

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩০৯ সংখ্যা।	আশ্বিন ১২৯৭—অক্টোবর ১৮৯০ ;	৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বন্যা—দামোদরের বন্যাতে বর্দ্ধমান ও হুগলি জেলার অনেক লোক হাহাকার করিতেছিল, আবার ভাগীরথী ও গঙ্গার জলপ্লাবনে মুরসিদাবাদ, নদিয়া, যশোহর, ২৪ পরগণা ও ঢাকার অনেক স্থান জলে ভাসিয়া গিয়াছে এবং বহুসংখ্যক লোক গৃহহীন অন্নহীন হইয়া ঘোর বিপন্ন হইয়াছে। কলিকাতার গঙ্গায় এবার যেরূপ জল বৃদ্ধি হইয়াছে, অনেক কাল এরূপ দেখা যায় নাই। বন্যাপীড়িত লোকদিগের জন্য কতকগুলি সদাশয় লোক অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সাধারণের ইহাতে সাহায্য দান করা উচিত।

কুমারী ফসেট ফণ্ড—বিলাতের বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ কুমারী ফসেটের সম্মানার্থে এক পুস্তকালয় স্থাপন জন্য অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। ইংরাজ নরনারীরা জানেন গুণের আদর কেমন করিয়া করিতে হয়।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়—গত বৎসরের ন্যায় এবৎসরেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকেরা আপনাদের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। কুমারী টমাস ইংরাজী সাহিত্যের অনর পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম হইয়াছেন। কুমারী ষ্টিওয়ার্ট এবং কুমারী হোল্ট ফরাসী ও ব্যাবহারিক বিজ্ঞানে সকল পরীক্ষার্থীকে হারাইয়াছেন। তদ্ভিন্ন ২য় ও তৃতীয় শ্রেণীতে অনেক নারী উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অদ্ভুত সন্তরণকারী—ডাল্টন নামক একজন আমেরিকাবাসী পিঠ

সাঁতার খাইয়া ২৩ ঘণ্টায় ইংলিস প্রণালী পার হইয়াছে। বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত হইতেছিল, কিছুতে ভয় পায় নাই।

মহতের মৃত্যু—সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর কার্ডিনাল নিউম্যান ৯০ বৎসর বয়সে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, গত ১৯এ আগষ্ট তাঁহার সমাধি হইয়া গিয়াছে। ইনি রোমান কাথালিক মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু ইহাঁর অসাধারণ বিদ্যা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা দর্শনে ইংরাজ সমাজ স্তম্ভিত হইয়াছিল।

সুসংবাদ—তৃতীয় রাজকুমার ভারতবর্ষ হইতে জর রোগে পীড়িত হইয়া বহু দিন ভুগিতেছিলেন, ঈশ্বরের কৃপায় আরোগ্য লাভ করিয়াছেন শুনিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম।

ভারত-নারীর হিতার্থ আন্দোলন—ভারত রমণীদিগের অধিকাংশ শৈশবকালেই স্বামীর ঘর করিতে বাধ্য হইয়া যেরূপ অশেষ দুরবস্থা ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। স্ত্রীজাতির প্রতি এই নিষ্ঠুরতা নিবারণার্থ বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ মালাবারী ইংলণ্ডের বড় বড় লোকদিগের মধ্যে আন্দোলন করিয়া এক কমিটী স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের ভুতপূর্ব্ব রাজ প্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড রিপণ প্রভৃতি অনেক মহাত্মা এবং কুমারী কব, ম্যানিঙ প্রভৃতি কতকগুলি ইংরাজ মহিলা সভ্য হইয়াছেন। রুক্মা বাই সেখানে উক্ত দোষাকর দেশাচারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতেছেন। কলিকাতায় মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলনী বালকের বিবাহের বয়স অন্যূন ১৮ ও বালিকার অন্যূন ১২ বৎসর স্থির করিবার জন্য সাধারণ মত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

স্ত্রীচিকিৎসক—ভারতে ২০০ স্ত্রী লোক চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। স্ত্রী ডাক্তারের অভাব শীঘ্র মোচন হইবে।

ইংরাজ ও দেশীয়ের সম্মিলন—বোম্বাইয়ের নূতন গবর্ণর লর্ড হারিস এবিষয়ে লর্ড রের সদ্দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। পুনা নগরে বিবী মার্কহামের বাটীতে অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও দেশীয় স্ত্রী পুরুষ একত্র হন, গবর্ণর বাহাদুর সস্ত্রীক উপস্থিত হইয়া সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছেন।

বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী।

আমাদের বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী গভীর চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিতেছে। আমরা যখন আমাদের কন্যাগণকে শিক্ষা দিতেছি, তখন এই কয়েকটী বিষয় আমাদিগকে স্থির করিতে হইবে—শিক্ষার বিষয়, পরিমাণ, কাল এবং প্রণালী। আমাদের দেশে এতদিন কেবল বালিকারাই বিবাহ হইবার পূর্ব্বে

যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিত। এদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় বালিকারা ৯ কিম্বা ১০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত যাহা কিছু শিখিতে পারিত, তাহাই এদেশের স্ত্রীশিক্ষার চরম সীমা ছিল। কিন্তু আজ কাল অনেকের মধ্যে বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাইতেছে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বালিকাদিগের বিবাহের ন্যূনকল্প বয়ঃক্রম ১৪ বৎসর এবং অনেকে তাহার অধিককালও অবিবাহিতা থাকেন। সুতরাং তাঁহারা রীতিমত প্রশস্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। অনেকে ইহার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়া অপরের মনে উচ্চ শিক্ষার লালসা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। অতএব তাহাদের শিক্ষা প্রণালী বিষয়ে আমরা কিছু স্থির করি আর নাই করি, তাঁহারা উচ্চ শিক্ষার দিকে প্রবলবেগে ধাবিত হইতেছেন, এবং তাঁহাদের অভিভাবকেরাও তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিতেছেন।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে এদেশের পূর্ব্বরীতি কি ছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। আমরা মনুর ব্যবস্থা শাস্ত্রে এই শ্লোকটী দেখিতে পাই,—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ"।

এবং কয়েকটী শিক্ষিতা স্ত্রীর নামও উপনিষৎ ও পুরাণাদিতে বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি; কিন্তু তাঁহারা কি কি বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং কতদূর শিখিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ বিবরণ কোথাও নাই। বর্ত্তমান সময়ের প্রাচীন শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে আমরা রামায়ণ, মহাভারত, পাচালী প্রভৃতি সুপাঠ্য ও অপাঠ্য পুস্তক পাঠ করিতে দেখিয়াছি। বলিতে হইবে এ পর্য্যন্ত স্ত্রীপাঠ্য বিষয়ে কোন মীমাংসাই হয় নাই।

স্ত্রী পুরুষের শারীরিক ও মানসিক বিভিন্নতার জন্য উভয়ের পাঠ্য বিষয়ে বিভিন্নতা থাকা আবশ্যক কি না তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ মীমাংসা করিতে পারেন নাই। আমেরিকার বালিকাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে একবার কয়েক জন তদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় ডাক্তারের মধ্যে ঘোর তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। তাহার ফল এই হইয়াছিল যে, অধিকাংশের মতে স্ত্রী ও পুরুষের পাঠ্য বিষয় প্রভৃতির কোন তারতম্য করিবার প্রয়োজন বোধ হইল না। আমেরিকার স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্য লইয়াই এই প্রশ্নের উত্থাপনা হয়। ডাক্তার ক্লার্ক নামক বোষ্টন নগরের জনৈক প্রসিদ্ধ চিকিৎসা শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—"আমাদের উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে এবং শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে (নর্ম্মাল স্কুলে) যে সকল বালিকা পাঠ করে, তাহাদের গাত্রচর্ম্ম রক্তহীন, কিন্তু তাহাদের মুখে জ্ঞানের জ্যোতিঃ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মেরুদণ্ড বক্র এবং ধমনী নিস্তেজ ও রুগ্ন। কিয়দ্দিবস পরে যখন

বিবাহিতা ও সন্তানবতী হইবে এবং সাংসারিক কষ্টের ভার বহন করিতে হইবে, তখন তাহারা বাত্যাহত তৃণের ন্যায় ভগ্ন হইয়া পড়িবে এবং ভবিষ্যতে আর সন্তবতী হইবে না।"

আরও কয়েকজন আমেরিকার বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার ক্লার্কের মতের সমর্থন করিয়াছেন। বিখ্যাত শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ডাক্তার মিচেল লিখিয়াছেন যে, এখনকার স্ত্রীগণ আপনাদের স্বাভাবিক কার্য্যভারই বহন করিতে অক্ষম, তাহারা আবার পুরুষের সমকক্ষ হইয়া তাহাদের কর্ত্তব্য সকল কিরূপে বহন করিবেন? আর একজন ডাক্তার বলিয়াছেন যে, ইউরোপীয় স্ত্রী-লোকদিগের ন্যায় আমেরিকার স্ত্রীরা সন্তান পালন করিতে সক্ষম নহে। যে সকল ইংরেজ, জর্ম্মণ, ফরাসী স্ত্রী আমেরিকায় বাস করে, তাহারা স্ব স্ব সন্তানদিগকে স্তন্য দান করে, কিন্তু আমেরিকার স্ত্রীরা ধাত্রী দ্বারা এ কার্য্য কেন সম্পন্ন করাইয়া থাকেন? কেহ কেহ মনে করেন যে, তাহারা ইচ্ছা করিলে সন্তান পালন করিতে পারেন। কিন্তু তাহাদের সে বিষয়ে প্রবৃত্তির অভাব। সন্তান পালনের কষ্ট তাহারা বহন করিতে ইচ্ছা করে না। ডাক্তার এলেন সাহেব বলেন যে, তাহা নহে; ইহা মনে করা অত্যন্ত ভ্রম, যে সুস্থ ও সবলকায় স্ত্রীর মনোবৃত্তি এরূপ হইতে পারে। এই সকল স্ত্রীলোকের শারীরিক অবস্থা শোচনীয়। কেহ কেহ হয়ত সন্তানদিগকে স্তন্যপান করাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, অল্পকাল আরম্ভও করেন, কিন্তু অবশেষে অক্ষম হইয়া পড়েন। আর কতকগুলি স্ত্রীলোকের স্তনে দুগ্ধেরই সঞ্চার হয় না, সুতরাং তাহারা স্তন্যদান আরম্ভও করিতে পারেন না। ডাক্তার ক্লার্ক বলেন যে, স্ত্রীদিগকে পুরুষের সমান শিক্ষা দেওয়া ঈশ্বর ও মানব সমাজের বিরুদ্ধে পাপাচরণ। এই শিক্ষা প্রণালীর দোষে আমেরিকার স্ত্রী জাতির শরীর ও মন ক্রমেই স্বাস্থ্যহীন হইতেছে, এমন কি ক্রমে ক্রমে আমেরিকার লোক সংখ্যা হ্রাস হইতেছে। তিনি ডাক্তার টোশরের সংগৃহীত বিবরণ হইতে দেখাইয়াছেন যে, বিগত ৪০ বৎসরের মধ্যে আমেরিকার শিশু সংখ্যা হ্রাস হইতেছে, অর্থাৎ ৪০ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহিতা অথবা বিবাহোপযুক্তা স্ত্রীর সংখ্যায় সহিত শিশু সংখ্যা যে পরিমাণ ছিল, এখন শতকরা তাহার ২০টী কমিয়াছে। আমেরিকার দূষিত শিক্ষা প্রণালীই ইহার কারণ বলিয়া ডাক্তারেরা স্থির করেন।

ডাক্তার ক্লার্ক এই মত পুস্তকাকারে প্রচার করায় আমেরিকায় ঘোর আন্দোলন ও হুলস্থূল হইতে লাগিল। এক সপ্তাহ না যাইতে যাইতে ঐ পুস্তক দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করা আবশ্যক হইল, এবং কয়েক মাস অতিবাহিত হইতে না

হইতে উহার পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইল। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, আমেরিকায় কি আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল।

সকল মতের প্রতিবাদী আছে, এবং কয়েকজন স্ত্রী চিকিৎসক প্রধান প্রতিবাদী হইলেন। তাঁহারা বিদ্যালয়ের রিপোর্ট ও শিক্ষকদিগের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়া দেখাইলেন যে, ডাক্তার ক্লার্কের মত ভ্রমাত্মক এবং স্ত্রী ও পুরুষের সমান শিক্ষা রীতি দ্বারা স্ত্রীদিগের শারীরিক ও মানসিক কোন অনিষ্ট হইতেছে না। তাঁহারা দেখাইলেন যে, স্ত্রী জাতির উপাধিধারী অপেক্ষা পুরুষ উপাধিধারী মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা অধিক। স্ত্রীদিগের মধ্যে শতকরা ১০ জন উপাধিধারীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু পুরুষদিগের মধ্যে শতকরা ১৮ জন পর্য্যন্ত হইয়াছে।

এই সমস্ত বিবরণ সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, আমাদের দেশে এখনও এরূপ কোন সিদ্ধান্ত করিবার সময় হয় নাই। এ পর্য্যন্ত এদেশে শিক্ষিতা কিম্বা উপাধিধারী স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু এদেশের স্ত্রীদিগের শারীরিক বলবীর্য্য যেরূপ, তাহাতে আমরা ইহা প্রত্যাশা করিতে পারি না যে উচ্চশিক্ষা ও সন্তান পালন এই দুইটী ভার তাহারা বহন করিতে পারিবেন। আমাদের মধ্যে বিদ্যাবতী এবং সন্তানবতী মহিলা আছেন, তাহার শারীরিক স্বাস্থ্য অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে, কিন্তু কুমারী উপাধিধারিণীদিগের শরীর যে অধিকতর সবল, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই, এবং আমরা তাহা প্রত্যক্ষও করিতেছি।

শারীরিক বলবীর্য্য সম্বন্ধীয় বিভিন্নতা ব্যতীত স্ত্রী ও পুরুষের মানসিক অবস্থা ও বলের যে কোন তারতম্য আছে, তাহা উচ্চ স্ত্রীশিক্ষা পক্ষপাতী ব্যক্তিরা স্বীকার করেন না। সমস্ত তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও স্ত্রী ও পুরুষের মানসিক বৃত্তির কোন প্রভেদ করেন না এবং আমরাও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে স্ত্রীজাতির কোন ন্যূনতা দেখি না। বরং কোন কোন উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মভাব স্ত্রীদিগের মধ্যে পুরুষাপেক্ষা প্রবল এবং তাঁহারা যদি সুশিক্ষা লাভ করেন, তাহা হইলে পুরুষ জাতি অপেক্ষা তাঁহারা অধিক ফল লাভ করিবেন। এক্ষণে আমাদের দেশের যে এত দুরবস্থা তাহার প্রধান কারণ স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানাভাব। ভারতবর্ষের অর্দ্ধাংশাপেক্ষা অধিক লোক অশিক্ষিত, তাহার উপর আবার স্ত্রীজাতি অশিক্ষিত। এ অবস্থায় এদেশের উন্নতির আশা করা বৃথা। কোন একটী কুরীতি নিবারণের চেষ্টা কর, তাহা সফল হইবে না। বাল্যবিবাহ রীতি নিবারণ হইবার প্রধান প্রতিবন্ধক স্ত্রী শিক্ষার অভাব। বালিকাদিগের মধ্যে যদি শিক্ষার লালসা বৃদ্ধি হয়, তাহারা কখনই অল্পবয়সে বিবাহ করিতে ইচ্ছা

করিবে না এবং নিজ নিজ সন্তানদিগকেও অল্প বয়সে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাহিবে না।

আমাদের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শিক্ষাপ্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা চিন্তা করিয়া স্থির করা কঠিন। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি। কেহ বলেন স্ত্রীলোকদিগকে কেবল গৃহ কর্ম্মোপযোগী কতকগুলি বিষয় শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইল। কিন্তু আমরা সে বিষয়ে একমত হইতে পারি না। যেরূপ শিক্ষা দিলে, তাহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সকল প্রবল হইতে পারে, তাহার উপায় করা চাই। এদেশের স্ত্রীলোকেরা কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, তাহাদিগকে ইতিহাস, ভূগোল, মনস্তত্ব, ধর্ম্মনীতি এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানতত্ব সকলই শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। যে দেশের পুরুষেরা সূর্য্য, চন্দ্র ও গঙ্গা যমুনাকে দেবতা বলে, সে দেশের স্ত্রীদিগকে এই সকল ভ্রম হইতে মুক্ত করা যে কত কঠিন ব্যাপার, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। অঙ্ক শাস্ত্রের দুরূহ সম্পাদ্য সকল তাহাদিগকে শিক্ষা দেও আর নাই দেও, বিজ্ঞান সকল তাহাদের পাঠ্য হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বিজ্ঞান পাঠে তাহাদের মনের অন্ধকার সকল বিদূরিত না হইলে আমাদের জাতীয় উন্নতির কোন আশা নাই।

আর উচ্চ শিক্ষা কাহাকে বলে? যদি বিজ্ঞান শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক হইল, তাহা হইলে অঙ্ক শাস্ত্রের আলোচনাও আবশ্যক হইবে। তবে স্ত্রীরা উপাধি গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় নির্দ্দিষ্ট পাঠপ্রণালী অবলম্বন করিবেন কি না, তাহা তাঁহাদের রুচির উপর ছাড়িয়া দেও। কিন্তু আমাদের দেশের চিন্তাশীল লোকেরা বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীকে অতিশয় অনিষ্টকর মনে করিতেছেন। এই প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এদেশের বালকেরা অনেকে নাস্তিক অথবা ধর্ম্ম বিষয়ে অনুরাগহীন হইতেছে। আমাদের স্ত্রীদিগের মধ্যে যদি এ রোগ প্রবেশ করে, দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। আমরা সেই জন্য পিতামাতাদিগকে সতর্ক করিতেছি, তাঁহারা আপনাদের বালিকাদিগের বিদ্যাগৌরবের লোভে তাহাদের আত্মার সর্ব্বনাশ না করেন।

স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার পরিমাণ বিষয়ে আমরা কোন সীমা নির্দ্দেশ করিতে প্রস্তুত নহি। যাহার যেরূপ ক্ষমতা ও রুচি তিনি সেইরূপ বিষয় শিক্ষা করুন, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র শ্রেণীর শিক্ষক প্রয়োজন। আমাদের দেশে এখন এবিষয়ে কোন উপায় অবলম্বিত হয় নাই। যেরূপ শিক্ষকের হস্তে আমাদের পুত্রগণের ভার আছে, সেই শ্রেণীর শিক্ষককেই আমাদের বালিকা বিদ্যালয়ের ভার দেওয়া হয়। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল আমাদিগকে আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না।

বালিকারা অল্প শিক্ষাই করুক আর উচ্চ শিক্ষার পথেই ধাবিত হউক, উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে তাহাদের ভার ন্যস্ত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের গবর্ণমেণ্ট বালকদিগের শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থার শোচনীয় ফল দেখিয়া বিদ্যালয়ে ধর্ম্মনীতি শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন ইহা দেখিয়া আমাদের স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী সংশোধন করা কর্ত্তব্য। বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষার যে উপায় অবলম্বিত হইবে তদ্বিষয়ে আমরা ভবিষ্যতে আলোচনা করিব।

বিশ্বাস, আশা ও প্রেম।

(একটী প্রকৃত ঘটনা)

১৮৪৯ সালের শীতকাল। রাত্রি সমাগত। ফ্রান্সের রাজধানী পারিস নগরের "রু নেপোলিয়ন" নামক রাজপথের এক পার্শ্ব দিয়া একটী বৃদ্ধ অন্ধ ব্যক্তি হস্তে একটী বীণা লইয়া ধীর পদবিক্ষেপে গমন করিতেছে। সে বার্দ্ধক্য জনিত ক্ষীণতায় ও অনাহারে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া অস্ফুট স্বরে পথিকদিগের নিকট হইতে ভিক্ষা চাহিতেছে। বৃদ্ধ সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারগ, কিন্তু এক্ষণে বীণা বাজাইয়া ও সঙ্গে সঙ্গে গান করিয়া সে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে এমন শক্তি তাহার নাই। রাত্রি অধিক হইতেছে, রাজপথ ক্রমে পথিক শূন্য হইয়া পড়িতেছে। বৃদ্ধ ভাবিতে লাগিল;—"আজ এ রাত্রে আর আমার দিকে কে চাহিবে? দুই দিন খাই নাই, আজ রাত্রে আহার না পাইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটিবে।" এই রূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া সে পথ পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল, এমন সময়ে তিনটি যুবক সেই পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তাহারা তিন জনেই উচ্চ ও সংভ্রান্ত বংশোদ্ভব এবং সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। সঙ্গীতপ্রিয় যুবকত্রয় বৃদ্ধের হস্তে বীণা দেখিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার অবস্থা সমস্ত অবগত হইয়া করুণাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রথম যুবক বলিলেন; "আইস এই বৃদ্ধকে আমরা স্কন্ধে করিয়া আমাদের বাসায় লইয়া যাই।" দ্বিতীয় যুবক বলিলেন; সে ত সহজ কথা। তাহা করিলে আমরা ইহাঁর জন্য ত কিছুই ত্যাগ স্বীকার করিলাম না।" তৃতীয় যুবক বলিলেন; "আইস, ইহাঁর যে ব্যবসায়, আজ তাহাতেই প্রবৃত্ত হইয়া, উহাঁর অবস্থায় আমাদিগকে অবনত করিয়া, উহাঁর প্রতি আমাদিগের সহানুভূতি প্রদর্শন করি। আইস উহাঁরই বীণা লইয়া এই রাজপথে উহাঁরই মত গান গাইয়া আমরা পথিকগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করি এবং তাহাই উহাঁকে প্রদান

করিয়া উহাঁর দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করি।” তৃতীয় যুবক যখনই এই প্রস্তাব করিলেন, অমনই প্রথম যুবক বৃদ্ধের নিকট হইতে বীণাটী চাহিয়া লইয়া তাহা বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অতি সুন্দর বীণা-বাদক ছিলেন। তাঁহার মনোহর বীণাবাদনে একে একে পথিক গণ সেই স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিল। অমনি দ্বিতীয় যুবক গাহিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে পারিস নগরে যে সকল স্বদেশানুরাগোদ্দীপক গীত লোক-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি তাহারই একটী গাহিলেন। শ্রোতৃগণ মোহিত হইয়া পুরস্কারস্বরূপ যাহার নিকট যে অর্থ ছিল দান করিতে লাগিলেন। চতু-র্দ্দিক হইতে মুদ্রা বৃষ্টি হইতে লাগিল। দ্বিতীয় যুবকের সঙ্গীত শেষ হইলে তৃতীয় যুবক গান ধরিলেন। তাঁহার স্বর অতীব সুমিষ্ট ছিল। পথিকগণ মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গীত শেষ হইলে আবার মুদ্রা বৃষ্টি হইতে লাগিল। নিরাহারী দরিদ্র ভিক্ষুক বৃদ্ধ এই ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া এতদূর বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল যে সে ভাবের আবেগে বাক্‌শক্তি বিহীন হইয়া পড়িল। ক্রমে পথিকগণ চলিয়া গেলে যুবকত্রয় সংগৃহীত অর্থ রাশি বৃদ্ধের হস্তে অর্পন করিলেন। আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় বিহ্বল হইয়া বৃদ্ধ যুবকত্রয়কে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। বিদায় কালে সে জিজ্ঞাসা করিল ;—“আপনাদের নাম কি বলুন। আমি যত দিন বাঁচিব, ততদিন প্রত্যহ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কালে আপনাদের নাম স্মরণ করিব, এবং আপনাদিগকে চিরকাল সুখে রাখিবার জন্য ঈশ্বর সন্নিধানে অকপট হৃদয়ে প্রার্থনা করিব।” প্রথম যুবক বলিলেন “আমার নাম বিশ্বাস ;” দ্বিতীয় যুবক বলিলেন, “আমার নাম আশা ; তৃতীয় যুবক বলিলেন, “আমার নাম প্রেম।” এই বলিয়া তিনটী যুবক প্রস্থান করি-লেন। বৃদ্ধের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। সে ভাবিল ;—“আমি বিশ্বাসশূন্য ও আশাশূন্য এবং ঈশ্বর ও মানবের প্রতি প্রেমশূন্য হইয়া এই মাত্র হাহাকার করিতেছিলাম, এই তিনটী যুবকের মহৎ ব্যবহারে আজ আমার হৃদয়ে বিশ্বাস, আশা ও প্রেম ফিরিয়া আসিল। ধন্য ঈশ্বর! ধন্য তোমার দয়া!”

সন্তানের সুশিক্ষা।

একদা এক সুশিক্ষিতা মহিলা তাঁহার পুত্র কন্যাগণকে লইয়া তাহা-দিগকে নানা প্রকার সদুপদেশ দিতে-ছিলেন। তাঁহার পুত্র কন্যাগুলি বড়ই কৌতূহলপ্রিয়। তাহারা সদাই তাঁহাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে এবং তিনিও

তাহাদিগের বুদ্ধি শক্তি উন্মেষিত করিবার জন্য তাহাদিগকে নানা প্রশ্ন করিয়া থাকেন। এক দিন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ঈশ্বর সকল জিনিষই সদুদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। বল দেখি তিনি আমাদিগকে কেন জিহ্বা দিয়াছেন?" এই প্রশ্নের অগ্রে উত্তর দিবার জন্য সকলেই কোলাহল আরম্ভ করিল। মাতার আদেশে তাহারা একে একে বলিতে আরম্ভ করিল। একজন বলিল,—"আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব বলিয়া এই জিহ্বা পাইয়াছি।" আর এক জন বলিল; "গান করিব বলিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে জিহ্বা দিয়াছেন।" অপরটী বলিল, "আমরা গল্প করিব বলিয়া সুন্দর জিহ্বা পাইয়াছি।" আর একজন বলিল; "পাঠ অভ্যাস করিবার জন্যই আমাদের জিহ্বার প্রয়োজন।" মাতা বলিলেন; "তোমরা যাহা যাহা বলিলে সে সকলই ঠিক্ কথা। কিন্তু স্মরণ রাখিও যে কতকগুলি কার্য্য আছে তাহার জন্য আমাদের জিহ্বার সৃষ্টি হয় নাই। মিথ্যা কথা বলার জন্য আমরা জিহ্বা পাই নাই; অন্যের নিন্দা করিবার জন্য আমরা জিহ্বা পাই নাই; ক্রোধ পূর্ণ কর্কশ বাক্য বলিবার জন্য আমরা জিহ্বা পাই নাই। জিহ্বা আমাদের একটী ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়, কিন্তু উহা দ্বারা আমরা আমাদের পরম মঙ্গল সাধন করিতে পারি, কিম্বা আপনার বা অন্যের ঘোর অহিত সম্পাদন করিতে পারি। জিহ্বাকে সর্ব্বদা শাসন করিও। দেখিও যেন উহা ঈশ্বরেরই সেবা করে।

বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য।*

"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং
সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্ব্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম
প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে
ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো
বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥"

জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি দশ সংস্কারের মধ্যে বিবাহও হিন্দু জাতির এক সংস্কার বলিয়া পরিগণিত। বিশেষতঃ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিবাহ ক্রিয়া স্ত্রী-জাতির পক্ষে অখণ্ডনীয়। বিবাহিতা হইলে স্ত্রীজাতির উপরে কতকগুলি কর্ত্তব্য ভার পতিত হয়। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে "বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য" বিষয়ে যাহা উপলব্ধ হইল, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা যথাসাধ্য বিবৃত করিব।

আমাদের বোধ হয় পাতিব্রত্য-ধর্ম্মই বিবাহিতা রমণীর প্রথম কর্ত্তব্য। স্ত্রী পুরুষের আধ্যাত্মিক সংমিশ্রণই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। হিন্দুশাস্ত্রকার বলিয়াছেন

* শ্রীমতী মানকুমারী বসু বিরচিত, যশোহর খুলনা সম্মিলনী সভা কর্ত্তৃক পুরস্কৃত।

"পুরুষ যাবৎ বিবাহ না করেন, তাবৎ তিনি অৰ্দ্ধেক থাকেন," অতএব বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য রক্ষা করিতে রমণী নিজের হৃদয়, মন ও আত্মা স্বামীতে উৎসর্গ করিবেন। স্বামীর সুখ দুঃখে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন। যাহাতে স্বামীর শরীর মন ও আত্মার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এরূপ কার্য্য বিষবৎ পরিত্যাগ করিবেন। স্বামী দূরে বা নিকটে থাকুন, স্ত্রীর মন যেন সর্ব্বদাই স্বামীতে লিপ্ত থাকে। এক কথায় বলিতে গেলে স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আকাঙ্ক্ষিত ও হৃদয়াকর্ষক বস্তু যেন না থাকে। স্বামী অন্ধ ছিলেন বলিয়া গান্ধারী দেবী—পতিব্রতা-শীর্ষস্থানীয় গান্ধারী দেবী দর্শন শক্তি সত্বেও তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। রমণী রত্ন সাবিত্রী, ঘোর নিশীথে স্বামি-শব বক্ষে করিয়া গহন বনে বাস করিয়াছিলেন, স্বামীকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারিলে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। যাহাতে রমণী স্বামীকে অকৃত্রিম ভালবাসা দিতে পারেন, তাহাই চেষ্টা করিবেন।

একজন আজন্ম অপরিচিত পুরুষকে ভালবাসা কঠিন ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। এইরূপ ঘটনা হিন্দু গৃহে সংঘটিত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। কিন্তু হিন্দু রমণী জানিবেন হিন্দুর বিবাহ ধর্ম্মমূলক। ঈশ্বরের আদেশে স্ত্রী পুরুষের আত্মা মিলিত হওয়াই হিন্দু বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই ভার্য্যার নাম সহধর্ম্মিণী। তাই যাগ, যজ্ঞ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম করিতে হইলে হিন্দুকে সস্ত্রীক হইতে হয়। অতএব ঈশ্বরের চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিলে রমণী স্বামীকে অবশ্যই ভালবাসিতে পারিবেন। প্রথমে কর্ত্তব্যের অনুরোধে ভালবাসিতে গিয়াই শেষে "আত্মহারা" হইতে পারিবেন।

স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ কত পবিত্র ও কত উন্নত ইহা বুঝাইবার জন্য স্বামী হিন্দু শাস্ত্রে বারংবার 'দেবতা' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, এবং স্বামিপূজা ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্ম কর্ম্ম নিষ্ফল এ কথা বলিতেও আর্য্যগণ কুণ্ঠিত হন নাই; শেষোক্ত কথাটী ব্যক্তি বিশেষের নিকট অত্যুক্তি বোধ হইলেও আমরা ইহাদ্বারা এই বুঝিতে পারি, স্বামী স্ত্রীর নিকট আদর্শ মনুষ্য। স্ত্রীর প্রীতি ও ভালবাসার মূলে ভক্তিভাব থাকা উচিত। ভক্তিভাজন ব্যক্তিকে ভক্তিই দেবতাবাপন্ন করিয়া তুলে।

পাতিব্রত্য ভারত মহিলার চির আদরণীয় রত্ন। হিন্দুর কাছে পতিব্রতার এত গৌরব যে, হৃদয়ের পূর্ণ-উচ্ছ্বাসভরে হিন্দু সন্তান বলিয়াছেন :—

"পিতৃবংশ্যা মাতৃবংশ্যাঃ পতিবংশ্যা
ত্রয়ঃ স্ত্রিয়ঃ।
পতিব্রতায়াঃ পুণ্যেন স্বর্গসৌখ্যানি
ভুঞ্জতে ॥"

রমণী এ পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিবেন।

এ জগতে অনেক সময়েই মানুষের ভাগ্যে বিশুদ্ধ সুখ ঘটে না। বোধ হয় জগতের অপূর্ণতাই ইহার কারণ। কুরু-বংশীয় ধৃতরাষ্ট্র যদি গান্ধারীর অনুরূপ স্বামী হইতেন, তবে হয়ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আখ্যা অন্যরূপ হইত। আমা-দিগের এ কথা বলিবার কারণ এই যে ধার্ম্মিক, চরিত্রবান্ ও সহৃদয় স্বামী, সকল স্ত্রীলোকের অদৃষ্টে সংঘটন হয় না। এরূপ অবস্থায় পতিত হইলে ভার্য্যা কি করিবেন? যাহাতে স্বামীর হৃদয়ের উন্নতি হয়, যাহাতে স্বামীর উদ্দেশ্য মহৎ হয়, কার্য্য মঙ্গলজনক হয়, তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন। ভগিনি! যদি বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য রক্ষা করিতে চাহ, যদি পতির প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হও, যদি পতিব্রতা-ধর্ম্ম তোমার হৃদয়ে পূজিত হইয়া থাকে, তবে পতির নীরস হৃদয়ে কোমলতা সম্পাদন কর। যাহা অপরের নিকটে দুঃসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া উঠে, তাহা ভার্য্যার নিকটেই সুসাধ্য হইবে। যাহা গুরুজনের উপদেশে সাধিত হয় নাই, বন্ধু বান্ধবের তিরস্কারে সাধিত হয় নাই, সাধারণের ধিক্কারে সাধিত হয় নাই, সেই গুরুতর কার্য্য, রমণি! তোমার হৃদয়পূর্ণ ভালবাসার মোহিনী শক্তিতে সহজেই সাধিত হইবে। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী দেশীয় পণ্ডিত কমটের কথা ভাবিয়া দেখ। একদিন তাঁহার শুষ্ক মস্তিষ্ক হইতে মহান্ তর্ক উঠিয়া জগতের আদি-কারণকে জড় বলাইয়াছিল। কিন্তু প্রেমময়ী ক্লোটিডার অপূর্ব্ব প্রেমবলে সে আসুরিক বিক্রম পরাস্ত হইল। ঈশ্বর অবিশ্বাসীর মনও আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ হইয়া গেল; তিনি প্রণয়িনীর অলৌকিক মহত্বে মোহিত হইয়া তাঁহার ও সমগ্র রমণীর পূজার জন্য নব বিধান বাহির করিতেও সঙ্কুচিত হইলেন না! ক্লোটিডা! তোমার মহিমায় আমরাও মুগ্ধ হইয়া যাই; যে রমণী পতির শুষ্ক হৃদয় এমন কোমলতাময়—এমন মধুরতাময় করিতে পারেন, তিনি পূজা পাইবারই উপযুক্তা, তিনি দেবী, তিনি প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেমের পুত্তলিকা! তাঁহার স্মৃতি কত মধুর, কত আনন্দপ্রদ!

যদি স্বামী ক্ষুদ্রচেতা হন, তাঁহার মন যদি সংকীর্ণ হয়, তবে যাহাতে মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়, রমণী তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করিবেন। সচরাচর দেখা যায় যে সকল মানব ক্ষুদ্রচেতা, তাহারাই অসৎ-পথে অধিকাংশ ধাবিত হয়।—লিখিতে লজ্জা করে বঙ্গদেশে কত স্থানে স্ত্রীই স্বামীর মন আটকাইয়া রাখেন। তাঁহারা স্বামীর ভালবাসা সমস্তটা নিজের আয়ত্ত করিতে গিয়া, পূর্ণ মাত্রায় স্বামীকে বশীভূত করিতে গিয়া, তাঁহার মনের অবস্থা এত খারাপ করিয়া তুলেন যে সে মন পাপের আগার হইয়া উঠে। * আমরা দেখিতে পাই এক একটা ঘরের

* যাঁহার এ বিষয় বুঝিতে আবশ্যক হয়, তাঁহাকে "স্বর্ণলতার" শশিভূষণ ও প্রমদার উপা-খ্যান পড়িতে আমরা অনুরোধ করি।

দরজা জানালা প্রভৃতি অনেকদিন বন্ধ করিয়া রাখিলে, বাতাস ও আলোক প্রবেশ করিতে না পারিয়া (যত দূষিত বায়ু জমিয়া ও ঘোর অন্ধকারে) সে ঘর এক রকম "যমালয়" হইয়া পড়ে। মানুষের মনও ধর্ম্মভাব, ভক্তি, স্নেহ, ন্যায়পরতা, দয়া, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তি অভাবে শ্মশান বলিয়া প্রতীত হয় —নরককুণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাই বলিতেছি যাহাতে স্বামীর ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও নৈতিকবৃত্তিগুলি উপযুক্তরূপে পরিস্ফুট হয়, স্ত্রী সর্ব্বতোভাবে সেই চেষ্টা করিবেন। ইহার জন্য যদি তাঁহাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাহাতেও পরাঙ্মুখ হইবেন না। আমাদিগের আদর্শ পতিব্রতা সীতাদেবী, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াও এই ভাবিয়া সুখী হইয়াছিলেন "আর্য্যপুত্র প্রজারঞ্জনার্থেই আমাকে বনবাস দিয়াছেন, ধন্য তাঁহার আত্ম সংযম!" এই কারণেই সীতাদেবী রমণী-কুল-রত্ন! এই কারণেই তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া!

স্ত্রীলোকের "আদর্শ দেবতা" স্বামীর চরিত্র কোনও প্রকারে দূষিত হওয়া স্ত্রী মাত্রেরই দারুণ মর্ম্মপীড়াদায়ক। কিন্তু সময়ে সময়ে দেখা যায় কোনও কোনও স্থলে স্ত্রীই এই দুর্দ্দশার মূল। সুপ্রসিদ্ধ বঙ্কিম বাবু বিষবৃক্ষে হৈমবতী ও দেবেন্দ্র দত্তের প্রসঙ্গে ইহা দেখাইয়াছেন। আমরাও বুঝিতে পারি, যেরূপ মানুষ উপযুক্ত আহার্য্য না পাইলে কুভক্ষ্য আহার করে, সেইরূপ অনেক পতি নিজ গৃহে বিশুদ্ধ সুখ ও আমোদ না পাইয়াই নরকের স্বাদ গ্রহণ করিতে চাহেন। ইহা কি স্ত্রীর সামান্য লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয়!

যে কারণেই হউক স্বামীতে কোনও প্রকারে কণিকামাত্র কলঙ্কস্পর্শ হইলে স্ত্রী আর নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না। "একজনের প্রাণপণ চেষ্টা কখনই নিষ্ফল হয় না।" রমণী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াই স্বামীকে কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিবেন। তিনি মনে রাখিবেন, স্বামী পাপীই হউন আর অসাধু হউন, তাঁহার হৃদয় শুষ্ক মরুভূমিই হউক, স্ত্রী তাঁহাকে জগতের অবলম্বন—ধর্ম্ম জগতের সহায় বলিয়া মানিবেন। স্বামী কোন অবস্থাতেই স্ত্রীর নিকট অবহেলনীয় বা অশ্রদ্ধেয় নহেন; (এই বিষয়ে স্ত্রী বিশেষ সতর্ক হইয়া চলিবেন) অতএব স্বামীর চরিত্র সৎপথে ফিরাইতে রমণী যে প্রাণপণে যত্ন করিবেন, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। অভিমান তিরস্কার প্রভৃতি রুক্ষভাব দ্বারা স্বামীর হৃদয় জয় করিতে না গিয়া বিনয়, ক্ষমা, ভালবাসা প্রভৃতি কোমলতা দ্বারা স্বামীকে নিজের আয়ত্ত করিবেন। আমরা বাল্যকালে সূর্য্য ও পবনের গল্পে পড়িয়াছিলাম, পবন তীব্র বেগে একজনের গায়ের কাপড় খুলিতে গিয়া হারিয়া আসিয়াছিলেন, আর সূর্য্য শান্তভাবে কার্য্য করিয়া অনায়াসেই কৃত-

কার্য্য হইয়াছিলেন। এই দৃষ্টান্তটী সকলের পক্ষে সর্ব্ব সময়ে সুসঙ্গত না হউক, স্ত্রীর পক্ষে এই উপদেশটী অমূল্য। উগ্রতার পরিবর্ত্তে মৃদুতা দিতে পারিলেই স্ত্রী পতির হৃদয়ে আধিপত্য করিতে পারিবেন। স্বামীর চরিত্র সংশোধিত হইতে যতই বিলম্ব হউক না কেন, স্ত্রী ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সহিষ্ণুতা পরায়ণা হইয়া চেষ্টা পাইলে এক সময়ে অবশ্য সুফল পাইবেন। "যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ" হইবেই হইবে; তবে মনে রাখিবেন "রোমনগর একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই।"

অনেক স্ত্রীর মন এত দুর্ব্বল যে স্বামীর কোনও প্রকার দোষ দেখিলে কেবল অভিমান, কলহ করিয়া অবশেষে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত সাধিত করেন। এরূপ রোমহর্ষণ কার্য্যে কি লাভ হয়, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অবোধ্য। ইহাতে স্বামীর চরিত্র সংশোধিতও হয় না, সংসারে শান্তিও জন্মে না, কেবলমাত্র স্বার্থপরতাই চরিতার্থ করা হয়। স্বার্থপরতা স্ত্রীজাতির পক্ষে অস্বাভাবিক এ কথা বলা যাইতে পারে। রমণীজীবন পরের জন্য; মাতা, ভগিনী, স্ত্রী, কন্যা, গৃহিণী, যে রমণীকেই দেখ না, তিনি পরের জন্য আসিয়াছেন বলিয়া অনুভূত হয়। তিনি পরের জন্য খাটিতেছেন বলিয়াই কবি গাহিতেছেন—

"প্রেমের প্রতিমা, স্নেহের সাগর,
করুণা নিঝর, দয়ার নদী,
হ'ত মরুময় সব চরাচর,
জগতে নারী না থাকিত যদি।"

অতএব পরার্থপরায়ণা রমণীর পক্ষে "স্বার্থপরতা" যে কলঙ্ক ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। দূর আমেরিকাবাসিনীরা পরের—নিঃসম্পর্কীয় পরের মঙ্গলের জন্য কত খাটিতেছেন, তাঁহারা পরের হীন চরিত্রের কত উন্নতি সাধন করিতেছেন, আর দেশীয় ভগিনীরা সেই নারীজন্ম গ্রহণ করিয়া জীবনের সহায়রূপ স্বামীর মঙ্গলার্থে কি আত্মবলি দিতে পারিবেন না? স্ত্রী যখন সহধর্ম্মিণী, তখন স্বামী অধর্ম্মাচরী হইলে ঈশ্বরের নিকট তিনি অবশ্য দায়ী। তাই বলিতেছি যে কাজ করিয়াই মরিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

পোতবক্ষে।

(১)

চঞ্চল জলদ-তলে প্রাবৃট অম্বর,
তবু মরি কত স্নিগ্ধ কত মনোহর;
কচিৎ প্রকাশে কায়া,
বিদরি কুহেলি মায়া;
যেন সে গো স্নিগ্ধ প্রেম দীপ্ত জ্ঞানে মাখা;
যৌবনের কর্ম্মশীল উৎসাহেতে ঢাকা!
কাদা মাখা নদী জল,
তবু করে টল মল;

গরবে ছাপায়ে কূল থৈ থৈ করে;
যেন কলঙ্কিত প্রাণে,
বিধাতার প্রেমাহ্বানে
উথলিছে পরসেবা, ভক্তি, প্রীতিভরে।
বিস্তৃত অসীম শূন্য,
তাও যেন পরিপূর্ণ!
শরীর হয়েছে যেন স্থূল সমীরণ;
কোথা কিছু নাহি ম্লান,
সর্ব্বত্র প্রদীপ্ত প্রাণ;
শ্যামল সতেজ পত্রে নবীন যৌবন!
আ মরি কি চারু ধরা,
নব অনুরাগ ভরা;
জেগেছে যতেক প্রাণ অসাড় অচল!
উৎসরে উৎসাহ বন্যা সদা অবিরল।

(২)

আমারি উৎসাহ লুপ্ত?
আমি একা রব সুপ্ত?
আমি একা রব পড়ি অবসন্ন ম্লান?
সকলি এ কর্ম্ম ক্ষেত্রে
আশা উজলিত নেত্রে,
ছুটিয়াছে লক্ষ্য পথে মানবসন্তান।
এই যে চলিছে একা,
সাগরে কাটিয়া রেখা;
মথিয়া জলধি-বক্ষঃ ভেদি জলরাশি,
দুলিয়া তরঙ্গোপরি পোত বক্ষে ভাসি;
এ তরঙ্গ, এ জলধি,
লক্ষ্য পথে নিরবধি;
কর্ম্মলিপ্ত তেজোদৃপ্ত পোত অচেতন,
আশাপূর্ণ ভীতি-শূন্য গর্জ্জিছে কেমন!

(৩)

উপরে তরঙ্গ কত
ছুটিতেছে অবিরত;
গভীর হৃদয় তলে জলে মুক্তামণি;
আকাশে জলদ ছোটে
বায়ু তার পায় লোটে;
অন্তরে আলোক ফোটে উৎসাহের খনি!
চোখে মুখে অনুরাগ,
হস্ত সাধে কর্ম্ম যাগ,
কিন্তু গো অন্তর তলে অমনি আমার,
ফোটে যদি জ্ঞান ভক্তি,
অনিবার্য্য প্রেম শক্তি,
হয় স্থির অবিরাম প্রবাহ বন্যার!!

(৪)

উৎসাহে ছুটিতে চাই,
কিন্তু যেন বল নাই!
যেন জরাগ্রস্ত মোর আকাঙ্ক্ষা নবীন;
এমনি চলিয়া কিরে যাবে চিরদিন?
অস্থির চঞ্চল বক্ষঃ;
কি আছে আমার লক্ষ্য?
জড়িয়ে আসিছে পক্ষ আশার আমার;
হইতেছি দিন দিন,
সঙ্কীর্ণ, মলিন ক্ষীণ;
নয়নে আলোক নাই সকলি আঁধার!

(৫)

হে ঈশ্বর জ্যোতির্ম্ময়!
নিবার আঁধার ভয়,
দেও দেও পদাশ্রয় পাইগো উদ্ধার;
যেমন এ চারু ধরা,
নব অনুরাগ ভরা;
তেমনি উৎসাহদীপ্ত করগো আমার।
তেমনি কর এ প্রাণ,
রেখোনা রোখোনা ম্লান!

আমিও তোমার লক্ষ্যে ছুটি একবার !
তুমি বিনা কেবা আছে
দাঁড়াইব কার কাছে ?
জগতের কাম্য তুমি, ভরসা আমার !

জাতীয় মহাসমিতি।

জাতীয় মহাসমিতি কি ? ইহা দ্বারা আমাদিগের কি উপকার হইতেছে ও হইবে, বামাবোধিনীর পাঠিকাগণ উত্তমরূপ তাহা অবগত আছেন। এস্থলে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন ও বিরক্তিকর হইবে বলিয়া তাহার উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। এখন কি উপায়ে রমণীগণ মহাসমিতিতে সাহায্য করিতে পারেন তাহারই কিঞ্চিৎ মাত্র আলোচনা করিব।

জাতীয় সমিতিতে সাহায্য করিতে হইলে, প্রথমে ইহার অভাব কি ? তাহাই দেখিতে হইবে। ইহার প্রধান অভাব অর্থ ও উপযুক্ত লোক; অন্তঃপুরবাসিনী অবরুদ্ধ রমণীদিগের উপযুক্ত লোক হইবার ক্ষমতা নাই। তবে প্রথম অভাব দূর করিবার ক্ষমতা অনেক পরিমাণে আছে। কি কি উপায়াবলম্বন করিলে আমরা মাতৃভূমির সেবার জন্ত অর্থ সাহায্য করিতে পারি তাহাই এখন দেখা যাউক।

এই জাতীয় সমিতি আমাদের মনুষ্যত্ব লাভের প্রধান সোপান। তজ্জন্ত ইহাতে সাধ্যমত সাহায্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যাহার যেরূপ ক্ষমতা আছে, তিনি সেইরূপ দান করিতে পারেন। বড় লোকের এক সহস্র টাকা অপেক্ষা দীন দরিদ্রের শ্রমার্জ্জিত এক আনাও অধিক আদরের সামগ্রী। যে দিন সকল দরিদ্র লোক তাহাদিগের আহারের তণ্ডুল হইতে জাতীয় সমিতিতে দান করিবার জন্ত এক এক মুষ্টি তুলিয়া রাখিবে, সেই দিনই ভারতের প্রকৃত সুদিন উপস্থিত হইবে এবং তাহা হইলে দীন হীন দরিদ্র ভারতবাসীর অদৃষ্ট-দেব অচিরে সুপ্রসন্ন হইবেন।

স্ত্রীলোকেরা যে শুভকার্য্যে যোগ না দেন তাহা চিরস্থায়ী হয় না, তাহার ভিত্তি সুদৃঢ় হয় না, উহা সাধারণের প্রাণে তত জমাট বাঁধে না। দিনকতক ভাসা ভাসাভাবে থাকিয়া পরে তাহা অতীতের অন্ধকার গর্ভে ডুবিয়া যায়। যে দেশের যে ধর্ম্মে, বা যে কার্য্যে স্ত্রীলোকেরা যোগ দেন নাই বা যাহা তাঁহাদের প্রাণে প্রবেশ করে নাই, তাহা কখনই স্থায়ী হইতে শুনা যায় নাই। যদি এই সময় হইতে আপনারা ইহার প্রতি সহানুভূতি না দেখান, তবে এই জাতীয় সমিতিরও কালে সেই দশা ঘটিবে ইহা নিশ্চয়।

সে যাহা হউক এখন মূল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

১ম। আজ কাল অধিকাংশ শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই পত্নীদিগের উপর সমস্ত সাংসারিক বিষয়ের ভার দিয়া থাকেন। এস্থলে ইচ্ছা করিলেই স্ত্রীলোকেরা অন্যান্য বিষয়ে ব্যয় একটু অল্প করিয়া, বা নিজেদের বস্ত্রালঙ্কারের সামান্য সাধ একটু কমাইয়া, অনায়াসে মহাসমিতির সাহায্যার্থ দুই চারি পয়সা দান করিতে পারেন।

২য়। আমরা যেরূপ নিজ আয়ের কর (বা ইনকম্ টেক্স) দিই, সেইরূপ বা তাহার চতুর্থাংশেরও একাংশ যদি ইহার জন্য দান করি, তবে বিশেষভাবে এই সমিতির উপকার হয়। মনে করুন যাঁহার বাৎসরিক পাঁচ শত টাকা আয়, তাঁহাকে অন্ততঃ দশ টাকা গবর্ণমেণ্টকে (ইনকম টেক্স) কর দিতে হয়। ঐ সঙ্গে যদি আমরা আরও আড়াই টাকা দিই, তবে উহা তত গায়ে লাগে না এবং শুভকার্য্যে দানও হইয়া যায়।

৩য়। প্রত্যেক টাকায় এক পয়সা করিয়া দানও অনেকের পক্ষে সুবিধা-জনক হইতে পারে; যথা, যাঁর স্বামীর মাসিক এক শত টাকা আয়, তিনি বৎসরে মাসিক ১৷৴০ হিসাবে এই উপায়ে ১৮৷৷০ আঠার টাকা বার আনা অক্লেশে দিতে পারেন। অথচ তদ্দ্বারা কোন ক্লেশও হয় না, কারণ, আমরা টাকা ভাঙ্গাইবার সময় অনেক বার এক পয়সা করিয়া বাটা দিই। দ্বিতীয়তঃ এই উপায় দ্বারা অমিতব্যয়ী গৃহিণীর মিত-ব্যয়িতাও শিক্ষা হয়।

৪র্থ। পূজা, পার্ব্বণ, বিবাহাদির সময় অন্যান্য ব্যয়ের সহিত অবস্থামত ইহার জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিবার নিয়ম করা।

৫ম। বন্ধুদিগের নিকট চাঁদা করিয়া অর্থসংগ্রহ করা ও অন্য লোকের বাড়ী যাইলে তাঁহাদিগকে জাতীয় সমিতির সাহায্যের জন্য অনুরোধ করাও একটী উপায়।

৬ষ্ঠ। মহিলা মেলা করিয়া নিজ নিজ রচিত শিল্প ও পণ্য দ্রব্যাদির সমুদায় বিক্রয়োৎপন্ন অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্যের লাভাংশ ইহার জন্য দান করা।

৭। একাকী বা অনেকে মিলিয়া গ্রন্থাদি রচনা পূর্ব্বক তাহার লাভাংশ দেওয়া যাইতে পারে।

ইচ্ছা, যত্ন ও চেষ্টা থাকিলে অনায়াসে অক্লেশে আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপায় বাহির হইতে পারে। ক্ষুদ্র চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই। সামান্য একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইতে গ্রাম দগ্ধ হয়। সামান্য একটী মানব হইতে কত দেশে কতই বিপ্লব হইয়াছে। সামান্য সামান্য মনুষ্যের দ্বারা এই বিশাল মানব সমাজ গঠিত হইয়াছে; সামান্য এক একটী পরমাণু একত্রিত হইয়া এই পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। ক্ষুদ্র হইতেই বৃহৎ হয়। সেই জন্য আমাদের দেশে একটী প্রবচন আছে যে "রাই কুড়াইতে বেল।" ক্ষুদ্র, অল্প শক্তিকে কেহ উপেক্ষা করিবেন না। কাঠ বিড়ালের সাগর বন্ধনও বহু সমাদরের বস্তু।

স্ত্রীলোকেরা যত্ন না করিলে—যোগ না দিলে জাতীয় সমিতির উন্নতি অসম্ভব, কারণ ভবিষ্যতের ভার তাঁহাদিগেরই হস্তে রহিয়াছে। শিশু মাতার নিকট যাহা শিক্ষা পাইবে,শত চেষ্টাতেও উহা তাহার হৃদয় হইতে উন্মুলন অসম্ভব। অল্পবয়স্কা বালিকা জননীর নিকট জাতীয় সমিতির "কাহিনী" শুনিলে উহা চিরকাল তাহার স্মৃতিপটে জাগিয়া থাকিবে। পত্নীর নিকট উৎসাহ পাইলে উৎসাহশীল স্বামীর উৎসাহাগ্নি শতগুণে জ্বলিয়া উঠিবে,নতুবা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। পরিবারে যাহা প্রবেশ না করিবে, বাহিরে বাহিরেই উহা নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে যাঁহার যেরূপ আয়, তিনি মহাসমিতিতে সেইরূপ দান করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার ও জন্মভূমির দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করুন। দুর্ব্বল স্ত্রীলোকেরা অবরুদ্ধ থাকিয়াও মাতৃভূমির যথেষ্ট উপকার করিতে পারেন।

শ্রীসু, সিংহ।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

বৈদিক সময়।

৩৬—সূর্য্যা।

সূর্য্যা, সূর্য্যের দুহিতা ও অশ্বিদ্বয়ের ভার্য্যা। এই বংশ-পরিচয় ব্যতিরেকে তাঁহার জীবনচরিতের অন্য ঘটনা পাওয়া যায় না। তদ্বিরচিত বাক্য সমুদয়, ব্যাসদেব-সঙ্কলিত ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০ দশম মণ্ডলে পঞ্চাধিক অশীতি (অর্থাৎ ৮৫) সূক্তে নিবদ্ধ রহিয়াছে। ঐ সূক্তে ১৬ ষোলটি ঋক্ অর্থাৎ পদ্যময় রচনা দৃষ্ট হয়। তাহাতে বিস্তর সংবাদ ও তত্ত্বকথা জ্ঞাত হওয়া গিয়া থাকে। প্রথমেই সত্যের মহত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। সোমের বর্ণনাও অনেক স্থানেই বিবৃত। তৃতীয় ঋকে প্রকৃত সোমরস পানের বিষয় পাঠ করিয়া দেখিলেই, তৎসম্বন্ধে অনেকের অনেক ভ্রান্ত কুসংস্কার অপনীত হইবে। "সোম" শব্দের অর্থ 'চন্দ্র' —নবম ঋকে ইহা সুব্যক্ত। সূর্য্যার প্রণীত বেদভাগে সূর্য্যার নিজের বিবাহ সময়ের কিছু কিছু প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। তদুপলক্ষে সাধারণ বৈবাহিক রীতি, বিশেষতঃ বৈদিক সময়ের অনেক ঘটনাই পাঠকের জ্ঞান-গোচর হইবে। সূর্য্যা, বেদভাগ প্রণয়ন করেন, অতএব রৈভী ও নারাশংসী নামে দুই বেদভাগও তাঁহার পরিচিত ছিল। তৎকালে বিবাহ সূত্রে উপঢৌকন, তৈল, হরিদ্রা ইত্যাদির ব্যবহার হইত, ৭ সপ্তম ঋকে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। শিবিকার

পরিবর্ত্তে শকট, তখনকার ব্যবহার্য্য যান ছিল। সুতরাং শকটযোগে সূর্য্যাও, ভর্ত্তৃভবনে গমন করিয়াছিলেন।

এস্থানে এক গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করা আবশ্যক হইল। বিষয়টি এই;—

সোম, সূর্য্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই "সোম", সোমলতা, কি চন্দ্র, কি "সোম" নামক রাজা? বেদের ব্যাখ্যাকর্ত্তা সায়ণ মহোদয় বলেন, "সোম" নামে রাজা। আমাদের বিবেচনায় তিনিই চন্দ্র হইতে পারেন। সায়ণাচার্য্য মহোদয়, সূর্য্যের বিবাহ-সম্পর্কে এইরূপ লিখিয়াছেন।

সূর্য্য, সোমের সঙ্গে নিজকন্যা সূর্য্যার বিবাহ দিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। দেবতারা, সূর্য্যার স্বামী হইবার কামনা করেন। অবশেষে তাঁহারাই নিয়ম করিলেন, আদিত্য পর্য্যন্ত যিনি দৌড়িতে পারিবেন, সূর্য্যা, তাঁহারই প্রণয়িনী হইবেন। অশ্বিদ্বয়, ঐ প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন। অতএব সূর্য্যা, তাঁহাদের দুইজনের গৃহলক্ষ্মী হইলেন। প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তের ১৭ ঋকে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, অশ্বিদ্বয়ের শীঘ্রগামী রথ থাকায়, তাঁহারাই সূর্য্যার পতি হইতে পারিয়াছিলেন। ইহাতে স্বয়ংবর বিবাহের সুন্দর আভাস পাওয়া যাইতেছে। দ্রৌপদীর, পাঁচ পতি হওয়ার ইতিহাস সূর্য্যার দুই স্বামী দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। সূর্য্যার বিবাহকালে বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল, ৯ম ঋক্ পাঠে তাহা বিলক্ষণ বোধগম্য হইবে। পরিণয়টি যে আধ্যাত্মিক ভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছিল, তাহাও ৮, ১১, ১২, ১৩ ঋকের আলোচনায় হৃৎপ্রত্যয় হয়। তাঁহার উদ্বাহ, পরিণত বয়সে ঘটিয়াছিল, তাহাতে সংশয় হইবার কারণ নাই। কেননা, ৯ নবম ঋকে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি মনে মনে স্বামীর কামনা করিয়াছিলেন। ১১ ও ১২, ১৩ ঋকেও ঐ বিষয়ই প্রকটিত। অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত, এই বিধি এই কয় ঋকে সপ্রমাণ করিতেছে, বলিতে পারা যায়। একটি অত্যদ্ভুত বিষয় আমাদের এ স্থলে আলোচ্য। দশম ঋক্-দৃষ্টে তখনকার লোকের সরল স্বভাব মনে পড়ে। সেই প্রাচীনতম সময়েও ত্রিচক্র রথের সত্তা বিদ্যমান ছিল। ১৪ ঋক্ দেখ। ঋতুর ব্যবস্থাদি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও তখনকার লোকের অজ্ঞাত ছিল না। পলাশ, শাল্মলী প্রভৃতি তরুর কাষ্ঠে শকট নির্ম্মিত হইত কি না, জানিবার ইচ্ছা হইলে, ২০ বিংশ ঋকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর।

বিবাহ-প্রণালী ও দাম্পত্য-প্রেম, পবিত্র ও বিশুদ্ধ হয়, সূর্য্যার ইহা প্রাণগত অভিলাষ ছিল। দম্পতীর মধ্যে জায়ার প্রাধান্য প্রাপ্তি সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশ্বাবসু, সূর্য্যার বিবাহকালে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়াছিলেন। ২৩—৩৭ তেইশ হইতে সাতচল্লিশ ঋক

পর্য্যন্ত বিবাহের বৃত্তান্ত বিবৃত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে বিবাহমন্ত্রবৎ শ্লোকেরও অভাব নাই। ২৫ ঋকের অনুবাদে নেত্রপাত করিলে, ইঙ্গিতে বুঝিতে পারা যায়, বিবাহের পরে নারী, জনক-কুল হইতে পতি-কুলে গেলেন, তাঁহার পিতৃ-গোত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া, স্বামি-গোত্র হয়। উক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থে বোধ হয়, ঐ ঋকই উত্তর-কালের স্মৃতি-শাস্ত্র-সমূহের শাসনের মূল। ঐ কথা সাহস সহকারে নির্দ্দেশ করিলে, অসমসাহসিক বা অলীক উক্তি হয় না। পরিণীতা দুহিতাকে উদ্দেশ করিয়া যে যে হিতোপদেশ দেওয়া বিধেয়, ২৬ ও ২৭ ঋকের বাক্য, তাহা ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। বধূর পরিধেয় পরিধান করা অবৈধ; ৩০ সূক্তই তাহার নিদর্শন। ৩৪ চৌত্রিশ ঋকে বৈবাহিক আচার ব্যবহারের বিবরণ বৈ আর কি হইতে পারে? বর-কন্যা, যে বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বকালে ঋত্বিকের, অর্থাৎ পুরোহিতের প্রাপ্য ছিল। এক্ষণে তাহা নাপিতের প্রাপ্য হইয়াছে। ঋত্বিকের অধিকার হইতে ক্ষৌরকারের অধিকার কেমন করিয়া আসিল, কোন্ সময়েই বা উহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন এখনও পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হয় নাই। ৩৬ ছত্রিশ ঋকের বাক্যগুলি সূর্য্যার প্রতি তদীয় স্বামীর উক্তি।

তৎকালে লোকের নির্দ্দিষ্ট পরমায়ু, ১০০ এক শত বৎসর ছিল, ৩৯ উনচল্লিশ ঋকে তাহার প্রমাণ দেখিতে পাইবে। পরবর্ত্তী শ্লোকে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রমাণীকৃত হয়, সোম, গন্ধর্ব্ব ও অগ্নির নিকট কন্যা সমর্পণ করিলে, পর উদ্বাহ ব্যাপার সমাহিত হইত। ৪২ বিয়াল্লিশ ও ৪৭ সাতচল্লিশ ঋকের কথাগুলি বর ও বধূকে উপলক্ষ করিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। ৪৩, ৪৪, ৪৫, ও ৪৬ এই চারি ঋকের বাক্য সমুদয়, বধূর প্রতি উক্তি-মাত্র। ফলতঃ বিবাহের সময়, স্ত্রী-আচার ও বিবাহমন্ত্রাদি এই ৮৫ সূক্তের অধিকাংশ স্থানের প্রতিপাদ্য বিষয়, পাঠমাত্র ইহা পাঠকের প্রতীতি হইতে থাকে। পুত্র-সন্তান, অধিক সংখ্যায় জাত হউক, সূক্তের শেষাংশে ইহার পরিচয় রহিয়াছে। অশ্বিদ্বয়ের ঔরসে, সূর্য্যার গর্ভে কোন পুত্র বা কন্যার উদ্ভব হওয়ার প্রসঙ্গ আমরা জ্ঞাত নহি। কেবল ১৪ চতুর্দ্দশ ঋকে জানা যাইতেছে, পূষা তাঁহাদের পুত্রস্বরূপ হইয়াছিলেন। আবার ২৬ ছাব্বিশ ঋকের ভাষা দ্বারা পূষার পুত্রত্ব নষ্ট হইয়া, বর-কন্যাদের পক্ষে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ও প্রভুত্ব প্রদর্শন করা বুঝাইয়া দিতেছে।

নিম্নে সূর্য্যা দেবীর বিরচিত বেদভাগের অনুবাদ প্রদত্ত হইল। বংশ-পরিচয় ও তদানুসঙ্গিক অন্যান্য সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য সূর্য্যার বংশ-তালিকাও এইস্থলেই মুদ্রিত করিলাম।
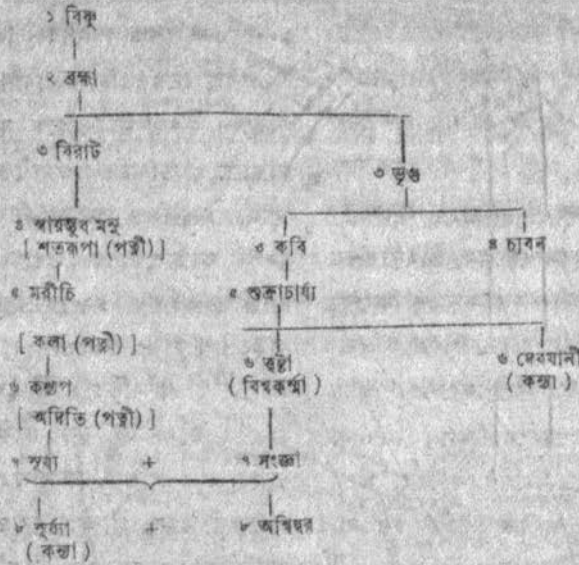
স্বায়ম্ভুব মনু ও তৎপত্নী রাজ্ঞী শতরূপার বিষয়, দেবহূতির জীবনচরিত-বর্ণন-সময়ে বলিয়াছি *। দেবহূতি, উঁহাদের দুইজনের নন্দিনী। এই বংশ-তালিকায় যে কয়েকটি নারীর নাম উল্লিখিত হইল, তাঁহাদের বিবয় ক্রমশঃ সময়ান্তরে সুযোগমত বর্ণন করিব। পাঠিকা যে ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইবেন, তাহা সূর্য্যার, বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সহিত পরিণয়। অতি প্রাচীন সময়ে ঐ প্রথা হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল। বহু কাল অতীত হইল, সমাজস্থিতি-প্রিয় ঋষিগণ কর্ত্তৃক উহা রহিত হইয়াছে। তদবধি এ পর্য্যন্ত সমান সমান গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ।

সূর্য্যার রচিত বাক্যের বঙ্গানুবাদ এই,—

সত্য, পৃথিবীকে উত্তম্ভিত (আশ্রিত) করিয়া রাখিয়াছেন। ভাস্কর, ত্রিদিবকে উত্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন। আদিত্যগণ, ঋতপ্রভাবে শূন্যে অবস্থিতি করিতেছেন। সোম, তাহারই প্রভাবে সেই স্থান অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। ১।

সোম, আদিত্যগণের প্রভাবে বলশালী হন। ধরিত্রী, তাঁহারই প্রভাবে বিপুল হইয়াছে। নক্ষত্রসমূহের সন্নিকটে সোম, স্থাপিত হইয়াছেন। ২।

উদ্ভিজ্জরূপী সোম, নিষ্পীড়িত হইলে লোকে মনে করে, সে সোম পান করিল; কিন্তু স্তবকারীরা যাহা যথার্থ সোম বলিয়া জানেন, কোন ব্যক্তিই সেই প্রকৃত সোম পান করিতে পায় না। ৩।

হে সোম! স্তোত্রপাঠকগণ গোপন করিবার বিধি দ্বারা তোমারে গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। পাষাণের শব্দ শ্রবণ কর, ধরণীর কোন লোকেই তোমায় পান করিতে পায় না। ৪।

দেব সোম! তোমায় পান করিলে তোমার ক্ষয় না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। মাসগুলি, বৎসরকে যেমন রক্ষা করে, তেমনই বায়ু, সোমকে রক্ষা করিয়া থাকেন। উভয়ের আকৃতি (স্বরূপ), একপ্রকার। ৫।

* বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৯২। অগ্রহায়ণ দেখ।

সূর্য্যার, পরিণয়-সময়ে উক্ত রৈভী নাম্নী ঋক গুলি সূর্য্যার সখী ও নরাশংসী নামক বেদাংশ অর্থাৎ ঋক গুলি উহার পরিচারিকা হন। সূর্য্যার মনোমোহন বসন, গাথা (অর্থাৎ সামগান) দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়া আসিয়াছিল। ৬।

সূর্য্যা,যৎকালে পতি-নিকেতনে গমন করিলেন, তখন চৈতন্য-স্বরূপ উপহার (উপঢৌকন), সঙ্গে সঙ্গে চলিল। লোচন, তাঁহার অভ্যঞ্জন (অর্থাৎ তৈল, হরিদ্রা ইত্যাদি দ্বারা শরীরের মালিন্য দূরীকরণ। দ্যুলোক ও ভূলোক, তাঁহার কোশ-স্বরূপ হইয়াছিল। ৭।

স্তোত্রগুলি, তাঁহার রথের চক্রাশ্রয়। কুবীর নামক ছন্দ, রথের অভ্যন্তর ভাগ। অশ্বিদ্বয়, সূর্য্যার বর হইলেন। অগ্নি অগ্রগামী দূতস্বরূপ হইলেন। ৮

সূর্য্যা,মনে মনে ভর্ত্তার কামনা করিতেছিলেন। সূর্য্য, যখন সূর্য্যাকে সম্প্রদান করিলেন, তখন সোম, তাঁহাকে বিবাহ করিতে উদ্যত ছিলেন; কিন্তু অশ্বিদ্বয়ই, তাঁহার বর-স্বরূপে স্বীকৃত হন।৯।

মনই, তাঁহার শকট হইল। আকাশই, উক্ত আচ্ছাদন হইল। শুক্র দ্বয় (দুটী শুক তারা), তাঁহার শকটবাহক হইল। এইরূপে সূর্য্যা, পতির গৃহে গমন করিলেন। ১০।

ঋক ও সাম দ্বারা বর্ণিত দুই বৃষ,তাঁহার শকট। এই স্থান হইতে তাঁহাকে বহিয়া লইয়া গেল। হে সূর্য্যা! শ্রুতিযুগল, তোমার রথ চক্র হইল। আকাশই, সেই রথের মার্গ। তথায় সর্ব্বদা গতাগতি হইয়া থাকে। ১১।

যাইবার সময় তোমার রথ-চক্রদ্বয়, অত্যুজ্জ্বল হইল। সেই শকটে প্রশস্ত অক্ষ, সংস্থাপিত ছিল। সূর্য্যা,স্বামীর ভবনে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া,মনঃস্বরূপ শকটে আরোহণ করিলেন। ১২।

সূর্য্য, সূর্য্যার গৃহে যাইবার সময় যে উপহার দিয়াছিলেন, তাহা অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। মঘা নক্ষত্রের উদয়-সময়ে সেই উপঢৌকনের অন্তীভূত ধেনুগণকে তাড়াইয়া লইয়া যায়। অর্জ্জুনী (ফাল্গুনী) নামে নক্ষত্র যুগলের উদয়-সময়ে সেই উপঢৌকন বহিয়া লইয়া যায়। ১৩।

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যখন ত্রিচক্রযুক্ত শকটে আরোহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সূর্য্যার বিবাহের দান গ্রহণ করিলে, তখন দেবতাগণ তোমাদিগের সেই গ্রহণ কার্য্য অঙ্গীকার করিলেন। পূষা, তোমাদিগের পুত্র হইয়া, কন্যার বর স্বরূপ তোমাদিগকে বরণ করিলেন। ১৪।

(ক্রমশঃ)

আদর্শ স্ত্রী।

যিনি আদর্শ স্ত্রী নামের বাচ্য, তাঁহার জীবন গ্রন্থের পত্রে পত্রে কেবল একটী কথা লিখিত থাকে,—"প্রেম"।

কষ্ট যন্ত্রণার পীড়নে তিনি কঠোর-স্বভাবা হয়েন না, বরং আরও মধুর-স্বভাবা হইয়া থাকেন।

আনন্দের সময় বা দুঃখের সময়, সম্পদের সময় বা বিপদের সময় তাঁহার সহানুভূতি কুত্রাপি হ্রাস প্রাপ্ত হয় না।

তিনি স্বামীর কর্কশ ব্যবহারের উত্তরে কোমলতা প্রদর্শন করেন, কেননা তিনি জানেন যে, সে কর্কশতার ঔষধ কোমলতা।

তাঁহার এমনই ব্যবহার ও চরিত্র যে তাঁহার স্বামী তাঁহার প্রতি কখনও

কিছুমাত্র অবিশ্বাস করিতে পারেন না।

তিনি তাঁহার মধুরতর হাস্য ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমময় বাক্যে কেবল তাঁহার স্বামীকেই প্রদান করিয়া থাকেন।

স্বামীর যে অধিকার ও যত্ন তাহার উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে তিনি পরাঙ্মুখা হয়েন।

তিনি জানেন যে মহিলাজনোচিত প্রেম ও স্নেহমমতা ও কোমলতাই তাঁহার শক্তির মূলভিত্তি।

তিনি সন্তান লালন পালন কার্য্যে শরীর ও মনের সমস্ত বল নিয়োগে তৎপর এবং সেই মহৎ কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন জন্য জ্ঞানার্জনে উৎসুকা থাকেন।

তিনি গৃহকে নিজের রাজ্য জ্ঞান করিয়া তাহার সুশাসনে ও মঙ্গল সম্পাদনে সর্ব্বদাই নিযুক্তা থাকেন।

তিনি ভগবৎচরণে প্রণতা হইয়া স্বামী ও সন্তান সন্ততির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সম্পাদনে শরীর ও মনকে উৎসর্গ করিয়াই জীবনের সফলতা হয়, এই বিশ্বাসে তদনুরূপ কার্য্য করিয়া দিন যাপন করেন।

মঙ্গলকর কার্য্য করিবার প্রণালী।

কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন যে যে ব্যক্তি একটী অসাধারণ সুমহৎ মঙ্গলকর কার্য্য করিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অপেক্ষা করে, সে অনেক সময়ে জীবনে কিছুই করিতে পারে না। মানবজীবন বহুসংখক ক্ষুদ্র ও সামান্য কার্য্যের সমষ্টিমাত্র। অসাধারণ সুমহৎ কার্য্য করিবার সুবিধা সকলের হয় না, সকল সময়ে পাওয়াও যায় না। বস্তুতঃ দুই একটী বড় কাজ করিলেই মহত্ত্ব হয় না। আমাদিগের দৈনিক জীবনে নানা সামন্য কার্য্য সম্পাদনে মহত্ত্বের পরিচয় দেওয়াই প্রকৃত মহত্ত্ব। সৎ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া, যাহাতে মঙ্গল হব, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যদি আমরা সকল কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে অগ্রসর হই, তাহা হইলে সমস্ত জীবন মহান্ ও পবিত্র হইয়া যায়। জীবনে একটী অসাধারণ সুমহৎ মঙ্গলকর কার্য্য করা অপেক্ষা সমস্ত জীবনের প্রত্যেক কার্য্য যাহাতে মঙ্গলকর হয়, তদ্রূপে জীবন নির্ব্বাহ করাতেই জীবনের কৃতার্থতা হয়। আমি কোন বড় কাজ করিতে পারিলাম না, অতএব আমার জীবন বৃথা গেল, এরূপ চিন্তা যাঁহার মনে উদিত হয়, তাঁহার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, যে তিনি যাহা কিছু করেন,তাহার ফল যাহাতে মঙ্গলকর হয়, তাহা সম্পাদন করিতে থাকিলে তাঁহার সমস্ত জীবনে তিনি যত মঙ্গল সম্পাদন

করিতে পারিবেন, একটী বা দুইটী অসামান্য মহৎ বা মঙ্গলকর কার্য্য দ্বারা ততদূর মঙ্গল সম্পাদন করা সম্ভবপর নহে। অসাধারণ বড় কাজ করিতে গেলে যে শক্তি আবশ্যক, তাহা সকল মানুষের নাই, কিন্তু সর্ব্বদা মঙ্গলকর কার্য্য করিবার ক্ষমতা সকলেরই আছে।

ঈশ্বর যাহাকে যেরূপ ক্ষমতা দিয়াছেন, সে সেই ক্ষমতার উপযুক্ত ব্যবহার করিলেই তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া থাকে। তাঁহার চক্ষে কর্ত্তব্যপরায়ণ বিশ্বাসী মহৎ ও ক্ষুদ্র মনুষ্য উভয়েই এক সমান।

আখ্যান মালা।

১০ সংখ্যা।

১। মহর্ষি এব্রাহিমের নিয়ম ছিল যে ক্ষুধার্ত্ত অতিথিকে আহার না করাইয়া আপনি জলগ্রহণ করিতেন না। একদিন অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টির জন্য একটীও অতিথি আসিল না, সুতরাং তিনিও সমস্ত দিন অনাহারে রহিলেন। অপরাহ্নে চারি দিকে ভৃত্যগণকে অতিথি অনুসন্ধানে পাঠাইয়া স্বয়ংও বাহির হইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে অদূরে একজন সিতশ্মশ্রু, জরা ও দৌর্ব্বল্যে পীড়িত, ঝড় বৃষ্টিতে কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত বৃদ্ধ মনুষ্যকে দেখিতে পাইলেন। পরে তাহার নিকটে গিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন "ওহে বৃদ্ধ! অদ্য তুমি আমার বাড়ীতে অনুগ্রহপূর্ব্বক অতিথি হইতে পারিবে কি?" বৃদ্ধ আনন্দের সহিত মহর্ষির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার আলয়ে গমন করিল, সেখানে এব্রাহিমের ভৃত্যবর্গ অতিথি দেখিয়া পরম সমাদরপূর্ব্বক আসন প্রদান করিল এবং সসম্মানে অন্নপান পরিবেশন করিতে লাগিল। মহর্ষি এব্রাহিম তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে বৃদ্ধ আহার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ না দিয়া ও কৃতজ্ঞতাভরে তাঁহাকে নমস্কার না করিয়া আহার করাতে এব্রাহিম অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "ওহে তোমার একি ব্যবহার! যাঁহার প্রসাদে এই সুমিষ্ট অন্নপান পাইলে তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া কুকুরের মত আহার করিতে লাগিলে। তোমাকেত বর্ষীয়ান ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইতেছে না।" তদুত্তরে সে বলিল "আমি নাস্তিক।" উত্তর শুনিয়া এব্রাহিমের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তিকে বাটীর বাহির করিয়া দিলেন। তখন এব্রাহিমের অন্তরে দৈববাণী হইল "হে এব্রাহিম, আমি যাহাকে যত্নপূর্ব্বক অন্নদান

করিয়া শত বৎসর বাঁচাইয়া রাখিয়াছি, তুমি তাহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য পাইয়াই ঘৃণা করিলে? সে নাস্তিক, তজ্জন্য তুমি দানের হস্ত কেন সঙ্কুচিত রাখিলে?' এব্রাহিম আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

২। কোন দেশে একজন লোক মধু বিক্রয় করিত এবং সে সকলকে অতি মিষ্ট কথা বলিত, তজ্জন্য সমস্ত দিন তাহার বিপণি ক্রেতাদ্বারা পূর্ণ থাকিত। কিন্তু তাহার মধু বড় ভাল ছিল না। এই সংবাদ পাইয়া একজন অত্যন্ত কর্কশভাষী নানা স্থান হইতে উত্তম উত্তম মধু সংগ্রহ করিয়া একটী দোকান করিল। সমস্ত দিনের মধ্যে তাহার ক্রেতা যুটিল না, সন্ধ্যার সময় সে তাহার এক বন্ধুর নিকট বলিল। "হায় আমি এত ভাল ভাল মধু সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম অথচ ক্রেতা হইল না, ভাই ইহার কারণ কি?" তাহার বন্ধু বলিল "ভাই! তুমি যদি সুন্দর মধু অপেক্ষা মিষ্ট কথা বলিতে, তবে তোমার মধু এখনই বিক্রয় হইয়া যাইত। লোকে উত্তম দ্রব্য অপেক্ষা উত্তম ব্যবহার অধিক ভাল বাসে।"

৩। কোন রাজা আপনার অনুচরদিগকে কয়েকটী গোপনীয় কথা বলিয়া তাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। কিন্তু এক মাস পরে ঐ কথাগুলি নগরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তখন নৃপতি বিরক্ত হইয়া ভৃত্যদিগের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। তাহাতে তাঁহার এক বন্ধু বলিলেন "মহারাজ! অকারণে ইহাদিগের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতেছেন। আপনি যদি ইহাদিগকে ঐ সকল কথা না বলিতেন, তবে ইহারা জানিতে পারিত না। দেখুন পূর্ব্বে যদি আপনি প্রণালী স্বরূপ আপনার মুখটী বন্ধ করিতেন, তবে ইহাদের দ্বারা এই জলপ্লাবন হইত না। যাহা নিজে গোপন করিতে না পারিবেন, তাহা অন্যের দ্বারা গোপন রাখা অসম্ভব।"

রন্ধন-প্রণালী।

১ সংখ্যা।

ওলের কচুরী।

১। প্রথমতঃ ওলগুলিকে সুন্দররূপে কুটিয়া গুড় মাখাইয়া ১ ঘণ্টা রৌদ্রে রাখিবে। পরে পরিষ্কার জলে ধুইয়া ভালরূপে সিদ্ধ করিয়া লইবে। অনন্তর ওলগুলিকে উত্তমরূপ চটকাইয়া লইবে। একটী কড়াতে (লোহার হওয়া চাই, অন্য পাত্রে ময়লা হইবার সম্ভাবনা) অল্প পরিমাণ ঘৃত দিয়া ঐ ওল তেজপাত, জিরা গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া,

মৌরি আধগুঁড়া দিয়া ভাজিয়া লইবে। যখন আটা আটা চলিয়া যাইয়া গুল খস্‌খসে হইবে, তখন নামাইয়া উহাতে গরম মশলা দিয়া কিছুক্ষণ ঢাকিয়া রাখিবে। পরে ময়দার নেচি বা নই করিয়া তন্মধ্যে ঐ গুল দিয়া সাবধানে বেলিয়া ঘৃতে ছাঁকিয়া লইবে। এই কচুরী গরম গরম খাইতে দিলে ভাল হয়।

ক্ষীরের লুচি।

২। বেশ পরিষ্কার ক্ষীর লইয়া তাহাতে কিছু চিনি মিশাইয়া ভাল করিয়া মাখিবে (যেন অধিকক্ষণ না হয়, কারণ তাহা হইলে ভাল "বেলা যাইবে না")। পরে উহার সহিত মোটা এলাচ ও দারুচিনি গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া নেচি করিবে। অনন্তর ময়দার দুই খানি লুচি বেলিয়া অন্য পাত্রে রাখিবে এবং ঐ ক্ষীরের নেচি লইয়া সাবধানে এক খানি লুচি বেলিয়া ময়দার লুচির মধ্যে দিয়া (উপরে একখানি নীচে একখানি) উহার পাশ গুলি সুন্দররূপে মুড়িয়া দিয়া নখের দাগ দিয়া দিবে। ইহা ঘৃতে অধিকক্ষণ উল্টাইয়া ভাজিতে হয়, কারণ একবারে তিন খানি লুচি ভাজিতে হয়।

অমৃত কেলী।

৩। প্রথমতঃ খাঁটি দুগ্ধ /২ দুই সের আনিয়া উহা একটী কড়াতে করিয়া জ্বাল দিবে। যখন ঐ দুগ্ধ বেশ ফুটিয়া ঘন হইতে থাকিবে, তখন ছানা এক পোয়া নারিকেল কুরা (খুব সরু চাঁই) এক পোয়া, দিয়া ঘন ঘন হাতা দ্বারা নাড়িবে। পরে যখন বেশ ঘন হইয়া উঠিবে এবং ঐ নারিকেল আর ছানা দুগ্ধের সহিত আধ মিশার মত হইবে, তখন চিনি আধ সের দিবে। পরে নামাইয়া কর্পূর, মোটা এলাচ, লবঙ্গ গুঁড়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। ইহার সহিত কিছু গোলাপ জল দিলে বড় সুন্দর হয়।

গোল আলুর পায়স।

৪। প্রথমতঃ বড় আলুর খোসা ছাড়াইয়া উহা খুব সরু সরু গোল করিয়া তাহা আবার লম্বা লম্বা করিয়া কুটিবে। আলু যত সরু কুটা হইবে, ততই পায়স ভাল হইবে। পরিষ্কার জলে আলুগুলি ধুইয়া একটী কড়াতে ঘৃত দিয়া উহাতে দুই একখানি তেজপাত দিয়া আলুগুলি অল্প করিয়া ভাজিয়া লইবে। পরে ভাল খাঁটি দুগ্ধ জ্বাল দিয়া অল্প গরম করিয়া তাহাতে ঐ আলু ফেলিয়া দিয়া হাতা দিয়া নাড়িবে এবং ঘন হইয়া উঠিলে পরিমাণ মত চিনি দিয়া নামাইবে। এইরূপ করিয়া লাউ, লাল আলু প্রভৃতিরও পায়স প্রস্তুত করিতে হয়।

চিড়ার পায়স।

৫। বেশ ভাল দুগ্ধ আনিয়া তাহা ঘন করিয়া জ্বাল দিবে। পরে চিড়াগুলি ভাল রূপে বাছিয়া একটু ঘৃত মাখাইয়া (ঘৃত অল্প অথচ সব গুলিতে মাখান চাই) দুগ্ধে ফেলিয়া দিবে এবং ঐ সঙ্গে পরিমাণ মত চিনি দিয়া ঘন ঘন হাতা দিয়া নাড়িবে। অনন্তর উহাতে অল্প

গাভীর ঘৃত দিয়া নাড়িয়া নামাইয়া ঢাকিয়া রাখিবে। বিশেষ সাবধানে হাতা দিয়া নাড়িতে হয়, নচেৎ চিড়া গলিয়া গিয়া নষ্ট হয়। সু, সিংহ।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

পৃথিবীর উপর সূর্য্য-কলঙ্কের প্রভাব।

পৃথিবী ও গ্রহ উপগ্রহদিগের নৈসর্গিক অবস্থা সূর্য্যের নৈসর্গিক অবস্থার উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে, ইহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের একটী স্থির সিদ্ধান্ত। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যে জ্যোতির্ম্ময় বাষ্পমণ্ডল আছে, বিবিধ কারণে তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। কখন কখন সেই বাষ্পমণ্ডলের কোন কোন স্থান বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং সূর্য্যের মধ্য ভাগের কিয়দংশ দূরবীক্ষণের দ্বারা দৃষ্টিগোচর হয়। যে যে স্থানে বাষ্পমণ্ডলের এইরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তত্তৎস্থল অন্ধকারময় দেখায় বলিয়া উহা সূর্য্য-কলঙ্ক নামে অভিহিত হয়। জ্যোতির্ব্বিদগণ পরীক্ষা করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ভূমিকম্প, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও ঘোর ঝটিকা প্রভৃতি ঘটনার সহিত সূর্য্য-কলঙ্কের বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

সূর্য্য-রশ্মির শক্তি।

সূর্য্য-রশ্মি যন্ত্রের সাহায্যে ঘনীভূত করিয়া তদ্দ্বারা কি কি কার্য্য সাধন করা যাইতে পারে, ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ তাহার বিশেষ পরীক্ষা করিতেছেন। সম্প্রতি ফ্রান্সের কোন বৈজ্ঞানিক সপ্রমাণ করিতেছেন যে সূর্য্য-রশ্মিতে যে শক্তি নিহিত আছে, তাহা বাষ্পের শক্তির ন্যায় আমরা নানা কার্য্য সম্পাদনে নিয়োগ করিতে পারি। তিনি একটী যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তন্মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে সূর্য্য-রশ্মি প্রবেশ করাইয়া তাহার শক্তির সাহায্যে গভীর কূপ হইতে জল উত্তোলন ও দৃঢ় প্রস্তর ভেদ প্রভৃতি কার্য্য সহজে সম্পন্ন করিতেছেন।

অবিনশ্বর কাগজ।

মেয়ার নামক ফরাসী বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বহু পরীক্ষার পর এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা জল ও অগ্নির বিনষ্টকারী প্রভাবের অতীত। ঐ কাগজ জলন্ত অগ্নির মধ্যে চারি ঘণ্টা কাল ও জলের মধ্যে তিন দিন রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহা বিনষ্ট হয় না। উইল্, দলিল ও বহুকাল রক্ষণীয় প্রয়োজনীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার জন্য এই কাগজ ব্যবহৃত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে কণ্ঠস্বরের মধুরতা সাধন।

অনেক এরূপ লোক আছেন যাঁহারা

সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পটু, কিন্তু তাঁহাদিগের কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃ এরূপ কর্কশ যে গান গাহিয়া তাঁহারা কাহারও মনস্তুষ্টি করিতে পারেন না। মোফাট নামক স্কটলণ্ড দেশীয় কোন বৈজ্ঞানিক অনেক পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বায়ুমণ্ডলের সহিত কণ্ঠস্বরের বিশেষ সংযোগ আছে। তিনি বলেন ইটালী দেশে দেখা যায় যে তথাকার পুরুষ ও রমণী মাত্রেরই অতি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। ইটালীর বায়ুমণ্ডলে পিরক্সাইড অব্ হাইড্রোজেন নামক বাষ্পের আধিক্য থাকাতেই এইরূপ হয়, মোফাট মহোদয় ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি রসায়ন শাস্ত্রের নিয়মানুসারে উক্ত বাষ্প প্রস্তুত করিয়া তাহা নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক দেখিয়াছেন যে বাস্তবিকই উহা দ্বারা কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিয়ৎকাল হইল শ্রীযুক্ত মোফাট একটী সাধারণ সভায় উপস্থিত ভদ্রলোকদিগকে উক্ত বাষ্পের ঘ্রাণ গ্রহণ করাইয়া অকাট্যরূপে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে ঐ উপায়ে অতি কর্কশ কণ্ঠস্বরও সুমধুর বাণীতে পরিণত করা যায়। উক্ত বাষ্পের ঘ্রাণ লওয়া যখন শরীরের পক্ষে কোন প্রকারেই অহিতকর নহে, তখন সঙ্গীতকারীদিগের মধ্যে উহা কণ্ঠস্বরের সুমিষ্টতাসাধন জন্য ব্যবহৃত হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করা যায়।

কৃত্রিম ডিম্ব।

ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের অন্তঃপাতী নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন প্রভৃতি বড় বড় সহরে আজ কাল কৃত্রিম ডিম্ব প্রস্তুত করিবার জন্য বহুসংখ্যক লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। অতি অল্পকাল হইল কৃত্রিম ডিম্ব প্রস্তুত করিবার উপায় আবিস্কৃত হইয়াছে। ডিম্বের পীতবর্ণ যে অংশটুকু তাহা আমেরিকার এক প্রকার পীতবর্ণের শস্যের চূর্ণ, চাউলের মাড় ও অন্যান্য দুই একটী দ্রব্য সংযোগে প্রস্তুত হয়। যে অংশটুকু শ্বেত বর্ণ, তাহা আল্‌বুমেন নামক রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। ডিম্বের সর্ব্বোপরি যে দৃঢ় আবরণ থাকে, তাহা পারিস নগরীর এক প্রকার মৃত্তিকার এবং ভিতরকার সূক্ষ্ম আবরণটী গিলেটাইন্ পদার্থে প্রস্তুত হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় অকৃত্রিম ডিম্বের সহিত এই কৃত্রিম ডিম্বের স্বাদের কিছুমাত্র প্রভেদ লক্ষিত হয় না এবং বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে অকৃত্রিম ডিম্বের অপেক্ষা ইহার বল-প্রদায়ক গুণ কিছু মাত্র কম নহে। অকৃত্রিম ডিম্ব অল্প দিনে নষ্ট হইয়া যায় এবং পড়িলে চূর্ণ হইয়া যায়; কৃত্রিম ডিম্বের এই দুইটী দোষ নাই। ইউনাইটেড ষ্টেটসে এই ডিম্ব লোকে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিতেছেন। নিউইয়র্ক-নগরের একটী কারখানায় প্রতি ঘণ্টায় এক হাজার কৃত্রিম ডিম্ব প্রস্তুত হইয়া থাকে।

তত্রৈব রমতে হরিঃ।*

বিষ্ণুভক্তির্যথা সাক্ষাজ্জীবনিস্তারকারিণী।
গৃহিণী রাজতে যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ১॥

সর্ব্বজীবনিস্তারিণী গৃহিণী যথায়,
বিরাজে সাক্ষাৎ যেন বিষ্ণুভক্তি প্রায়;
গৃহস্থ-আশ্রম সেই পুণ্যনিকেতন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ।১।

পুণ্যব্রতো গৃহী যত্র গৃহিণী চ পতিব্রতা।
পিতৃভক্তাশ্চ সন্তানাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ২॥

যে গৃহে গৃহস্থ সদা পুণ্যকর্ম্মে রত,
পতিমাত্র গৃহিণীর জীবনের ব্রত;
পিতৃভক্ত গুণবান্ যে গৃহে সন্তান,
তথায় করেন হরি নিত্য অধিষ্ঠান।২।

আতিথ্যং গুরুভক্তিশ্চ পাতিব্রত্যং দয়ার্জ্জবম্।
সত্যং শৌচং ক্ষমা যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ৩॥

সতীত্ব, আতিথ্য, দয়া, ভক্তি গুরুজনে,
সত্য, শৌচ, সরলতা, ক্ষমা, যে ভবনে;
সে গৃহ ধর্ম্মের ক্ষেত্র শান্তির আধার,
শ্রীহরি তথায় নিত্য করেন বিহার।৩।

অরিষড়্‌বর্গদমনং দীনোপগতরক্ষণম্।
সর্ব্বভূতাভয়ং যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ৪॥

যে ভবনে ছয় রিপু নিত্য বশে রয়,
অভ্যাগত দীন হীন লভয়ে আশ্রয়;
যথা আসি' সর্ব্বজীবে লভয়ে অভয়,
বিহরেন নিত্য তথা হরি দয়াময়।৪।

পিতা মাতা গুরুঃ পত্নী জ্ঞাতয়ো বান্ধবাস্তথা।
যত্রৈতে নিত্যসন্তুষ্টাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ৫॥

পিতা, মাতা, গুরু, পত্নী, পুলকিত মনে,
লভয়ে অতুল তৃপ্তি নিত্য যে ভবনে;
জ্ঞাতি বন্ধুগণে যথা সদানন্দে রয়,
বিহরেন হরি তথা সদানন্দময়।৫।

মোদন্তে শিশবো যত্র মোদন্তে চ গৃহেঽঙ্গনাঃ।
তির্য্যঞ্চোঽপি প্রমোদন্তে তত্রৈব রমতে হরিঃ॥৬॥

যে ভবনে শিশুগণ প্রফুল্লবদন,
প্রফুল্লবদন যথা কুলনারীগণ;
যে ভবনে পশু পক্ষী প্রফুল্লবদন,
শ্রীহরি সদাই তথা করেন রমণ।৬।

শ্রদ্ধান্নং গৃহিণা দত্তং ভুঞ্জতে সর্ব্বজন্তবঃ।
প্রীত্যা যত্র গৃহে নিত্যং তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ৭॥

যে গৃহে গৃহস্থ নিত্য ভক্তিপূর্ণ মনে,
অন্নদান মহাদান করে জীবগণে;
সকলে আনন্দে তাহা করয়ে আহার,
সে গৃহে শ্রীহরি সদা করেন বিহার।৭।

অহো তৃপ্তোঽস্মি জীবানামিতি নিত্যং প্রবর্ত্ততে।
যত্রানন্দরবো গেহে তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ৮॥

'আহা! হইলাম তৃপ্ত'—এ আনন্দ-রবে,
যে গৃহ করয়ে পূর্ণ জীবগণ সবে;
জীবের শান্তির স্থান ধন্য সে ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা শ্রীমধুসূদন।৮।

অদ্বৈতভক্তিসূত্রেণ বদ্ধা যত্র গৃহে জনাঃ।
সর্ব্বেঽভিন্নমনঃপ্রাণাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ৯॥

পতি, পত্নী, পুত্র, ভৃত্য আদি পরিজনে,
অদ্বৈত ভকতি-সূত্রে বদ্ধ যে ভবনে;
সবার একই মন, একই পরাণ,
শ্রীহরি করেন তথা নিত্য অধিষ্ঠান।৯।

যত্র নির্লিপ্তভাবেন সংসারে বর্ত্ততে গৃহী।
ধর্ম্মং চরতি নিষ্কামং তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ১০॥

নিষ্কাম নির্লিপ্তভাবে গৃহস্থ যথায়,
সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মে জীবন কাটায়;
ধরাধামে একমাত্র ধন্য সে ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ।১০।

(ক্রমশঃ)

* পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন প্রণীত।

নূতন সংবাদ।

১। বঙ্গদেশের সুযোগ্য ছোট লাট সার ষ্টিওয়ার্ট বেলী তাঁহার সময় পূর্ণ না হইতেই পদ ত্যাগ করিতেছেন। আগামী ১৫ই ডিসেম্বর তিনি এদেশ ছাড়িয়া বিলাত যাত্রা করিবেন।

২। সিবিল ডাক্তার ১২ জনের পদ শূন্য হয়, পদপ্রার্থীদিগের মধ্যে পরীক্ষার ফলে বি, জে, সিংহ এবং বি, ডি, বসু চতুর্থ ও দ্বাদশ স্থানীয় হইয়াছেন।

৩। গত ২৭এ সেপ্টেম্বর সিটী কলেজ ভবনে রাজা রামমোহন রায়ের ৫৭ বার্ষিক উৎসব হইয়াছে। বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতির কার্য্য করেন। অনরেবল্ ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু কালীচরণ বন্দ্যো, কৃষ্ণকুমার মিত্র, পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টো প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। রাজার স্মরণার্থ কিছু করিবার জন্য একটী সমিতি ৫ বৎসর গঠিত হইয়াছে, তাহাদিগের দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করাইবার জন্য এক কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিযুক্ত হইয়াছে।

৪। বন্যাপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ উপযুক্তরূপ আয়োজন হইতেছে না। এজন্য সাধারণের চাঁদা দান আবশ্যক হইয়াছে।

৫। শিখদিগের এক কলেজ স্থাপনার্থ পাতিয়ালার মহারাজা দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

৬। আমরা শুনিতেছি রুসিয়ার যুবরাজ আগামী জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় আগমন করিবেন।

৭। লণ্ডন নগরে ১৮০০ স্ত্রীলোক নানা স্থান হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সংবাদ পত্রের সাহায্য করিয়া থাকেন।

বামারচনা।

হতাশের আক্ষেপ।

১

কেন হেন অকস্মাৎ—
হৃদয় আমার এত ব্যথিত হইল?
হৃদয় ভিতরে কেন
জ্বলন্ত অনল হেন
নিরবধি হু হু করি পুড়িতে লাগিল?
নিভালে নিভেনা হায়,
আরো যেন বেড়ে যায়;
মানে না প্রবোধ কোন, কি দায় হইল?
কেন অকস্মাৎ মম এ দশা ঘটিল?

২

কেন কিসের কারণ
করিতেছে হু হু মম হৃদয় মাঝেতে?
ভীম দাবানল প্রায়,
এ হৃদয় জ্বলে যায়,
কিসের কারণ কিছু না পারি বুঝিতে।
কিবা দিবা কি নিশীথ,
সততই মম চিত,
প্রজ্বলিত হুতাশনে লেগেছে পুড়িতে,
কিসের কারণ কিছু না পারি বলিতে।

৩

হায় কি বলিব আর—
দেখাবার হ'ত যদি তা' হ'লে এখন,
হৃদি উদ্ঘাটন করে,
দেখাতাম সকলেরে
হৃদয় ভিতরে দাহ হতেছে কেমন।
যে অনল হৃদে পশি,
জ্বলিতেছে দিবা নিশি,
কেহই দেখিতে তাহা পাবে না কথন;
কিন্তু দেখিছেন সেই ত্রিলোক-তারণ।

৪

হায় একি দশা হ'ল—
কেন মম মন হ'ল হেন উচাটন?
রজনী দিবা সমান,
কেঁদে সদা উঠে প্রাণ,
বুঝিতে না পারি আমি ইহার কারণ!
না জানি কেন গো হায়,
অন্ধকার কারা-প্রায়,
আমার মনেতে বোধ হতেছে ভবন।
অকস্মাৎ কেন মন হেন উচাটন!!

৫

জানি নাত কিছু আমি—
আচম্বিতে কেন ভাব হ'ল কি কারণে?
যে দিকে ফিরাই আঁখি,
সব শূন্যময় দেখি,
কিছুতে সন্তোস আর হতেছে না মনে।
কিছুই লাগে না ভাল,
পূর্ব্বে হায় যে সকল,
উত্তম বলিয়া আমি ভাবিতাম চিতে,
এবে বিষতুল্য বোধ হতেছে আঁখিতে।

৬

দেখ কিবা মনোহর—
আজি এ পূর্ণিমা নিশা কেমন সুন্দর।
নির্ম্মল গগন পরে,
তারাগণে সঙ্গে করে,
উদিয়াছে কুমুদিনী-কান্ত শশধর;
দেখ কিবা মনোলোভা,
হয়েছে ইহার শোভা,
এ শোভা দর্শনে সবে পুলক-অন্তর;
আমার নিকটে কিন্তু নহেত সুন্দর।

৭

ফিরে দেখ আর বার—
বহিছে মলয়ানিল শীতল কেমন?
কুসুমে কুসুমে ফিরি,
সুগন্ধ বহন করি,
বিতরণ করিতেছে সবার সদন।
শীতল পরশে এর,
যুবা বৃদ্ধ সকলের
সুশীতল হইতেছে সন্তপ্ত জীবন;
আমার সন্তাপ কিন্তু করে না হরণ।

৮

হায় পূর্ব্বের মতন—
কিছুই না দেখি আমি সুন্দর তেমন;
সুমিষ্ট সুধার ধারে,
বিহঙ্গম গান করে,
তাহাতেও নাহি মম জুড়ায় শ্রবণ!
হেন ভাব হ'ল কেন,
জান কি হে কোন জন?
(অথবা) বুঝিনা যখন আমি আপনার মন,
কেমনে জানিবে তাহা বল অন্য জন?

৯

যদিও না বুঝি আমি—
তথাপি কারণ কিছু আছয়ে ইহার;
নতুবা বলগো কেন,
আমার হৃদয় হেন,
মিছামিছি হু হু করি পুড়ে অনিবার?
কারণ নহিলে হায়,
কোন কার্য্য নাহি হয়;
তাই বলি কোন হেতু আছয়ে ইহার
জানেন সকলি সেই বিশ্ব সারাৎসার।

১০

হে বিভো! করুণাময়!
যে অনলে দিবা নিশি জ্বলিছে পরাণ,
সকলি ত আছ জ্ঞাত,
অতএব ওহে তাত,
দুঃখিনীর প্রতি কর কৃপা দৃষ্টি দান;
হৃদি পুড়ে হ'ল ক্ষার,
সহিতে পারি না আর,
কৃপা করি এ অনল করহে নির্ব্বাণ,
তাপিত হৃদয়ে পিতঃ! কর শান্তি দান।

শ্রীনী—

ভ্রাতার প্রতি ভগ্নী।

(গতবারের শেষ।)

৭

কার খাও কার পর বুঝেও তা বোঝ না,
কহিতে জনমে লাজ
ধরেছ কি নব সাজ,
হলে কি অপূর্ব্ব জীব, একবারো ভা'বনা!
বাতাস, আগুণ, জল,
তাও পর-করতল!
দেশের উন্নতি লাগি তবু সাধ বাসনা!—
আমরাও সাধিব কি এই মহা সাধনা?

৮

এমন করিয়া কোথা কে মানুষ হয়েছে,
আপনারা ছেড়ে হাল,
পরের উপরে পাল,
এমন সুবিবেচনা কারা কবে করেছে?
নাহি জানি কোন গ্রহ
হইয়াছে প্রতিগ্রহ,
না জানি কার এ শাপ হাড়ে হাড়ে
লেগেছে,
বিশ কোটি প্রাণ তাই জড়পিণ্ড হয়েছে!

৯

আর কেন ডা'ক আজি কেবা আছে
বাঁচিয়া!
তেজস্বিনী আর্য্যবালা
সে উজ্জল মণিমালা,
একটি একটি করে পড়িয়াছে খসিয়া,
রাজস্থানে ধুলা শুধু
এখন করিছে ধূ ধূ,
অযোধ্যা হস্তিনা আদি শূন্য আছে
পড়িয়া!—
সঞ্জীবন মন্ত্রে ফিরে উঠিবে কি জাগিয়া?

১০

চল ভাই! হরি স্মরি চল পথ দেখিয়ে,
ঢালিয়া স্নেহের ধারা
ফুটাও আঁখির তারা,
"বিশ্ব-সেবা মহাব্রত" দাও ভাই, শিখিয়ে;
কোন রক্তে জন্ম ভাই,
ভুলনা, এ ভিক্ষা চাই,
আঁধারে আঁধারে ঘুরে গেছি পথ হারিয়ে
জোঁতা কি মরিচা ধরা, দেখ দেখি
মাজিয়ে।

প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

মিছে।

মিছে জগতের স্নেহ ভালবাসা,
মিছে হায়! নয়নের জল।
আজ তুমি আছ জীবিত ধরায়
তাই. স্নেহ, মায়া, এইটুকু বল!
ছায়াবাজী খেলা এ যে রে জগত,
এ জীবন নিশার স্বপন!
ভাঙ্গিলে, কে তুমি কে তোমার হায়,
কোথা তব সাধের ভবন!
কেন বল তবে "আমার আমার"
এ যে, আননা কি প্রবাসের মেলা?
দু'দিনের হেথা স্বধু চেনা শুনা,
দুটী দিনে ফুরাইবে খেলা!
মহা যাত্রা কালে অজানা সে পথে
কে তোমার হইবে সহায়?
এসেছ গো একা, একা যাবে চ'লে
শূন্ত প্রাণে লইয়া বিদায়!
এত যতনের তনুখানি আহা!
তাও, অনাদরে রহিবে পড়িয়া!
ভুলে ভালবাসা স্নেহ পরিজন
স্বধু দেবে তায় অনলে স'পিয়া!
ভস্ম করি তোমা নিবিবে রে চিতা
হায়! চাহিয়াও দেখিবে না কেহ!
শুকাইবে অশ্রু, সময়ে আবার
হাসিবে রে বিষাদের গেহ!
শুধু, তুমি প'ড়ে র'বে শ্মশানেতে ছাই,
স্মৃতিহারা, স্বপন সমান!
এ জগতে এত— স্নেহ প্রণয়ের
এই স্বধু শেষ প্রতিদান!

শ্রীপ্রমীলা বসু।

এই কি জীবন?

এই কি জীবন. সখি! এই কি জীবন?
মরুভূমে প'ড়ে শুধু প্রাণের দহন?
কত স্নেহ যত্নে ওরে, জননী লালন করে,
বুকে টানে প্রেমভরে সুখের স্বপন।
জনক উল্লাসে ভাসি, দেখে সে শিশুর হাসি
গালে ঢালে চুমা রাশি—সাধের রতন।
হায়! সখি! ইহার কারণ?
দেখে বড় দিদিগণে, গণিতাম মনে মনে
আমি আর কতদিনে হইব তেমন।
শৈশবের বাল্যভাবে, হইয়ে অস্থির যবে
ভাবিতাম কবে হবে ফুটন্ত যৌবন
সুখের কানন—ইহারি কারণ?
এল সে বাঞ্ছিত কাল, শরীরের ডাল পাল
বাড়িল মলয়াগমে শাখার মতন।
ফুটিল হৃদয়ে বায় আরো যে সঘন।
কই তায় সুখ কোথা, আবার গুটায়ে পাতা
থাকিতে কতই হায়! করিনু মনন—
বৃথা আকিঞ্চন।
যৌবন ফুরালে যদি, প্রাণের চঞ্চল নদী
প্রবীণ শান্তির দেশে করিয়ে গমন—
পূরে এ জগতে তার মনের বাসন।
এ ভাবি আকুল হয়ে, যেন দুই হাতে ব'য়ে
দিলাম অকালে তারে চির বিসর্জ্জন।
ইহারি কারণ?
কই হেথা শান্তি কই, শুধু জল থই থই,—
কোথা এ আশার শেষ—থামিবে গর্জ্জন?
সীমাশূন্য এ সংসার, অনন্ত এ পারাবার,
আমি তায় রেণুকণা সম এক জন।
কেন তবে এ লালসা, হৃদয়ের এ পিপাসা
শুধু কি সুতীক্ষ্ণ তীরে করিতে হনন?
তবে কি এসব আশা, পরাণের ভালবাসা
কোকিলের বাসা সম বৃথায় গঠন?
এই কি জীবন সখি! এই কি জীবন?
হবে না কি কভু হেথা আশার পূরণ?
কাঁদিয়ে জনমে জীব, কাঁদিয়ে মরণ!

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

৭৪৬

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩১০ সংখ্যা। | কার্ত্তিক ১২৯৭—নবেম্বর ১৮৯০। | ৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শিল্প বিদ্যালয়—ছোট লাট রঙ্গপুর শিল্প বিদ্যালয়ে (Technical Institute) মাসিক ১০০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

দেশে লোকের যেরূপ অন্নাভাব, স্থানে স্থানে এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপন ও তাহাতে গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ দান নিতান্ত আবশ্যক।

সংবাদ পত্র—পৃথিবীতে ইংরাজী ভাষায় প্রচারিত সংবাদ পত্রের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং তাহা ১৭০০০ গণিত হইয়াছে।

বি এ শিক্ষয়িত্রী—বেথুন কলেজের উত্তীর্ণা ছাত্রী কুমারী কুমুদিনী খাস্তগির বেথুন কলেজে এবং কুমারী চক্রবর্ত্তী বিএ, অমৃতসরের আলেক্‌জান্দ্রা খৃষ্টান বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী হইয়াছেন।

হিতকর কার্য্যে দান—ফারমজী কৌসাজী মারকুর নামক একজন ধনাঢ্য পারসী বণিক্ মৃত্যুকালে দাতব্য কার্য্যের জন্য লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন।

স্ত্রী চিকিৎসক—ইংলণ্ড হইতে দুই জন লেডী ডাক্তার আসিতেছেন। কুমারী বস্‌বার তন্মধ্যে একজন, তিনি ডাক্তার বিলবীর বিদায় কালে লেডী আচিসন হাঁসপাতালের ভার গ্রহণ করিবেন। দ্বিতীয়া কুমারী গ্রাহাম কুমারী কোটের স্থানে রেঙ্গুণ মাতৃ-হাঁসপাতালে কার্য্য করিবেন।

ইংলণ্ডেশ্বরীর বার্দ্ধক্য—মহারাণী বিক্টোরিয়া ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন শুনিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। আগামী বসন্তকালে তাঁহার জর্ম্মণি ভ্রমণের মানস আছে। ঈশ্বর তাঁহাকে সুস্থ ও দীর্ঘায়ু করিয়া রাখুন।

ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা—পৃথিবীতে

প্রায় ১৪৫ কোটী লোকের বাস, তন্মধ্যে ৪৫ কোটী খৃষ্টান, ৩৯ কোটী কংফুসের মতাবলম্বী, ১৯ কোটী হিন্দু, ১ কোটী ৮০ লক্ষ মুসলমান, ১৫ কোটী জড়োপাসক, ১০ কোটী বৌদ্ধ, ২ কোটী ২০ লক্ষ সিণ্টো ধর্ম্মাবলম্বী, ৮০ লক্ষ ইহুদী, ১০ লক্ষ পারসী।

ব্রহ্মদেশে স্ত্রীশিক্ষা—ব্রহ্মদেশে ১৭৮টী বালিকা বিদ্যালয়ে ২ হাজারের অধিক বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে, এ সংবাদে কেনা আনন্দিত হইবেন?

মণিপুরে রাষ্ট্রবিপ্লব—তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের বংশধর মণিপুরের মহারাজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত ও বিতাড়িত হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি হস্ত হইতে হইতে বাঁচিয়াছেন।

কৃষ্ণানদীর উপর সেতু—হুগলীর উপর যেমন জুবিলী সেতু, কাশীর গঙ্গার উপর ডফারিণ সেতু এবং শক্করে সিন্ধুর উপর লান্সডাউন সেতু হইয়াছে, কৃষ্ণানদীর উপর সেইরূপ একটী বৃহৎ সেতু নির্ম্মিত হইবে।

রুসীয় যুবরাজের দেশ ভ্রমণ—যুবরাজের বয়স ২২ বৎসর। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের সহিত এই নবেম্বর মাসে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ভারত, চিন, জাপান ও আমেরিকা পরিদর্শন পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন।

গোহত্যা নিবারণ চেষ্টা—ভারতের কয়েকটী দেশহিতৈষী কৃতবিদ্য মুসলমান মক্কায় তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের উদ্‌যোগে তথায় ভারতে গোহত্যা নিবারণার্থ এক সভা স্থাপিত হইয়াছে। মুসলমান ধর্ম্মের জন্মস্থান মক্কা হইতে এই সাধু চেষ্টা হইলে অনেক সুফল দর্শিতে পারে।

সংবাদপত্র ও নারীগণ—লণ্ডনে সংবাদ পত্রের সহিত সংসৃষ্ট ১৮০০০ রমণী আছেন। তথায় সংবাদপত্র লেখা শিখাইবার জন্য একটী স্ত্রী বিদ্যালয় হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতি বর্ষে ২০০ ছাত্রী শিক্ষিত হইয়া বাহির হইতেছেন।

বাল্য বিবাহ—বাল্য বিবাহের কুফল নিবারণার্থ সমুদায় ভারত ব্যাপিয়া বিশেষ চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইতেছি। দাক্ষিণাত্যের হিন্দুসমাজ এবং মধ্য ভারতের মুসলমান সমাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট আইনের শাসন প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুসমাজের ন্যায় ভদ্র মুসলমান সমাজে একটী সুপ্রথা আছে, তাহাদের মধ্যে কন্যা অল্পবয়সে বিবাহিত হইলেও যত দিন বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, ততদিন স্বামিগৃহে প্রেরিত হয় না।

লক্ষ্ণৌয়ের স্ত্রী ডাক্তার বিবী ম্যানসেল ও ৫৫টী স্ত্রী ডাক্তার গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন করিয়া জানাইয়াছেন, ১৪ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা বালিকাকে স্বামীর ঘর করিতে দেওয়া উচিত নহে।

যেরূপ দেখা যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে শীঘ্র কোন প্রকার আইন করিবেন। সমাজ-হিতৈষীগণ এই বেলা সমাজের কুরীতি সংশোধনে সচেষ্ট হউন্‌।

সহধর্ম্মিণী।

স্ত্রীর জায়া ও পত্নী প্রভৃতি অনেক গুলি নাম আছে, তন্মধ্যে একটী নাম সহধর্ম্মিণী। এই নাম কেন হইল? তথ্য অনুসন্ধান করিতে গেলে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক কয়েকটী সার উপদেশ লব্ধ হয়। "স্ত্রীশিক্ষা" শব্দ শুনিলেই পাঠক পাঠিকার মনে হঠাৎ যে অর্থের উপলব্ধি হয়, সে অর্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করি নাই—অর্থাৎ এই প্রবন্ধে বালিকা বিদ্যালয়ের পোষকতার কোন কথা বলা হইবে না এবং পুস্তক বা পত্রিকা পাঠের উপকারিতাও প্রদর্শিত হইবে না।

নামটী শাস্ত্র মূলক। শাস্ত্রকারগণ যে অভিপ্রায়ে ঐ নাম প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন, সে অভিপ্রায় নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য নহে। অল্প অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, চিত্তক্ষেত্র জ্বলিয়া থাকিলে তথায় ধর্ম্মাঙ্কুর উদ্গত হয় না। ধর্ম্মকার্য্য সকল পবিত্র প্রীতিবীজের শুভময় ফল। সুতরাং তদুদ্দেশে শাস্ত্রকারগণ বিধি প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন—"সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।" স্ত্রী স্বামিকৃত ধর্ম্ম কর্ম্মের অর্দ্ধ ফলভাগিনী হন। সেই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন,—"শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা।" পুরুষ স্ত্রীর সাহায্যেই নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয় এবং স্ত্রীরা সহজে পুরুষকৃত ধর্ম্মের ফলভাগিনী হয়, ইহা দেখিয়া ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন, স্ত্রী সহধর্ম্মিণী।

প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হওয়া শিক্ষাসাপেক্ষ। কেবল পুস্তক ও পত্রিকা পাঠে যথার্থ সহধর্ম্মিণীত্ব লাভ করা ও করান যায় না। কিরূপ শিক্ষায় যথার্থ সহধর্ম্মিণী হওয়া যায়? এবং স্ত্রীকে প্রকৃত সহধর্ম্মিণী করিবার জন্য কিরূপ শিক্ষা প্রদান করা উচিত? তাহা আমাদেরই শাস্ত্রকারগণের পুস্তক মধ্যে লিখিত আছে। দক্ষদুহিতা সতী ও গিরিরাজকন্যা উমা, ইঁহারা ভিখারী মহাদেব কর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়া পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও স্বয়ং ভিখারিণী হইতে অনিচ্ছুক হন নাই, এক দিনের জন্যও কষ্ট বোধ করেন নাই। দানব-দুহিতা শচী দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়তমা গৃহিণী হইয়া সপ্ত স্বর্গের ঈশ্বরী হইয়াছিলেন, অথচ তাঁহার পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী কেহই সে সময়ে পাতাল প্রবেশ করিয়াও নিরাপদে থাকিতে পারেন নাই। শাস্ত্রকারগণের নির্দ্দিষ্ট এই দুইটী আখ্যায়িকার মধ্যে যথেষ্ট সহধর্ম্মিণীত্ব শিক্ষার উপায় উপদিষ্ট আছে।

বিশেষ মনোযোগ সহকারে ঐ দুইটী আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দাও। স্ত্রী যাহাতে বুঝিতে পারে ও বিশ্বাস করে, "মা, বাপ, ভাই, ভগিনী ইহাঁদের সম্পদ, বিপদ, আমার সম্পদ, বিপদ নহে। স্বামীর সম্পদেই আমার সম্পদ, স্বামীর বিপদেই আমার বিপদ। বাপের বাড়ী বাড়ীই নহে; শ্বশুর বাড়ীই বাড়ী।" তাহার চেষ্টা কর। ক্রমে দেখিবে, তোমার স্ত্রী সহধর্ম্মিণী নামের সার্থক্য অধিকার করিতে সমর্থা হইবে।

আর একটী শিক্ষা আছে, তাহাও শাস্ত্রমূলক এবং উহা তোমারই অধীন। শাস্ত্রটী প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে,—"সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।" ধর্ম্ম, কর্ম্ম যাহা কিছু করিবে, সমস্তই স্ত্রীর সহিত এক যোগে করিবে। স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী ভাবিয়া তাহার সহিত মন খুলিয়া পরামর্শ করিও। সে বুঝুক বা না বুঝুক বলিতে ও গল্প করিতে অবহেলা করিও না। মনেও স্থান দিও না যে, সে তোমার কথা বুঝিবে না। সে ত বালিকা, তাহাতে আবার লেখা পড়া জানে না, তাহার সহিত আর কি কথা বলিব, এরূপ ভাব যেন তোমার মনে কখনও স্থান না পায়। যখন যা মনে আসিবে, তখন তাহাই বলিবে। ক্রমে দেখিতে পাইবে যে, সেই অশিক্ষিতা বালিকা তোমার সমস্ত কথার উদ্দেশ্য বুঝিতেছে এবং সময়ে সময়ে তোমার শত শত পুস্তক পাঠের ফল স্বরূপ ব্যাবহারিক জ্ঞানের মধ্যে লুক্কায়িত দুই একটী ভুল বাহির করিয়া দিতে সমর্থা হইয়াছে। এইরূপ সদ্ব্যবহাররূপ শিক্ষা অতি সাবধানে প্রদান করিতে হয়। অনৃতবাদী, ধূর্ত্ত ও নিরবচ্ছিন্ন স্বার্থপর স্বামী এ শিক্ষার গুরু হইবার অনুপযুক্ত।

মহাগুরু স্বামী উল্লিখিত শিক্ষা ব্যতীত আরও কয়েকটী শিক্ষা দিতে পারেন। সেগুলিও শাস্ত্রমূলক। তাহার একটী এই—"পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ"

শাস্ত্রের এই উপদেশ স্মরণ রাখিয়া স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয় অপেক্ষা অধিক সম্মানে রাখিও। সমাদর ও যত্ন করিও। সময়ে সময়ে যথাযোগ্য গৌরব প্রদর্শন করিও। অপরের সমক্ষে তাঁহার অত্যল্প ত্রুটীরও উল্লেখ করিও না। ত্রুটী দেখিলে মিষ্ট বাক্যে ত্রুটীর অবস্থা বুঝাইয়া দিও। পিত্রালয়ে যত্ন এবং সমাদর পাওয়া সহজ, কিন্তু তথায় সম্মান পাওয়া সহজ নহে। এই সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার সম্মানের প্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখা উচিত। এই সকল একত্রিত হইলে অর্থাৎ যত্ন সমাদর সম্মান ও গৌরব এ সকল যথোচিতরূপে প্রদর্শিত হইতে থাকিলে তাহার বলে সেই নবাগতা বালিকা তোমার সহধর্ম্মিণী পদ অধিকার করিতে চেষ্টিতা হইবেন। উল্লিখিত কয়েকটীর অনুষ্ঠান ব্যতীত নবাগতা বধূর শ্বশুরালয়ে মন বসাইবার উৎকৃষ্ট উপায়ান্তর নাই। উল্লিখিত

অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত শিক্ষা প্রদান আরম্ভ করিলে এবং উদাহরণ দ্বারা উল্লিখিত শিক্ষার মর্ম্ম তাঁহার হৃদ্বোধে আরোহিত করাইতে পারিলে, তখন সেই অনক্ষরা বালিকা তোমার প্রতি অনুরাগবতী হইবে, তোমার মন কি চায়, কোন্ দিকে তোমার বিশেষ অনুরাগ, তাহাও তখন বুঝিয়া লইবে এবং আপনার মনকে তোমার মনের অনুরূপ করিবার চেষ্টা করিবে। যখন এতদূর অগ্রগামিনী হইবে, তখন আর সে তোমার ইচ্ছার প্রতিকূলা হইবে না, কাম্য কর্ম্মের ব্যাঘাতিকা হইবে না, বরং তোমার মনোমত অনুষ্ঠানের সহায়া হইয়া সহধর্ম্মিণী নামের সার্থক্য সাধন করিবে।

উদাসীনের চিন্তা।

উপদেশ এবং জীবন।

একদিন কোন রমণী বলিলেন "দেখুন ক—বড় মুখরা হয়ে চল্ল, ঝি চাকরের সঙ্গে সর্ব্বদা ঝগড়া করিয়া থাকে, আমি খুব শাসন করেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। বলুন, কি উপায়ে ইহাকে ভাল করি"। আমি তখন কন্যাটীকে নিকটে ডাকিয়া সুমিষ্ট ভাষায় তিরস্কার করিলাম, তৎপরে স্বভাব সংশোধন জন্য উপদেশ দিলাম। এই ঘটনার কিয়দ্দিন পরে আবার সেই রমণীই কোন দোষের জন্য চাকরকে ভৎসনা করিতে ছিলেন। ক—ও সেখানে দাঁড়াইয়া মায়ের সে ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিতেছিল। আমি তখন বুঝিলাম কেন মুখরা হইতেছে। আমি রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম" দেখুন আপনার মেয়ের স্বভাব কখনও ভাল হইবে না। আপনি যদি দাস দাসীর প্রতি সদ্ব্যবহার না করেন, তাহা হইলে, সন্তানগণ কখনও তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে না। আপনি আপনার স্বভাবের সংস্কার করুন, দেখিবেন সন্তানদিগের জন্য বড় একটা ভাবিতে হইবে না।" এই কথার প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন "আমাকে সমস্ত গৃহ কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। আপনি চাকরদিগের স্বভাব বিলক্ষণ জানেন। তাহারা উপযুক্তরূপে শাসিত না হইলে কর্ত্তব্য করিতে চায় না। যদি তাহাদিগের অলসতার জন্য তাহাদিগকে কিছু না বলা যায়, তাহা হইলে গৃহকার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে না। আমি যদি একটু শিথিল হই, এবং চাকরদিগকে কিছু না বলি, তাহা হইলে অনেক কাজ পড়িয়া থাকে। কিন্তু ক—কে আরত তাহা করিতে হয় না, তবে কেন সে এরূপ দুর্ব্বাক্য ব্যবহার করিবে? আমি তখন

বিষম সমস্যায় পড়িলাম। একদিকে দৃষ্টান্তে সন্তানের চরিত্র গঠনের বিঘ্ন এবং মায়ের চরিত্র দোষ, অন্যদিকে গৃহকার্য্য সম্পাদনের বাধা এই উভয় সঙ্কট হইতে কিরূপে উদ্ধার পাওয়া যায়, তাহারই ভাবনা ভাবিতে লাগিলাম। কর্ত্তব্যের প্রতি উদাসীন ভৃত্যদিগকে শাসন করিতেই হইবে, কিন্তু রূঢ় ভাষায় তিরস্কার না করিয়া অন্য উপায়ে এ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে কিনা? কিছু অর্থদণ্ডই আমার নিকট প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হইল, ভৃত্যগণ অল্প বেতন পাইয়া থাকে, এইরূপ অর্থদণ্ড হইলে তাহারা কাজ করিতে রাজী হইবে কেন?

এদেশে শিক্ষিত কিংবা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকদিগের কাজ পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু ভৃত্যদিগের কাজের অভাব নাই, সুতরাং তাহারা কাজ ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইবার জন্য একটুকুও ইতস্ততঃ করিবে না। তিরস্কার অনেক ভৃত্যের পক্ষে জল ভাতের ন্যায় সাধারণ, কিন্তু অর্থদণ্ড তাহারা সহ্য করিতে পারে না। যাহাদের নিকট তিরস্কার জল ভাত তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিলেও কোন ফল হয় না। অথচ সন্তানগণ অনুকরণ করিয়া মুখরা হইয়া পড়ে এবং যিনি সর্ব্বদা এরূপ তিরস্কার করিয়া থাকেন, তাঁহারও ক্রোধ প্রবৃত্তি পরিপুষ্ট হইতে থাকে। সুতরাং বহুদোষের আকর এই তিরস্কার করার অভ্যাস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। তবে ভৃত্যদিগকে শাসন জন্য অর্থদণ্ড করিয়া সময় সময় ক্ষমা করিলে কোন দোষ জন্মিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন আর কি কি সদুপায় হইতে পারে, তাহা বিচক্ষণ গৃহস্বামী ও গৃহিণীর চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য।

(গত বারের শেষ।)

স্বামীর শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখাও স্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহাতে স্বামীর স্বাস্থ্য সুনিয়মে রক্ষা হয়, অতিশ্রমে কি হীনশ্রমে, আহার নিদ্রা প্রভৃতি দৈনিক কার্য্যের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তিনি স্বাস্থ্যহীন না হন, স্ত্রী সে দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। এখনকার অনেক যুবক মানসিক শ্রমের অনুরোধে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি অমনোযোগী, ইহারই ফলে রোগগ্রস্ত, অল্পায়ু প্রভৃতি হইয়া দারুণ দুর্ঘটনা ঘটাইতেছেন, তাঁহাদের স্ত্রীগণ যদি এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন করেন, তবে এরূপ হইতে পারে না।

আর একটী কথা না বলিয়া উপস্থিত বিষয়টী শেষ করিতে পারি না। স্ত্রী স্বামি-প্রদত্ত সদুপদেশ সকল যথা নিয়মে

পালন করিবেন। স্বামীর নিকট সর্ব্বদা বাধ্যতা দেখাইবেন। যে কার্য্যে স্বামী প্রীত হন, সে কার্য্য সাধন করিবেন। স্বামীর হৃদয় মন ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে যত্নবতী হইবেন। বিবাহ ক্রিয়া ধর্ম্মমূলক। অতএব স্বামীর জন্য ধর্ম্মার্থে স্ত্রী সকল কষ্টই অকাতরে সহিবেন। স্বামী স্ত্রীর প্রভু, শিক্ষক ও বন্ধু। স্ত্রী স্বামীকে ভক্তি সম্মান ও প্রীতি দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। স্ত্রী, স্বামীর এরূপ আনন্দদায়িনী হইবেন যেন সকল অবস্থাতেই তিনি স্বামীর হৃদয়ে সুখ ও শান্তি প্রদান করিতে পারেন।

পরিবারগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করা বিবাহিতা স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য। শ্বশুর শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনগণও পিতা মাতার ন্যায় ভক্তি ও সম্মানভাজন। তাঁহাদিগের আদেশ পালন, তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা, তাঁহাদিগের সহিত সর্ব্বদা বিনীতভাবে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সেকালে "বৌমা" ঘরে আসিলে শ্বাশুড়ী আনন্দ রাখিবার স্থান পাইতেন না। "বৌমা" তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতেন। কিসে তাঁহারা সুখে সচ্ছন্দে থাকিবেন, কিসে তাঁহাদের সন্তুষ্টি সাধন হইবে "বৌমা" দিবারাত্রই প্রায় সেই ভাবনা ভাবিতেন। আজি কালি বিলাসিতার ছড়াছড়ির দিনে "বৌমা"র অত ত্যাগস্বীকার হইয়া উঠে না। আজ কাল "বৌ" ভাবেন, তাঁহার বয়সে অমন নরম হাত দিয়া মাটীর কাজ, আগুণের কাজ, যত ছোট লোকের কাজ, সেতো হইতেই পারে না। তার উপরে আজিকার দিনে মাথায় সিঁথি কাটিয়া দুপাশের চুলে পেথম ধরাইয়া একটু সুগন্ধি এসেন্স গায়ে মাখিয়া যে বেড়াইতে না পারিল, যে বাল্যকালে লেখা পড়া শিখিয়া তরুণ বয়সে জলের ঘড়া কাঁখে তুলিল, তার জীবনই বিফল! ওসব কাজ একদিন অশিক্ষিতা, অহৃদয়া, ভ্যানভেনে, পাকা চুলে শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীরই সাজে (!!) "বৌমা" কাজে কর্ম্মে আমার মত হউক, এই চাহেন শ্বাশুড়ী; আর ময়ূর পাখীটির মত সাজ গোজ করিয়া বেড়াইব, এই চাহেন বৌমা! ইহার জন্যেই এখনকার দিনে শ্বাশুড়ী বৌয়ে এত অবনীব। ইহার জন্যেই পুত্রবধূ "সহুরে মেয়ে" হইলে শ্বাশুড়ী ভয়ে আড়ষ্ট! বধূ যদি ত্যাগস্বীকার করিয়া আপনাকে শ্রমশীলা ও সেবাপরায়ণা করিতে পারেন, তবে এ অশান্তি দুদিনেই ঘুচিয়া যায়। এ বিষয়ে তাঁহারা পূর্ব্বতন মহিলাগণের আদর্শ গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা আমাদের মত দু'পাতা বই পড়িতে ও দু'কলম হাতে লিখিতে না পারিলেও আমাদের অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, তাঁহাদের নিঃস্বার্থ ভাব, তাঁহাদের শ্রমশীলতা, প্রাণপণে শিক্ষা করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

ভাশুর-পত্নী, জ্যেঠা ননন্দা প্রভৃতিও গুরুজন, তাঁহাদের প্রতিও গুরুজনের

ব্যবহার করা উচিত। দেবর, কনিষ্ঠা ননন্দা প্রভৃতি বয়ঃকনিষ্ঠ ও সম্পর্ককনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের প্রতি স্নেহ মমতা প্রদর্শন করিবেন। যে ভাবে নিজের কনিষ্ঠ ভাই ভগ্নীকে দেখিয়াছেন তাহাদিগকেও সেইভাবে দেখিতে হইবে।

পারিবারিক বন্ধনের মূলমন্ত্র ভালবাসা। যিনি যে প্রকৃতির লোকই হউন, একজন যদি তাঁহাকে বাস্তবিক ভালবাসে, তবে তিনি তাহার প্রতিদান না দিয়াই থাকিতে পারেন না। যদিও দৈবাৎ ইহার ব্যতিক্রম দেখা গিয়া থাকে, কিন্তু সে অতি অল্প। আমরা ব্যক্তি বিশেষের কথার উল্লেখ করিতেছি না। সাধারণতঃ ভালবাসা দিলেই পায়। তাই বলিতেছি, ভগিনি! তুমি তোমার গৃহের সকলকেই ভালবাসিতে শিখ, ধৈর্য্য ও নম্রতা তোমার কণ্ঠভূষণ হউক, তুমি আপনার সুখ দুঃখের প্রতি সর্ব্বদা চক্ষু না রাখিয়া পরের সুখ দুঃখে সহানুভূতি দেখাও, দেখিবে তোমার সংসারে কখনই বিরক্তি আসিবে না।

রমণী প্রিয় বাক্যে ও বিনম্র ব্যবহারে গৃহের সকলকে বশীভূত করিবেন। উদ্ধতস্বভাবা ও অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রীলোক সংসারের চক্ষুশূল। তাঁহার অন্যান্য বিষয়ে সহস্র গুণ থাকিলেও তিনি যদি অপ্রিয়বাদিনী ও উদ্ধতস্বভাবা হন, তবে কখনই সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিবেন না।

গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা হওয়া বিবাহিতা স্ত্রীলোকের তৃতীয় কর্ত্তব্য। গৃহকর্ম্ম শিক্ষা করা অতি প্রয়োজনীয়। মানবের সকল সুখ ও আরামের স্থান গৃহ। সে স্থানটী পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন হইবে, ক্ষুধার সময়ে আত্মীয়স্বজনকৃত সুস্বাদু আহার্য্য পাওয়া যাইবে, তৃষ্ণার সময়ে তাঁহাদিগের প্রদত্ত সুবাসিত সুনির্ম্মল পানীয় পাওয়া যাইবে, পরিশ্রান্ত হইলে শুশ্রূষা পাওয়া যাইবে, রোগের সময়ে উপযুক্ত পরিচর্য্যা মিলিবে, ইত্যাদি সুখ ও আরাম সকলেরই প্রার্থনীয়। গৃহের স্ত্রীলোকেরা অলস বা গৃহকর্ম্মে অপটু হইলে সেখানে কখনই কেহ উপযুক্ত সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না, এবং সুখ ও আরামের আকর স্থান গৃহই কত বিরক্তি ও যন্ত্রণার কারণ হইতে থাকে! ইহা প্রতি স্ত্রীলোক স্মরণ রাখিবেন।

গৃহকর্ম্মে সহরবাসিনী অপেক্ষা পল্লি-গ্রামস্থা স্ত্রীলোকেরা অনেক শ্রেষ্ঠ। বাল্যকালে গৃহকর্ম্মে অভ্যস্ত না হওয়াই সহরবাসিনীদিগের গৃহকর্ম্মানভিজ্ঞতার মূল। কিন্তু যত্ন ও চেষ্টা করিয়া তাঁহা-রাও যে অল্পদিনে গৃহকর্ম্মে সুদক্ষতা লাভ করিতে পারেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

প্রত্যেক রমণী আলস্যবিরহিতা হইয়া যত্ন ও আয়াস স্বীকার করিয়া সকল প্রকার গৃহধর্ম্ম শিক্ষা করিবেন। কি করিয়া গৃহ সুনিয়মের অধীন রাখা যায়, কি করিয়া গৃহকর্ম্মে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করা যায় কিরূপে কোন্ কর্ম্ম

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে সাধিত হয় এইগুলি অগ্রে শিক্ষা ও অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে গৃহকর্ম্ম "আপদ বালাই" বোধ হইবে না। অনেক স্ত্রীলোক এরূপ আছেন যে গৃহকর্ম্মের ন্যায় বিরক্তিজনক আর কিছুই দেখেন না। ইঁহাদিগের ব্যবহার দেখিলে হাসিকান্না দুইই আইসে। আমরা এক বঙ্গীয় ধনী পরিবারের কথা শুনিয়াছি, যে দিন তাঁহাদের পাচক পাচিকা অনুপস্থিত থাকে, সে দিন ঘরে উনান জলে না, বাজারে জল খাবার বন্দোবস্ত করা হয়। সেই সকল ক্রীত জিনিস যদি কোন রকম খারাপ হয়, তবে সকলে মিলিয়া খাঁটি উপবাস করিতে বাধ্য হন! এই পরিবারে চারি পাঁচটী স্ত্রীলোক আছেন, (সৌভাগ্যেই হউক আর দুর্ভাগ্যেই হউক), ইঁহারা গৃহকর্ম্মকে বাঘের ন্যায় ভয় করেন, তাই এমন দশা হইয়াছে। যদি অধিকাংশ বঙ্গবাসীর ঘরে এই রকম গৃহলক্ষ্মীগণ আবির্ভূত হন, তবে যে কি অবস্থা হয়, শুধু গৃহ নয় দেশের অবস্থাও কি হয়, আমাদের সকলেরই তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত।

সুকন্যা, সুকর্ম্মা, সুমাতা ও সুগৃহিণী হওয়াই নারীজীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকের ইহাই প্রধান শিক্ষণীয়। সকল বিবাহিতা স্ত্রী সুভার্য্যা হইয়া সময় যাপন করিবেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে সুমাতা ও সুগৃহিণী হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। তাহা হইলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন হইবেক।

প্রবন্ধের উপসংহার কালে আমরা মহাভারতের দান ধর্ম্ম হইতে ভার্য্যাধর্ম্ম বিষয়ক একটী শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না :—

"অগ্নিকার্য্যপরা নিত্যং সদা পুষ্পবলিপ্রদা।
দেবতাতিথিভৃত্যানাং নির্বাপ্য পতিনা সহ॥"

অর্থাৎ যে স্ত্রী রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত, যিনি ইষ্টদেবতার উদ্দেশে পুষ্প নৈবেদ্য প্রদান করেন, এবং যিনি পতির সহিত একপ্রাণ হইয়া দেবারাধনা করেন, এবং অতিথি অভ্যাগত ও ভৃত্যগণকে পরিতৃপ্ত করেন, তাঁহাকেই ভার্য্যা বলে।

এই উপদেশ বিবাহিত স্ত্রীলোকের পক্ষে অমূল্য। তিনি ইহার গুরুত্ব অনুভব করিয়া যথাসাধ্য ইহা প্রতিপালন করিবেন।

হিন্দু গৃহে সাধারণতঃ বালিকাবিবাহই প্রচলিত। বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যগুলি যে কিরূপ গুরুতর ও বালিকাদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়া যে কিরূপ কঠিন তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। অতএব প্রত্যেক অভিভাবিকার কর্ত্তব্য যে বালিকাদিগকে এই সকল বিষয় যথোচিত শিক্ষা দান করেন। তাহা হইলে তাহারা অবশ্য শিখিতে পারিবেক। এ দেশীয় বালিকাদিগের প্রকৃতি যেরূপ মৃদু ও কোমল, তাহাতে এরূপ আশা বোধ হয় "অসঙ্গত" নহে।

দেশাচার।

৪র্থ সংখ্যা।

প্রাচীন গ্রীসের আচার ব্যবহার—ইহারা ক্রীড়া বা ব্যায়াম বড়ই ভালবাসিত। সরকারী ব্যায়ামশালায় ব্যায়ামাভ্যাস ইহাদিগের প্রধান ক্রীড়া ছিল। সরকারী ব্যায়ামশালা এইরূপে নির্ম্মিত হইত; প্রথমতঃ একটী প্রশস্ত স্থান প্রাচীর দ্বারা আবৃত করিয়া তন্মধ্যে একটী চতুষ্কোণ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইত। উহার মধ্যে মধ্যে তরুশ্রেণী থাকিত ও স্থানে স্থানে উহা স্তম্ভ দ্বারা সজ্জিত হইত। এই অট্টালিকায় স্নানাগার ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয় থাকিত। ভিন্ন ভিন্ন ব্যায়াম শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানও থাকিত। এথেন্স নগরে এইরূপ তিনটী ব্যায়ামাগার ছিল। উহার নাম "একাডেমী", "লিসিয়ম্" ও "সিনোসার্গিস্"।

যুবকেরা অষ্টাদশ বৎসরের পর বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র স্থানে ব্যায়াম শিক্ষা করিত। সরকারী ব্যায়ামাগারে বালকেরা সাধারণতঃ অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারিত। ইহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষক থাকিত। ভবিষ্যতে কাহারও সৈনিক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা থাকিলে বিবেচনামত স্বতন্ত্র ব্যায়াম চর্চ্চা করিতে হইত। অপরাহ্ণে এই ব্যায়ামাগারের বারাণ্ডাতে ক্রীড়া দেখিতে ও তর্কবিতর্ক করিতে অনেকানেক দার্শনিক, তার্কিক, পণ্ডিতগণ আসিতেন; তজ্জন্য বিস্তর লোকও জমিত।

হেঁয়ালীর উত্তর দেওয়া ইহাদের আর একটী আমোদ ছিল। যে ইহার ঠিক্ উত্তর দিতে পারিত, তাহাকে মিষ্টান্ন, ফুলের মালা ও চুম্বন উপহার দেওয়া হইত। আর যে ঠিক্ উত্তর দিতে অক্ষম হইত, তাহাকে জল না দিয়া খাঁটি মদ শাস্তিস্বরূপ পান করিতে হইত। "কোটাবস" নামক ইহাদিগের আর এক প্রকার খেলা ছিল, উহাতে একটী ছোট পাত্র একটী বড় পাত্রের উপর রাখিয়া তাহাতে মদ ঢালিয়া দিতে দিতে উহা নীচে পড়িয়া যাইত। আর এক প্রকার ক্রীড়া ছিল উহা কতকটা আমাদিগের শতরঞ্চ খেলার ন্যায়। মুরগী ও কোকিলের লড়াই সমস্ত গ্রীসে প্রচলিত ছিল। মেয়েরা ঘুটি খেলিত।

এই সমস্ত ছাড়া ছুটীর সময় ইহাদের আরও নানাপ্রকার ক্রীড়া ছিল। ইংরাজদিগের ন্যায় ইহাদিগের সপ্তাহে সপ্তাহে ছুটী ছিল না। ছুটীর এক একটী সময় আসিত, ঐ সময়ে একবারে ২।৩ দিন ছুটী হইত। ঐ ছুটীতে দেব দেবীর পূজা, বলিদান, তদনন্তর নৃত্য গীত, ভোজ, কুস্তি ব্যায়াম প্রভৃতি নানারূপ আমোদ প্রমোদ হইত। এই সময়

ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করা হইত। গ্রীসে ৪টী প্রধান উৎসব ছিল। তাহার ২টী দুই বৎসর পরে, একটী ৩ বৎসর ও অন্য ১টী চারি বৎসর পরে পরে হইত। যে উৎসবটী চারি বৎসর অন্তর হইত, উহার নাম "ওলিম্পিক্"। অল্পাকারে আরম্ভ হইয়া ক্রমশ এই মেলা বৃহদায়তন হইয়াছিল। প্রথমে এখানে দৌড়াদৌড়ী, ঘুসাঘুসী, ঘোড়দৌড়, রথ চালন, প্রভৃতিরও প্রতিদ্বন্দিতা হইত। এই সকল প্রতিদ্বন্দিতায় জয়ী হইয়া পুরস্কার লাভ করা গ্রীকদিগের একটী প্রধান লক্ষ্য ছিল। "ওলিম্পিক্" মেলায় পুরস্কার প্রার্থীরূপে যে সকল লোক মনোনীত হইত, তাহাদিগকে স্বতন্ত্র ভাবে ব্যায়াম শিক্ষা করান হইত। "ওলিম্পিক্" মেলায় পুরস্কার পাইলে জনসমাজে শীঘ্রই তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি ও প্রধান্য স্থাপিত হইত। এমন কি কখন কখন উক্ত ব্যক্তি রাজকীয় প্রধানপদারূঢ়ও হইতে পারিত। যে গ্রামের লোকে পুরস্কার পাইত, তাহার নাম চিরস্থায়ী হইয়া থাকিত। বিজয়ী ব্যক্তিকে প্রথমে রথারোহণে রাজধানীতে যাইতে হইত, সেখানে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ ফুলের মালা প্রভৃতি তাহাকে উপহার দিতেন ও অভিনন্দন পত্রও প্রদান করিতেন। এই মেলায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতিনিধিগণও আসিতেন। তাঁহারা দেবতার নিকট বলি দিয়া, সেই মাংসে ভোজ দিতেন। এই মেলাটী গ্রীকদিগের সর্ব্বপ্রধান আমোদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল।

অন্য মেলা তিনটীর নাম পিথিয়ান্, নিমিয়ান্ ও ইস্থমিয়ান্ ওলিম্পিক্ মেলার ন্যায় সে সকল মেলাতে এত সমারোহ ছিল না; নাটকাভিনয় তাহাদিগের একটী প্রধান আমোদ ছিল। বৎসরে তিন চারিবার অভিনয় হইত। প্রত্যেক বার ৫।৬ দিন করিয়া থাকিত। প্রথম ইহার জন্য টিকিটাদি ছিল না, পরে অধিক লোকের সমাগম হওয়াতে ধনী ও মধ্যবিত্তদিগের জন্য টিকিট হইয়াছিল। যাহাতে প্রতি বৎসর ভাল ভাল নাটক রচিত হয়, তজ্জন্য গ্রীসে একটী পুরস্কার দেওয়া হইত। সেই জন্য সময় সময় কবিদিগের মধ্যেও প্রতিদ্বন্দিতা উপস্থিত হইত। দেশের ধনীলোকগণ অভিনেতাদিগের ব্যয়ভার বহন করিতেন।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

বৈদিক সময়।

৩৬ সূর্য্যা।

সূর্য্যা-প্রণীত ঋগ্বেদের অনুবাদ গত সংখ্যায় কতক প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ঋক্‌গুলির অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

হে অশ্বিদ্বয়! যখন তোমরা বর হইয়া সূর্য্যাকে গ্রহণ করিতে নিকটে গমন করিলে, তখন তোমাদিগের এক খানি চক্র কোথায় ছিল? তোমরা পথ জানিবার উদ্দেশে কোন্ স্থানে দণ্ডায়মান ছিলে? ১৫।

কালে কালে অগ্রসর হয়, এরূপ চক্র দ্বয়ই, বিখ্যাত আছে। ইহা স্তোতৃগণও জানেন। এ প্রকার গোপনীয় আর এক চক্র আছে। বিদ্বাংসেরা তাহা অবগত। ১৬।

সূর্য্যা ও দেবতাগণ, মিত্র ও বরুণ, প্রাণিবৃন্দের মঙ্গল কামনা করেন। ইহাঁদিগকে প্রণিপাত করি। ১৭।

এই শিশু-যুগল, ক্ষমতা প্রভাবে পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিচরণ করেন। ইহাঁরা ক্রীড়া করিতে করিতে যজ্ঞে যান। এক জন (চন্দ্র), ভুবনে ঋতুর ব্যবস্থা করিতে করিতে সংসার দেখিতেছেন। দ্বিতীয় (সূর্য্য), ঋতুগণ বিধান করিতে করিতে বার বার জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮।

সেই সূর্য্য, দিবসের পতাকা (বিজ্ঞাপক); তিনি প্রতিনিয়ত অভিনব হইয়া প্রভাতের অগ্রে আইসেন। আসিয়া দেবতাদিগকে যজ্ঞাংশ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। চন্দ্র, দীর্ঘ পরমায়ু প্রদান করেন। ১৯।

হে সূর্য্যা! তোমার পতি-ভবন গমনোপযোগী শকটে সুচারু পলাশ তরু ও সুদৃশ্য শাল্মলী দ্রুম রহিয়াছে। ইহার মূর্ত্তি অত্যুত্তম; দীপ্তি, কণক সদৃশ। উহা উৎকৃষ্টরূপে পরিবেষ্টিত। উহার চক্র, মনোহর। উহা আনন্দ-ভবন। তুমি নিজ স্বামীর আলয়ে বহুল উপহার লইয়া যাও। ২০।

হে বিশ্বাবসু! এই স্থল হইতে উঠ। কেন না এই নারীর উদ্বাহ ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্তুতি উচ্চারণ দ্বারা বিশ্বাবসুকে স্তব করি ও নমস্কার করি। জনকাবাসে আর যে কোন কন্যা, উদ্বাহলক্ষণাক্রান্তা হইয়া রহিয়াছে, তাহার সন্নিধানে যাও। সেই কন্যা, তোমার ভাগস্বরূপ সমুদ্ভূত হইয়াছে। তদ্বিষয় জ্ঞাত হও। ২১।

বিশ্বাবসু! এই স্থল হইতে গাত্রোত্থান কর। তোমাকে প্রণাম করিয়া পূজা করিতেছি। অনূঢ়া, সুশ্রী, অপর কামিনীর সদনে গমন কর। তাঁহাকে পত্নী করিয়া পতির সহবাসকারিণী কর! ২২।

আমাদের বন্ধু বান্ধবেরা, যে পথ দিয়া পরিণয়ার্থ কন্যা প্রার্থনা করিতে গিয়া থাকেন, সেই মার্গ, যেমন নিষ্কণ্টক ও (সুগম) হয়। ভগ ও অর্য্যমা আমাদিগকে উত্তম রূপে লইয়া যাউন। দেবগণ যেন স্বামী স্ত্রী পরস্পর উৎকৃষ্ট ভাবে গ্রথিত হয়। ২৩

হে কন্যা! অভিরামাকৃতি সূর্য্যদেব, যে বন্ধনে তোমাকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তোমাকে সেই বরুণের বন্ধন হইতে উন্মোচন করিতেছি। যাহা সত্যের আধার, যাহা সৎকর্ম্মের আবাস-ভূমিস্বরূপ, এই প্রকার স্থানে নির্ব্বিঘ্নে তোমাকে তোমার ভর্ত্তার সঙ্গে-সংস্থাপিত করিতেছি। ২৪।

এই রমণীকে এই স্থান হইতে মোচন করিতেছি, অন্য স্থল হইতে নয়। অমর স্থানের সঙ্গে ইহাকে শ্রেষ্ঠভাবে গ্রথিত করিলাম। হে বৃষ্টি বর্ষণকারী ইন্দ্র! ইনি যেন শুভাদৃষ্টশালিনী ও সর্ব্বোত্তম পুত্রবতী হন। ২৫।

ভুজে ধারণ পূর্ব্বক পূষা, এ স্থান হইতে তোমাকে লইয়া চলুন। অশ্বিদ্বয়, তোমাকে রথে বহন করুন। ভবনে গিয়া কর্ত্রী হও। তুমি সকলের প্রভু হইয়া আপন গৃহে কর্ত্তৃত্ব করিতে থাক। ২৬।

এই স্থানে সন্তান সন্ততি উৎপন্ন হইয়া তোমার আনন্দ প্রাপ্তি হউক। এই স্থানে সতর্ক হইয়া গৃহকর্ম্ম নিষ্পাদন কর, এই পতির সঙ্গে নিজ দেহের সম্মিলন কর। জরা অবধি তুমি আপন নিলয়ে প্রভুত্ব করিতে থাক। ২৭।

নীল ও লোহিত বর্ণ হইতেছে। ইহাতে অনুভব হয়, কৃত্যার (অর্থাৎ পাপ দেবতার) আক্রমণ হইয়াছে। এই ললনার জ্ঞাতিবর্গ প্রবর্দ্ধিত হইতেছে। ইহার স্বামী, নানা বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হইতেছে। ২৮।

সমল পরিধেয় পরিত্যাগ কর। স্তবপাঠক-কুলে বিত্ত বিতরণ কর। এই কৃত্যা, পাদযুক্তা হইয়াছে (চলিয়া গিয়াছে)। ভর্ত্তার সঙ্গে ভার্য্যা, এক হইয়া যাইতেছে। ২৯।

পতি যদি বধূর বসনে স্বীয় অবয়ব সমাচ্ছন্ন করিবার প্রয়াস পান, তবে এই কৃত্যা আক্রমণ করে, কান্তকায় হতশ্রী হইয়া পড়ে। ৩০।

(ক্রমশঃ)

পূজার ছুটি।

আবার ফিরে আস্‌ল ফিরে পূজার ছুটির দিন?
(তাই) মহোৎসবে মাত্‌ল সবে যুবক প্রাচীন!
স্কুলের ছেলে দলে দলে চক্ বাজারে যায়,
সখের জিনিস্ কিন্‌ছে কত সাধ মিটেনা তায়।
কিন্‌ছে কেহ নূতন সার্ট কিন্‌ছে কেহ বুট,
বাড়ী যেয়ে পুরাণ থুয়ে পর্‌বে নূতন স্যুট।
উকিল মোক্তার আমলা সবাই বাড়ীর কথা কয়,
বছর পরে যেতে ঘরে কার্ না মনে লয়?
ডাক্তার বাবুর পসার গেল একটা রোগী নাই,
মাথা গুঁজে ভাব্‌ছে বসি আমি কোথা যাই?
মাষ্টার বাবুর হাড় জুড়াল বাঁচল কিছু কাল,
রাখালীর দায় এড়াল সে ঘুচিল জঞ্জাল।
দোকানদারে বিকিকিনি চল্‌ছে অবিরল,
শ্বাস ফেল্‌বে (সে) সময় নাহি কখন খাবে জল?
মির্চ্ছিকিনেরা ডবল সুদে চাচ্ছে টাকা ঋণ,
টাকার খোঁজে ছুটাছুটি কর্‌ছে সারাদিন।
সখীনেরা চকে গিয়ে কিন্‌ছে ডাকের সাজ,
সাজাইবে প্রতিমারে বাড়ী যাবে আজ।
হাটে গিয়ে কলাকচু কিন্‌ছে কোন জন,
কুমড়া শশা কিন্‌ছে কেহ বুঝে প্রয়োজন।
মজা করে মাংস খাবে অজা কিন্‌ছে তাই,
পূজার আয়োজন বটে সন্দেহটা নাই।

মদের পিপা কিন্‌ছে কেহ আমোদ করা চাই।
কিছু নেশা না করিলে চল্‌বে কেন ভাই?
আতর গোলাপ কিনে কেহ কর্চ্ছে বাবুয়ানা,
পুতের নাম 'চন্দন বিলাস' মা পায় না টানা।
হাকিমেরা বাড়ী যাবে পিয়ন খোঁজে নায়,
ষ্টিমার ঘাটা ঘুরছে কেহ কলের গাড়ী চায়।
'লগেজ' করি জিনিস্ পত্র আন্‌ছে তাড়াতাড়ি,
ভোর্ হয়েছে গাড়ী ষ্টিমার কখন যায় গো ছাড়ি?
নৌকা করে যাচ্ছে যারা দাঁড়ে দিচ্ছে টান,
নেয়ে মাঝি গভীর রেতে যুড়ে দিচ্ছে গান।
নৌকা এসে লাগ্‌ছে ঘাটে ছুটে আস্‌ছে খোকা,
বাবা বলে ডাক্‌লো যাই ঘুচ্‌ল মনের ধোকা।
আদর করি হাত বাড়িয়ে কোলে নিয়ে তায়,
সোয়াগ ভরে বারে বারে মুখে চুমা খায়!
গিন্নী ঘরে ভেবে মরে কই আসিল পতি?
সকল জ্বালা দূর্ করিবে দেখে সে মুরতি।
না কহিতে এসে পড়্‌ল চোখে হল লাজ,
ঘোম্‌টা দিয়ে ঘরের গিন্নী বউ সাজিল আজ।
আড়্ নয়নে পতির পানে তাকায় বার বার,
পোড়া পতি মুখ তুলিয়ে চায়না একটী বার।
অবশেষে ভেঙ্গে ফেলি লজ্জা অভিমান,
সুধাইলা কিসে হলে এত কঠিন প্রাণ?
গিন্নী গেলা রান্না ঘরে উচাটন মন,
খায়নি পতি কর্‌ছে ত্বরা পাকের আয়োজন॥

বিবাহ।

কৃতবিদ্য যুবকগণের মুখে বিবাহ প্রথা সম্বন্ধে অনেক প্রকার আন্দোলন শুনা যায়। কেহ প্রশ্ন করেন, স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? অন্যে জিজ্ঞাসা করেন, বিবাহ প্রথার মূল কি? আবার অনেকেরই মুখে শুনা যায়, আমাদের দেশে যে কেহই অবিবাহিত থাকেন না, ইহাতে দেশের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। আমরা এরূপ কোন আন্দোলন তুলিতেছি না। আমাদের এই বিবাহ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য অন্যবিধ। এতদ্দেশীয় পূর্ব্বতন শাস্ত্রকারগণ বিবাহ কার্য্যকে সংস্কার সংজ্ঞা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন, বিবাহ প্রধান সংস্কার। বিবাহকার্য্য সংস্কার কেন? তাহারই যৎকিঞ্চিৎ এই প্রস্তাবে সমালোচিত হইবে।

দোষ পরিশোধন ও সংস্কার স্থান

কথা। বিবাহে দোষ পরিশোধন হইতে দেখা যায়, সেই কারণে বিবাহ এতদ্দেশের প্রধান সংস্কার বলিয়া গণ্য। বিবাহের দ্বারাই মানবের স্বার্থ বুদ্ধি পরিশোধিত হয়, হইয়া তাহা পরার্থের সহিত একীভূত হয়। স্বার্থকে পরার্থে মিশাইয়া দেওয়ার জন্যই বিবাহ প্রথা প্রচলিত এবং তাহাই বিবাহ শব্দের মুখ্যার্থ বা পূর্ণ লক্ষণ। অতএব বিবাহকার্য্যটী স্বার্থ পরার্থের সামঞ্জস্য বিধায়ক বলিয়া সংস্কার সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। কথাটী সূত্র সদৃশ বলিয়া একটী বিস্তীর্ণ টীকা রচিত হইতেছে।

টীকা।

মনুষ্য মাত্রেই স্বার্থপর। স্বার্থপরতা ধর্ম্মটী যে মানব জাতির সম্বন্ধে স্বাভাবিক, তাহা দুই একটী উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। বেদান্তবাদীরা অশেষ বিশেষ প্রকারে ঐ কথা প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,সমুদায় জগতের কেন্দ্র অহং বিন্দু। আমিই সব, আমি ছাড়া কিছু নাই। আমি চক্ষু মেলিলে সৃষ্টি, আমি চক্ষু মুদিলে প্রলয়। আমি যে পুত্র কলত্র ভাল বাসি তাহা আমারই জন্য, পুত্র কলত্রের জন্য নহে। আপনারই পরিতৃপ্তির জন্য, তাহাদের তৃপ্তির জন্য নহে। আমি আমারই জন্য দান ধর্ম্মের ও দয়াধর্ম্মের বশ্য হই, অন্যের জন্য নহে। আমি দুঃখীর দুঃখ মোচন করি; রোগীর রোগ অপনয়ন করি সত্য; করি কেন? না, না করিলে আপনার দয়া বৃত্তি আপনাকে ক্লেশ দেয়। (দয়া-পরদুঃখ বিনাশের ইচ্ছা) সেই জন্যই করি, অর্থাৎ সেই ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে না বলিয়াই করি। এইরূপ ও অন্যরূপ প্রত্যেক ব্যাপারের প্রতি মনোনিবেশ কর, দেখিতে পাইবে, আমিই সর্ব্বোপরি এবং জগৎ আমার নিম্নে বা অধঃস্থ। আমিই এক মাত্র ভোক্তা, জগৎ আমার ভোগের উপকরণ মাত্র। বলিতেছিলাম, মনুষ্য মাত্রেই স্বার্থপর এবং সেই স্বার্থপরতা ধর্ম্মটী তাহাদের স্বাভাবিক।

যে জন্য মনুষ্যকে স্বার্থপর বলা হইল, তাহা বোধ হয় বুঝান হইয়াছে। কি জানি, যদি না হইয়া থাকে, সুতরাং ভয়ে ভয়ে এতৎসম্বন্ধে আরও দুই চারিটী কথা বলিতে হইল। ভাবিয়া দেখ, মানবমনে আপনার সুখ দুঃখ যেরূপ দৃঢ় সংলগ্ন হয়, অন্যের সুখ দুঃখ কখনও সেরূপ হয় না। পুত্র কলত্রাদির মর্ম্মান্তিক যাতনা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয় সত্য; কিন্তু আপনার কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ কণ্টক বিদ্ধ হইলে যেরূপ ক্লেশ এবং তজ্জন্য যদ্রূপ ব্যস্ততা উপস্থিত হয়, পুত্র কলত্রাদির মর্ম্মান্তিক যাতনায় তাহার শতাংশের একাংশ হয় কিনা সন্দেহ। গৃহ দাহ, নৌকা জলমগ্ন হওয়া, অকাণ্ড বাত্যাগম অর্থাৎ প্রবলতর ঝড় ও ঘোর দুর্ভিক্ষ—এইরূপ এইরূপ সঙ্কট সময়ে স্বার্থপরতার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। জননী আত্ম-ত্রাণার্থ স্বীয়

ক্রোড়স্থ শিশুকে মৃত্যু মুখে নিপাতিত করে, এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হইতে পারে!! যে সকল লোক উদ্বন্ধন-মৃত হয়, নানা উপায়ে আত্ম-হনন করে, আমরা সেই সকল বিকারা-বিষ্ট লোকের কথা বলিতেছি না, এবং যাঁহারা স্বেচ্ছাতঃ জলদগ্নি মধ্যে হস্ত প্রসারিত করিয়া রাখেন, সহাস্ত আস্যে স্বীয় শরীর ক্রকচ দ্বারা দ্বিধা করিতেছেন, গাত্র মাংস উৎকর্ত্তন পূর্ব্বক শ্যেন-পক্ষীর তৃপ্তি উৎপাদন করেন, সেই সকল পুরাণবিখ্যাত নররূপধারী দেবতার কথাও বলিতেছি না। সমাজ মধ্যে সচরাচর যে সকল নরনারী বাস করেন, আমরা তাঁহাদিগেরই কথা বলিতেছি। তাই আবার বলি, মনুষ্য স্বভাবতঃই স্বার্থপর। এই স্বার্থপরতায় জগতের ও সমাজের হিত হইতেছে কি আহিত হইতেছে, সে বিষয় আমাদের এই বিবাহ প্রস্তাবের আলোচ্য নহে। এ স্থলে এই টুকু দেখান উদ্দেশ্য যে, মনুষ্য সাধারণের মধ্যে স্বার্থপরতা অত্যন্ত বল-বতী।

মনুষ্য সাধারণের মধ্যে স্বার্থপরতার যৎপরোনাস্তি প্রাবল্য আছে সত্য; কিন্তু আবার ইহাও দেখা যায় যে মনুষ্য তাহা ভাল বাসে না, প্রত্যুত তাহা ঘৃণাই বোধ করে। কোনও মনুষ্য উহার সম্পূর্ণ অধীন হইতে ইচ্ছা করে না এবং প্রায় সকল ব্যক্তিই স্বার্থপরতার নিন্দা ও স্বার্থ শূন্যতার প্রশংসা করেন। "অমুক আপনি না খাইয়া পরকে খাও-য়ায়," "অমুক আপনার হিত না দেখিয়া কেবল পরের হিত দেখে।" এই সকল কথা শুনিলে যখন মনোমধ্যে আত্মপ্রসাদ আইসে এবং সেই সেই ব্যক্তির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মে, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, স্বার্থশূন্যতা অপ্রবল হইলেও তাহা প্রশংসনীয়। এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মানব স্বার্থপরতার প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতেছে, আবার এক দিক্ হইতে স্বার্থ শূন্যতা আসিয়া তাহার অন্য দিক্ প্রতিরোধ করিতেছে। এইরূপে মানব উভয় সঙ্কটে পড়িয়া সুখী হওয়া দূরে থাকুক, ক্লেশের পরাকাষ্ঠা অনুভব করি-তেছে। মনুষ্য যখন ঐরূপ বিসম্বাদী ভাবের অধীন, তখন তাহার পক্ষে সুখী ও সন্তুষ্ট হওয়া যে কত কঠিন তাহা বিজ্ঞ মাত্রেই সহজে উপলব্ধি করিতে সমর্থ। আমাদের ত উহা অসাধ্য বলিয়াই বোধ হয়। প্রবল স্বার্থপরতা আসিয়া সর্ব্বদাই আকর্ষণ করিবে, অথচ তাহার বশ্য হইলে আত্মগ্লানি আসিয়া লাঞ্ছনা করিবে, মনুষ্যের পক্ষে তাহা সামান্য সঙ্কট নহে। বিবাহপ্রথা বিদ্যমান আছে বলিয়া মনুষ্য ঐ সঙ্কটের বিষমত্ব স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারিতেছে না।

বিবাহ প্রথাই মনুষ্যদিগকে ঐ বিষম সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ করায়। বিবাহ-প্রণালী ঐ সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবার অতি সহজ উপায়। কেমন করিয়া? তাহা প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

স্ত্রী পুরুষ দুই জনে প্রণয় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইলে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে পরিতুষ্ট করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইবে। অনন্তর সেই ঔৎসুক্য চরিতার্থ করিবার জন্য তাহারা যে যে কার্য্য করিবে সেই সেই কার্য্যেই তাহাদের পরস্পরের স্বার্থ সিদ্ধি হইবে। সুতরাং স্বার্থপরার্থ এক হইয়া, মিশিয়া গিয়া, এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যে পরিণত হইবে। সামঞ্জস্যের প্রভাবে তাহারা পূর্ণ ও আত্মগ্লানিবর্জিত পরিতোষ প্রাপ্ত হইবে।

কাহার না ভাল খাইতে ও ভাল পরিতে ইচ্ছা হয়? কিন্তু সে ইচ্ছার পূরণ করিতে গেলেই আত্মম্ভরী হইতে হইল। পরন্তু, যদি তোমার আহারে ও পরিচ্ছদে আর এক জন পরিতুষ্ট হয়, তাহা হইলে আর ঐ দোষ হইল না। যে খাওয়ায় কেবল মাত্র নিজের সুখ, সেই খাওয়াই "শূয়ার পেটে খাওয়া।" যে আহারে আর এক জনের পরিতোষ, সে আহার দেবপ্রসাদ।

এই ক্ষণভঙ্গুর রক্ত মাংসাদি নির্ম্মিত কুৎসিত দেহের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকা সহৃদয় জীবের লজ্জাজনক, সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি তাহাতে পরতৃপ্তির যোগ থাকে, তাহা হইলে আর তাহা লজ্জা জন্মাইতে পারে না। আমার এই বেশ বিন্যাসে আমার সেই প্রিয়তম পুলকিত হইবে, এই ভাব মনে হইবামাত্র স্বার্থপরতার লজ্জা দোষ দূরে অবস্থান করিবেই করিবে।

ধন ব্যয়ে যত সুখ, ধন রাখায় তত সুখ নাই। ধনব্যয়ে পরদুঃখ মোচন দেখা যায় এবং দেখিয়া পরিতুষ্ট হওয়া যায়। লোকে যশ করে, তাহা শুনিলে আনন্দের উদ্রেক হয়। সৎকার্য্য করিতেছি ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায় এবং তাহাও সুখের অন্যতম উচ্চাবস্থা। ধন রাখায় একত্রে এত গুলি সুখ পাইবার আদৌ সম্ভাবনা নাই। ধন রাখায় দীন দরিদ্র যাচকের হৃদয়-বিদারক করুণ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে হয়, লোকে কৃপণ বলিয়া নিন্দা করে, নিন্দা শ্রবণে মনে গ্লানি হয়, এবং 'সৎকার্য্য করিলাম না' ভাবিয়া সময়ে সময়ে গ্লানি ভোগ করিতেও হয়। ধন রাখায় এত দোষ, তথাপি তাহা বিবাহ প্রথার প্রভাবে শোধনীয়। পুত্র কলত্রাদিমান্ ব্যক্তি আমার অবিদ্যমানে পাছে আমার পরিবারবর্গ কষ্ট পায়, এই ভয়ে ভীত হইয়া ব্যয় সংকোচ করেন, করিয়াও আত্মগ্লানি ভোগ করেন না। লোকেও তাঁহাকে তত নিন্দা করে না এবং করিলে তাহা তাঁর আত্মপ্রসাদের হানি করিতে সমর্থ হয় না।

আপনি খাইব, সুখ হইবে আর এক জনের; আপনি পরিব, পরিতুষ্ট হইবে আর এক জন; আমি ধন রাখিব ভবিষ্যতে তাহাতে আর এক জনের হিত হইবেক, এই ভাবটী বিবাহ প্রথা হইতেই সাধারণতঃ অতি সহজে উদ্ভূত হইয়া থাকে। বিবাহ প্রণা-

জীই পরার্থে স্বার্থ নিক্ষেপ করিবার উপায়। স্বার্থ পরার্থ মিশাইয়া দেওয়া বিবাহ সংস্কারের প্রধান কার্য্য। বিবাহের দ্বারাই স্বার্থ বুদ্ধি সংশোধিত হইয়া পরার্থের সহিত একীভূত হয়, সমঞ্জস ভাব ধারণ করে। সেই কারণে বিবাহ প্রথা শোভন ও সংস্কার বলিয়া গণ্য।

প্রাণিতত্ত্ব।

১১শ সংখ্যা।

পিপীলিকা।

পিপীলিকার বিষয় পূর্ব্বে দুই একবার যৎকিঞ্চিৎ বলিয়াছি। প্রায় ২২ শত বর্ষ পূর্ব্বে গ্রীক্ দার্শনিক ক্লিয়াস্থিন্ (Cleanthes) এই বিচিত্র ক্ষুদ্র জীবের কার্য্যরহস্য আলোচনা করেন। তৎপরবর্ত্তী অনেক পণ্ডিত পিপীলিকা-তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া আসিতেছেন।

পিপীলিকাদিগের শরীরের গঠন বড় সুন্দর। মস্তক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ; চোয়াল দৃঢ়; মস্তকের "শুঁড়" (antennae) বড় সূক্ষ্ম ও কোমল; তাহাদের পদগুলি বড় ক্ষুদ্র ও চরণপ্রান্ত হস্তের চাটুর মত; তদ্দ্বারা সহজেই কোন না কোন অবলম্বন পাইলেই তাহারা ঝুলিতে পারে। তাহাদের দেহ অতি ক্ষুদ্র ও আচ্ছাদন-বিহীন। স্ত্রীপিপীলিকাগণ তাহাদের সন্তান সন্ততির প্রতি বিশেষ যত্ন করিয়া থাকে। সময়মতে তাহাদিগকে রৌদ্রে দেয়, এবং রৌদ্র হইতে স্থানান্তরিত করে।

পিপীলিকাদের শরীর ক্ষীণ হইলেও তাহারা ক্ষিপ্রপদ, তীক্ষ্ণত্বক, এবং বহুনেত্র বলিয়া অতি সহজে বিপদাপদ এড়াইতে সক্ষম হয়। তাহাদের এক প্রকার রস আছে, তদ্দ্বারা তাহারা শত্রু নাশ করে, এবং কোন কোন জাতি যে বৃক্ষে আবাস নির্ম্মাণ করে, তাহা কৃষ্ণবর্ণ বা দগ্ধ করিয়া ফেলে।

তাহাদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সাধারণতন্ত্রপ্রণালী প্রচলিত। এই কীট-রাজ্যে সম্পত্তিগুলি সাধারণের; এমন কি পিপীলিকাশিশুগুলিও সাধারণের সম্পত্তি। ইহাদের মধ্যে রাজশক্তি সাধারণের হস্তে ন্যস্ত।

পিপীলিকা সমাজ যথেষ্ট পরিমাণে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। পিপীলিকা স্ত্রীগণ ক্লান্ত হইলে স্কন্ধে নীত হন, এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আহারীয় সামগ্রী সমূহ তাঁহারাই পান। এমন কি তাঁহাদের মৃতদেহের সমাধি-কার্য্য বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। নারীভক্তি এবং সাধারণতন্ত্রপ্রণালী, পরিশ্রম এবং অধ্যা-

বসায় এই চারিটী বিষয়ে অনেক কীট পতঙ্গ সুসভ্য মনুষ্যেরও আদর্শস্থানীয়।

পিপীলিকাদিগের ঘ্রাণ এবং স্পর্শেন্দ্রিয় হুলে অবস্থিত। তদ্দ্বারাই তাহাদের পথ প্রদর্শিত হয়। তাহাদের গতিরোধ করিয়া তাহাদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিলে, পিপীলিকাগণ কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিয়ৎকাল ঘুরিয়া বেড়ায়। অবশেষে হুল দ্বারা পথ নির্ণয় করিয়া পুনরায় আদি যাত্রাস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তথায় স্থান পরীক্ষা ও দিক্ নির্ণয় করিয়া পুনর্ব্বার সেই পথে যাত্রা আরম্ভ করে।

এই দাড়া বা মস্তকস্থ হুল দ্বারা ইহারা শত্রু মিত্র প্রভেদ করে। সঙ্কেত বিশেষ দ্বারা উহারা একগৃহ-নিবাসী বলিয়া পরস্পরকে চিনিতে পারে। ইহারা এই সাঙ্কেতিক ভাষা দ্বারা সকল প্রকার মনোগত ভাব প্রকাশ করে। প্রথমে দুইটী পিপীলিকা মুখমুখী হইয়া দাঁড়ায় এবং পরস্পর পরস্পরের এই শিরোযন্ত্র স্পর্শ করে। তাহা হইলেই একে অন্যের ভাব বুঝিতে পারে।

ইহাদের মধ্যে বৈর-নির্য্যাতন অত্যন্ত প্রবল হইলেও, ইহাদের সৌহৃদ্য এবং সৌজন্য বড়ই চমৎকার। কোন কর্ম্মপ্রবৃত্ত পিপীলিকা নিতান্ত ব্যস্ত থাকিলে, সে হুল দ্বারা কোন বন্ধুকে সঙ্কেত করিবামাত্র খাদ্যবাহক বন্ধু স্বয়ং মুখদ্বারা আহারীয় আনিয়া ক্ষুধার্ত্ত ভ্রাতার মুখে প্রদান করে। ভোজনানন্তর কর্ম্মচারী পিপীলিকা হুল বুলাইয়া এবং অগ্রবর্ত্তী পদ পরোপকারী বন্ধুর মস্তকে বুলাইয়া তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

আমেরিকার বহুজাতীয় পিপীলিকা মধু চয়ন এবং মধু সংগ্রহ করিয়া থাকে।

রক্তিমবর্ণ ভীম-পিপীলিকাগণ (Amazon ants) রণে সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া অলস ও বিলাসী হইয়া পড়িয়াছে। উহারা কৃষ্ণ পিপীলিকাগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, তাহাদের কর্ম্মিষ্ঠা নারীদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। ভীম-পিপীলিকা-সমাজে শূদ্র নাই। নারীগণই কর্ম্মী-শ্রেণী ভুক্ত। তাঁহারাই সমাজের হিতার্থে সর্ব্ব প্রযত্নে শিশুপালন এবং সর্ব্ব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। সেইজন্যই বন্দীকৃত নারীগণ ক্রীতদাসী রূপে ব্যবহৃত এবং ডিম্ব-পালন-কার্য্যে নিযুক্ত থাকে।

আধুনিক সভ্যতাভিমানী উনবিংশ-শতাব্দীয় সমাজের বক্ষেও পিপীলিকা-নগরে ক্রীতদাস-প্রথা যথাপূর্ব্ব প্রচলিত রহিয়াছে।

নিকৃষ্ট জীবের আত্মা আছে কি না, এ বিষয়ে অনেক দার্শনিক অনেক প্রকার তর্ক করিয়া থাকেন। তাহাদের আত্মা থাক্, বা নাই থাক্, পিপীলিকার কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, আত্মা না থাকিলেও তাহাদের মন অর্থাৎ চিন্তা-

শক্তি নিশ্চয়ই আছে। কেবল যে স্বাভাবিক সংস্কার (Animal instints) বই তাহাদের আর কিছুই নাই, অধুনা ইহা নিশ্চয় রূপে বলা যাইতে পারে না।

তত্রৈব রমতে হরিঃ।

(গতবারের শেষ)

গৃহী যত্রাখিলক্লেশান্ লীলয়া সহতে স্বয়ম্।
হরত্যাশ্রিতসন্তাপং তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১১ ॥

অশেষ ক্লেশের ভার গৃহী যে ভবনে,
আপনি করিয়া সহ্য অম্লানবদনে,
প্রাণপণে আশ্রিতের হরে দুঃখভার,
নিত্য তথা নারায়ণ করেন বিহার।১১।

পরিশ্রমো মিতাচারো যত্র ধর্ম্মেণ জীবিকা।
দেবাতিথিগুরুশ্রদ্ধা তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১২ ॥

পরিশ্রম, মিতাচার, ধর্ম্মপথে আয়,
দেবতা-অতিথি-গুরু-অর্চ্চনা যথায় ;
পরম পবিত্র সেই গৃহস্থ-ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ।১২।

প্রযত্নলালিতা যত্র ধেনবো নিত্যদুগ্ধদাঃ।
সুপুষ্পফলদা বৃক্ষাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৩ ॥

যতনে লালিত হয় যথা ধেনুগণ,
সুধাসম ক্ষীরধারা করে বিতরণ ;
দিব্য ফল পুষ্প যথা দেয় তরুগণ,
সে গৃহে সতত হরি করেন রমণ।১৩।

সুসংস্কৃতে সুসংমৃষ্টে যদগৃহে সর্ব্বতঃ শুচৌ।
বিশুদ্ধান্নপানানি তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৪ ॥

পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন নিত্য যে ভবন,
পবিত্র পানীয় শয্যা অশন বসন ;
অশুচি দ্রব্যের যথা নাম গন্ধ নাই,
বিহরেন সেই স্থানে শ্রীহরি সদাই।১৪।

সর্ব্বং যত্রান্নপানাদি গৃহী বিষ্ণুনিবেদিতম্।
পরিবারৈর্বৃতো ভুঙ্ক্তে তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৫ ॥

অন্ন পান সমস্তই গৃহী যে ভবনে,
ভক্তিভাবে নিবেদন করে নারায়ণে ;
পশ্চাৎ সকলে মিলি করয়ে আহার,
সে গৃহে শ্রীহরি সদা করেন বিহার।১৫।

ক্ষুদ্রে মহতি তুল্যৈব মমতা যত্র গেহিনঃ।
নৈবাত্মীয়পরজ্ঞানং তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৬ ॥

গৃহী যথা বড় ছোট না করি বিচার,
সকলেরে সমভাবে ভাবে আপনার ;
আপনার পর জ্ঞান যে ভবনে নাই,
শ্রীহরি বিহার তথা করেন সদাই।১৬।

শাকান্নং ধর্ম্মতো লব্ধং ভোজয়ন্ স্বজনাতিথীন্।
শেষং যত্র গৃহী ভুঙ্‌ক্তে তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥১৭॥

ধর্ম্মপথে শাক অন্ন করি আয়োজন,
ভোজন করায় অগ্রে অতিথি স্বজন ;
যে গৃহে শেষান্ন গৃহী করয়ে ভোজন,
বিরাজেন সেই গৃহে দেব নারায়ণ।১৭।

ধেনুর্ধান্যং পুষ্করিণী যত্রাঽবন্ধ্যাশ্চ পাদপাঃ।
আতিথ্যং দম্পতীপ্রেম তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৮ ॥

ধান্য যথা সুসঞ্চিত, বৃক্ষ ফলবান,
স্বচ্ছ জলাশয়, ধেনু দুগ্ধ করে দান ;
যে গৃহে দম্পতীপ্রেম, অতিথি-সৎকার,
নিত্য তথা নারায়ণ করেন বিহার।১৮।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তজগৎসন্তর্পণঃ সদা।
প্রবর্ত্ততে যত্র যজ্ঞস্তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্ম হ'তে পরমাণু পর্য্যন্ত সবার,
তৃপ্তির উদ্দেশে গৃহে নিত্য যজ্ঞ যার ;